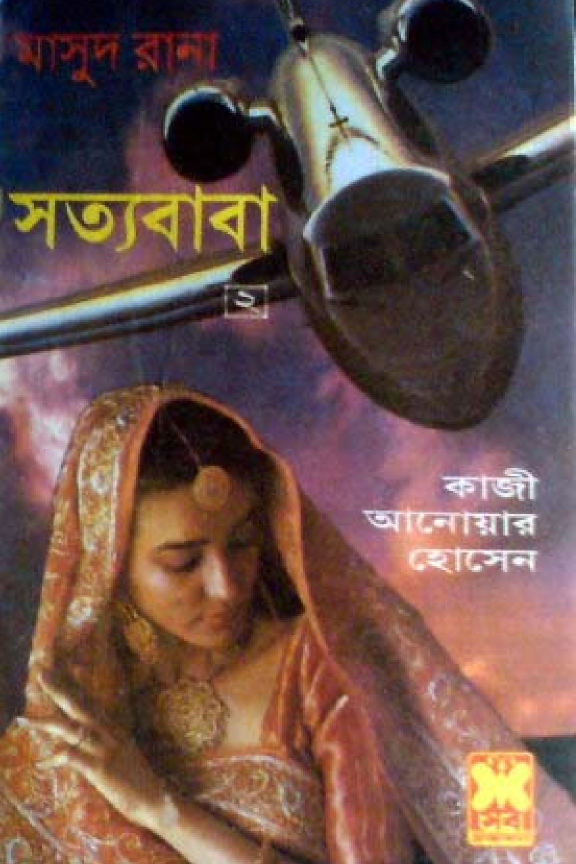

মাসুদ রানা
সত্যবাবা
১
কাজী
আনোয়ার
হোসেন

মাসুদ রানা

সত্যবাবা-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯১

এক

বি.এস.এস. ক্লিনিকের নিচতলার রিসেপশন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী, রিসেপশনিস্ট লোকটার মুখে হেভী ক্যালিবারের এক পশলা বুলেট লেগেছে। শুধু শারীরিক গঠন আর ইউনিফর্ম দেখে তাকে চিনতে পারল রানা। অপারেশন রূমে যেমন দেখে এসেছে ও, এখানেও সেই একই দৃশ্য, চারদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত। এত রক্ত একা শুধু রিসেপশনিস্টের হতে পারে না।

তারপর আরেকটা বীভৎস দৃশ্য ধরা পড়ল চোখে। দু'জন নার্স, একজন চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অপর মেয়েটা উপুড় হয়ে, হাত-পা ছড়ানো। দেখে মনে হলো, দেয়াল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল তাকে, ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়েছে, তারপর আর তার মর্যাদার কথা ভাবা হয়নি। অভাগিনীর স্কার্ট ঊরু ছাড়িয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে, প্রায় নগ্নই বলা যায়।

দু'জনকেই গুলি করে মারা হয়েছে। গুলির শব্দ পায়নি কেন!–বিস্ময়সূচক প্রশ্নটা আবার ফিরে এল রানার মনে।

বুলেটগুলো কয়েকটা শিরা ছিঁড়ে দিয়েছে, ফলে ফিনকি দিয়ে চারদিকে ছুটে গেছে রক্ত, অনেক দূর পর্যন্ত।

ঘটনা ঘটার খানিক আগে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে সার্জেন্ট বিল রেম্যান আর নিনি খন্দকার। এই হত্যাযজ্ঞের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানতে হবে রানাকে। আসল কালপ্রিট, সন্দেহ নেই, ডোনা চেস্টারফিল্ডের ভাই আর কাকার ভুয়া পরিচয় দিয়ে ক্লিনিকে ঢুকেছিল যারা। প্রশ্ন হলো, সার্জেন্ট আর নিনি তাদেরকে সাহায্য করেছে কিনা।

বাইরে আরও একটা লাশ দেখল রানা, ধাপের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, ধাপ গড়িয়ে নেমে গেছে রক্তের ধারা। দশাসই একজন লোক, ডোরাকাটা কাপড়ের স্যুট পরা। 'কাকাদের' একজন, নাকি ডোনার 'ভাই'? লোকটা অবশ্যই সার্জেন্ট রেম্যান নয়।

বারান্দার ধাপ থেকে ক্লিনিকের গার্ডরূম আর গেটটা দেখতে পাচ্ছে রানা। গেটটা হা-হা করছে, গার্ডরূমের জানালার কাঁচ চুরমার হয়ে গেছে। শক্ত করে ধরা অটোমেটিক নিয়ে ধাপ বেয়ে নেমে এল ও, গেটের দিকে ছুটল। সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল। গার্ডদের জন্যে ওর করার কিছু নেই, দু'জনেই মারা গেছে। একজন এখনও বসে আছে জানালার সামনে, বুকের কাছে ইউনিফর্মটা লাল হয়ে আছে। মুখে অবিশ্বাস আর রাজ্যের বিস্ময়।

ঘুরল রানা, ফিরে আসছে ক্লিনিকের দিকে। জরুরী কয়েকটা কাজ দ্রুত সারতে হবে ওকে। হঠাৎ খেয়াল করল, প্রায় চমকে গিয়ে, ওর গাড়িটা সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু

অ্যাম্বুলেন্সটা নেই। সার্জেন্ট আর নিনি তাহলে গেল কিভাবে।

ভেতরে ফিরে এসে ফোনের রিসিভার থেকে রক্ত মুছতে হলো রানাকে। বি.এস.এস. ইমার্জেন্সী নাম্বারে ডায়াল করল ও। সবচেয়ে কাছাকাছি সার্ভিস শাখার সাথে যোগাযোগ হলো। মাছরাঙা, নিজের সাংকেতিক পরিচয় দিল রানা। তারপর উচ্চারণ করল, খাঁচা। খাঁচা মানে বি.এস.এস. ক্লিনিক। টপ লেভেল ইমার্জেন্সী বোঝাবার জন্যে বলল, জবাফুল। সব মিলিয়ে তিনটে শব্দ উচ্চারণ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে 'ডিজপোজাল ইউনিট', সাথে দক্ষ নিরাপত্তা রক্ষীরা।

কাঁধ থেকে দায়িত্ব নেমে গেল, এখানে আর রানার থাকার দরকার নেই। রিসিভার নামিয়ে রেখে বারান্দায় বেরুবার আগেই লন্ডন হেডকোয়ার্টার খবরটা পেয়ে যাবে। বাইরে বেরিয়ে এসে ধাপের ওপর পড়ে থাকা লাশটা আবার দেখল রানা। মাটিতে একটা পিস্তল পড়ে রয়েছে—তুলে হাতে নেয়ার আগেই চিনতে পারল, ওয়ালথার পি-ফোর, ব্যারেল থেকে কুৎসিত দর্শন একটা সিলিন্ডার বেরিয়ে আছে, তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ওটার দৈর্ঘ্য। কোন শব্দ না পাবার কারণটা বোঝা গেল।

লন্ডনের পথে রওনা হবার আগে প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের সাথে কথা বলা দরকার। তাড়াতাড়ি আবার ভেতরে ঢুকল রানা। গাড়িটা যখন রয়েছে, ফিরে যেতে কোন অসুবিধে নেই ওর। গাড়ির চাবি সার্জেন্টকে দিয়েছিল ও, তবে গাড়ির ভেতরই লুকানো আছে আরেকটা চাবি। তাছাড়া, ইচ্ছে করলে রিমোট কন্ট্রোলও ব্যবহার করতে পারে রানা।

ডোনার কেবিনেই পাওয়া গেল ওদেরকে। প্রফেসর

ওয়েদারবাইকে সাহায্য করছে দু'জন নার্স, দু'জনের মধ্যে একজন পুরুষ। ডোনার ওপর ঝুঁকে রয়েছেন প্রফেসর। রানার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তিনি। 'বিপদ কাটিয়ে উঠবে,' রানাকে আশ্বস্ত করে বললেন। ডোনাকে একটা ইঞ্জেকশন দিতে যাচ্ছিলেন। 'বোঝা যাচ্ছে, আমাদের নিরাপত্তা রক্ষীরা ভিজিটরদের ভাল করে চেক করেনি।'

'সেজন্যে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে ওদের।' মহিলা নার্সের দিকে তাকাল রানা, বেচারির স্বামী নিরাপত্তা রক্ষীদের একজন ছিল। কালো একটা ছায়া পড়ল মেয়েটার চেহারায়, কাজে কোন ছেদ পড়ল না। মনে মনে তার ট্রেনিং ও দায়িত্ববোধের প্রশংসা না করে পারল না রানা। সঙ্কটের সময় ক'জন আমরা এভাবে ভাবাবেগের রাশ টেনে রাখতে পারি? 'প্রফেসর, আপনার স্টাফদের খবর নিলে ভাল হয়—রোল-কল করতে পারেন।'

জবাব দিল পুরুষ নার্স, 'করা হয়েছে, স্যার।'

প্রফেসর জানালেন, দু'জন নিয়মিত সার্জেন ক্লিনিকের উদ্দেশে এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছেন।

'তাঁরা কোন সাহায্যে আসবেন বলে মনে হয় না,' বলল রানা, দোরগোড়া থেকে এক পা ভেতরে ঢুকল। 'নতুন একদল নিরাপত্তারক্ষী আসছে। বাইরে যে অ্যাম্বুলেন্সটা ছিল, সেটাকে দেখছি না। ওটার নম্বর বলতে পারবেন?'

নম্বরটা জানাল পুরুষ নার্স, তাকে ধন্যবাদ দিল রানা। 'কোন দিকে গেছে ওটা বলতে পারব না, তবে নম্বরটা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি। ক্লিনিক থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার পর ওটা রাস্তার কোথাও ফেলে যাবে ওরা।'

কেউ কথা বলল না, ডোনাকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই।

'প্রফেসর, আমাকে এবার যেতে হয়,' বলল রানা। 'আপনার দ্বিতীয় রোগীর ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ওরা শুধু ডোনাকে খুন করতে আসেনি—আমার ধারণা, লোকটাকেও ছিনিয়ে নিতে এসেছিল।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তোমার সহকর্মীরা ওদেরকে বাধা দেয়।'

হতে পারে, ভাবল রানা। আবার এ-ও হতে পারে যে ডোনার ভুয়া আত্মীয়দের সাহায্য করেছে তারা—নিনি আর সার্জেন্ট।

বারান্দায় ফিরে এসে দুটো ট্রাক, একটা প্রাইভেট কার ও একটা অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পেল ও। সাদা পোশাক পরা একজন অফিসার চ্যালেঞ্জ করল রানাকে। ওর পরিচয়-পত্র দেখেও সন্তুষ্ট হলো না সে, হেডকোয়ার্টারে ফোন করে নিশ্চিত হবার পর ক্লিনিক ত্যাগ করার অনুমতি দিল।

নিজের গাড়ির কাছে এসে থামল না রানা, কয়েক পা এগিয়ে সাদাটে একজোড়া দাগের সামনে দাঁড়াল। এখানেই পার্ক করা ছিল অ্যাম্বুলেন্সটা। হঠাৎ কি যেন ঠেকল ওর পায়ে। সরে গিয়ে ঝুঁকে তাকাতেই বেন্টলির চাবিটা দেখতে পেল ও। লক্ষ করল চাবির রিঙের সাথে কি যেন একটা লেগে রয়েছে। রিঙটা হাতে নিল রানা। দেখল, রিঙের ভেতর একটা পিন ঢোকানো হয়েছে। পিনের ভোঁতা দিকটায় কালো একটা মার্কার দেখা গেল, মার্কারের গায়ে তিনটে অক্ষর পাশাপাশি সাজানো রয়েছে, খালি চোখে কোন রকমে পড়া গেল—আইআরএস।

আচ্ছা, ভাবল রানা, নিনি তাহলে সম্ভবত একটা মেসেজ

রেখে যাবার চেষ্টা করেছে। তবু কোন ঝুঁকি নিল না রানা, ট্রাউজারের পিছনের পকেট থেকে গাড়ির রিমোট কন্ট্রোল বের করে দূর থেকে দরজা খুলল, তারপর স্টার্ট দিল। স্টার্ট দেয়ার পরও গাড়িতে উঠল না, তার আগে গাড়ির তলাটা ভাল করে পরীক্ষা করে নিল।

ড্রাইভিং সীটে বসার পর আরেকবার ভেতরটা ভাল করে দেখে নিল রানা, সব ঠিক আছে বলেই মনে হলো। ক্লিনিক থেকে তিন মাইল দূরে এসে রেডিও অন করল ও, যোগাযোগ করল হেডকোয়ার্টারের সাথে।

প্রথমে জরুরী তথ্যটা জানাল রানা–অ্যাম্বুলেন্সের বিবরণ। তারপর হতাহতদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট করল। অ্যাম্বুলেন্স সম্পর্কিত কোন তথ্য পেলে প্রথমে ওকে জানাতে হবে, এই আবেদনের পর সর্বশেষ অনুরোধটা করল ও। 'উইথ রেসপেক্ট, আই আস্ক পারমিশন টু ইউজ নকশি-কাঁথা ইমিডিয়েটলি।'

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা। রানা জানে, স্পেশাল সাইফারের লম্বা তালিকার ওপর চোখ বুলাচ্ছে ডিউটি কন্ট্রোলার। আরও জানে, নকশি-কাঁথার নিচে তেরোটা শব্দ দেখতে পাবে লোকটা–'নকশি-কাঁথা ব্যবহারের অনুমতি শুধু চীফের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে'। এর মানে হলো, রেডিও রূমের কারও পক্ষে নকশি-কাঁথার অর্থ জানা সম্ভব নয়–এমনকি মারভিন লংফেলো অনুমতি দেয়ার বা প্রত্যাহার করার সময়ও।

নকশি-কাঁথার অর্থ শুধু মাত্র মারভিন লংফেলো, তাঁর চীফ অভ স্টাফ জন মিচেল আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসার ছাড়া আর কেউ জানে না। বি.এস.এস-এর সবচেয়ে গোপন আস্তানার

সাঙ্কেতিক নাম নকশি-কাঁথা। জায়গাটা এতই গোপনীয় যে শুধু

নিনির ওপর। কে জানে কি অবস্থায় আছে মেয়েটা। তারপরই আরেকটা চিন্তা ঝাঁকি দিয়ে গেল ওকে–নিনি এখনও বেঁচে আছে তো? সরাসরি শত্রুতা করছে এমন কাউকে সত্যদর্শীরা হাতে পেলে বাঁচিয়ে রাখবে বলে মনে হয় না।

অলিমিয়ায় পৌঁছুল রানা, তে-মাথা থেকে বাঁক নিয়ে একটা লেন-এ ঢুকল, সামান্য একটু এগিয়ে সুদৃশ্য একটা বাড়ির সামনে দাঁড় করাল বেন্টলি। আশপাশে সবগুলো বাড়িই সুন্দর, পরিচ্ছন্ন আর প্রায়-নির্জন। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, নকশি-কাঁথার ভেতরটা দুর্গের মতই দুর্ভেদ্য। বাড়িটা চারতলা। বাড়ির সামনে ঘাস মোড়া খানিকটা জায়গা রয়েছে। রেডিও বন্ধ করে অ্যালার্ম সেটটা অন করল রানা। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

নকশি-কাঁথার দু'পাশে দুটো বাড়িও একইরকম দেখতে, সুড়ঙ্গপথে একটা থেকে আরেকটায় যাওয়া যায়। মিসেস ওয়াকার হলো নকশি-কাঁথার কেয়ারটেকার, পঞ্চাশোত্তীর্ণা বিধবা মহিলা মারভিন লংফেলোর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া বা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুর ভগ্নীস্থানীয় কেউ হবেন, রানার ঠিক জানা নেই। এক সময় স্কুল-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মহিলা। তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, মারভিন লংফেলোর ভাষায়, 'গাছের মত চুপচাপ'।

দরজা খুলে দিয়ে রানাকে ভেতরে ঢোকার আহ্বান জানালেন তিনি। বললেন, 'একটা অঘটন ঘটেছে...'

'আমি জানি।' একটা চেয়ারে বসল রানা, জানালার দিকে মুখ করে, পুরো তে-মাথাটা যাতে দেখতে পায়।

'সত্যি জানেন কি?' এরই মধ্যে মিসেস ওয়াকার ছোট একটা ব্যাগে নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়েছেন। নকশি-কাঁথা ব্যবহার

করা হলে, বাড়ি ছেড়ে তাঁর চলে যাওয়াই নিয়ম। একমাত্র মারভিন লংফেলো জানেন কোথায় তিনি যান, কিভাবে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

'জ্বী?'

'এখানে পৌঁছেই আপনাকে ফোন করতে বলেছেন তিনি। সাদা ফোনটা ব্যবহার করবেন। টেবিলের ওপর চাবি। সমস্ত অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করা হয়েছে। অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং ফ্যাসিলিটি অফ করা হয়েছে। আমি তাহলে যাই।' রানার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসলেন মিসেস ওয়াকার, দীর্ঘ ও দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

জানালার পাশে, একটা বুককেসের কার্নিসের ওপর দুটো টেলিফোন। একটা সাদা, অপরটা লাল। সাদাটা স্ক্র্যাম্বলার, সরাসরি মারভিন লংফেলোর সাথে কথা বলা যায়। ডায়াল করল রানা।

দু'বার রিঙ হবার পর অপর প্রান্তে রিসিভার তুললেন বি.এস.এস. চীফ। সাঙ্কেতিক পরিচয় বিনিময় হলো।

রানার ভয় ছিল, এভাবে গা ঢাকা দেয়ায় ওর ওপর হয়তো রেগে আছেন ভদ্রলোক। কিন্তু না, তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি খুশি হয়েছি নকশি-কাঁথায় গেছ তুমি।'

'ক্লিনিকের অবস্থা, মি. লংফেলো, ভয়াবহ...'

'শুধু ক্লিনিকেরই নয়, রানা।'

'জ্বী?' দমবন্ধ হয়ে এল রানার।

'হ্যাঁ,' নিশ্চিত করলেন বি.এস.এস. চীফ।

'আর কোথায়, মি. লংফেলো?'

'শিচেস্টার। ক্যাথেড্রালের কাছে। লিবারেল পার্টির প্রার্থী তাঁর জনসভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে লন্ডন থেকে সাবেক শ্রমমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন।' দু'জনের নামই জানালেন বি.এস.এস. চীফ।

'মারা গেছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দু'জনেই, তাঁদের সাথে বিশজন শ্রোতাও। আহতদের সংখ্যা ত্রিশ।'

'মি.....লংফেলো...সে...সেই একই পদ্ধতি...?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত। এখনও ডিটেলস্ পাইনি আমরা। এখানে আমাদের সাথে পুলিস সুপার মি. উইলবার জেফারসন রয়েছেন। টিভি দেখো, রানা। খানিকটা বিশ্রাম নাও। আমি আসব।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

জানালার দিকে মুখ করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকল রানা। অসহায় বোধ করছে ও। এক মিনিট পর টিভি সেটটা অন করল। চারটে চ্যানেল থেকেই সর্বশেষ হত্যাযজ্ঞের বিবরণ প্রচার করা হচ্ছে।

জনসভা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মাঠের এক কোণে একটা ক্যাথেড্রাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার রাজনৈতিক নেতাদের ওপর হামলা চালাল সত্য সমিতির সদস্যরা। এভাবে যদি চলতে থাকে, নির্বাচনী সভায় যেতে সাহস পাবে না শ্রোতারা। সাধারণ নির্বাচন একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে। স্বর্গযাত্রীরা সম্ভবত সেটাই চাইছে, সাধারণ নির্বাচন বানচাল করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের উদ্দেশ্য, নাকি তাদের বিদেশী প্রভুদের উদ্দেশ্য, যারা তাদেরকে মোটা টাকা দিয়ে এই কাজে নামিয়েছে?

ধ্বংসস্তূপের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যামেরা। এ-ধরনের দৃশ্য নতুন নয়, টেরোরিস্টরা আজকাল কোথায় না হানা দিচ্ছে। তারপর, হঠাৎ দেখা গেল, কয়েকটা গাড়িকে পথ করে দেয়ার জন্যে মেইন রোডের ওপর ব্যস্ত হয়ে উঠেছে একজন ট্রাফিক পুলিস।

হাত তুলে একটা সাদা মার্সিডিজকে থামানো হলো, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে দেয়া হলো একটা ট্রাককে। এক মুহূর্তের জন্যে মার্সিডিজের ওপর স্থির হয়ে থাকল ক্যামেরা।

প্রথমে রানা দেখতেই পেল না, তারপর সামনের সীটে বসা লোকটাকে চিনতে পেরে ভূত দেখার মত চমকে উঠল ও। চেহারা চিনতে ভুল হবার কথা নয়, কারণ তার ফটোটা গভীর মনোযোগের সাথে দেখেছে রানা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে, নিজের হাতের কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, আর কেউ নয়, খোদ এম.ভি.এফ. সত্যবাবা। মিটিমিটি হাসছে লোকটা। পিছনের সীটে, দুই হোঁৎকা চেহারার গুণ্ডা প্রকৃতির লোক বসে আছে, তাদের মাঝখানে সিটকে রয়েছে একটা মেয়ে। পলকের জন্যে তার ফ্যাকাসে মুখটা দেখতে পেল রানা। সত্যবাবার সাথে একই গাড়িতে বসে রয়েছে নিনি খন্দকার।

একেবারে শেষ মুহূর্তে মার্সিডিজের নম্বরটা দেখতে পেল রানা। যাতে ভুলে না যায়, বারবার আওড়াতে লাগল সংখ্যাগুলো। রিসিভার তুলে ডায়াল করার সময় লক্ষ করল, হাত দুটো কাঁপছে।

দুই

সন্ধ্যার বেশ খানিক পর পৌঁছুলেন মারভিন লংফেলো। রানার এমনকি ঘাড়ির দিকে তাকাবার কথাও মনে নেই–খবরের সময় টিভিতে সেই বীভৎস দৃশ্যটা দ্বিতীয়বার দেখার পর সময় যেন তার সমস্ত তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হলো ওকে, যা দেখছে সবই নির্মম বাস্তব, কোন চিত্রনাট্যকারের কল্পনা নয়।

বিধ্বস্ত আর অথর্ব লাগল বি.এস.এস. চীফকে। তাঁকে আগে কখনও এতটা মুষড়ে পড়তে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না রানা। তাঁর হাঁটাচলা ও কথাবার্তা থেকে হঠাৎ করে যেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তি লোপ পেয়েছে, যেন শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা অনুভব করছেন, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় দম নিচ্ছেন।

জানালেন, একা আসেননি। 'মনে হলো, নজর রাখার দরকার আছে। আধ মাইলের মধ্যে পাহারায় রয়েছে দুটো টীম, যদিও কেউ তারা জানে না ঠিক কোথায় রয়েছি আমি। তে-মাথার কাছাকাছি রেখে এসেছি পুলিস সুপার উইলবার জেফারসনকে। মনে হলো তাঁকে বিশ্বাস করে নিয়ে আসা যায়।'

'এখন কি আর কাউকে বিশ্বাস করার উপায় আছে?' ভদ্রলোককে অসহায় লাগল রানার, কোট খুলতে সাহায্য করল তাঁকে, ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালল।

সোফায় বসার পর কথা হলো। প্রথমে একাই বলে গেল রানা, বি.এস.এস. চীফ নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করলেন। ইব্রাহিম খলিলকে ইন্টারোগেট করেছে ও—ড্রাগ অ্যাসিসটেড ইন্টারোগেশন—তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বিচিত্র কথাবার্তা শুনে ওর কি ধারণা হয়েছে ব্যাখ্যা করল।

রানা থামতে মুখ তুলে তাকালেন মারভিন লংফেলো, তাঁর চোখে বরফ শীতল দৃষ্টি। 'এ কি সম্ভব, রানা?'

'এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা, মি. লংফেলো।'

'একজন লোক ধর্মকথা শুনিয়ে মানুষকে বশ করছে, মানলাম। স্বর্গে জায়গা বরাদ্দ দেয়ার লোভ দেখিয়ে অন্ধ ভক্ত বানাচ্ছে, তা-ও বুঝলাম। কিন্তু তার কথায় তারা মরতেও রাজি? অ্যাকটিং অ্যাজ আ হিউম্যান বম্ব?'

'আমার ধারণা ঠিক তাই ঘটেছে শিচেস্টারে, আর গ্লাসটনবারিতে যে ঘটেছে তা তো আমরা নিজের চোখেই দেখেছি।'

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'হ্যাঁ, শিচেস্টারেও তাই ঘটেছে। একটা মেয়ে। হামলাটা হয়েছে খোলা জায়গায়, বিস্ফোরণ আর জনতার মাঝখানে কোন আড়াল ছিল না।' খানিক বিরতি নিলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর আর মেট্রোপলিটান পুলিস চীফের সাথে মীটিঙে বসেছিলেন পুলিস সুপার, নির্বাচনী সভাগুলোয় জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কিছু ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু এ-ধরনের ব্যবস্থা খুব একটা কাজে আসবে বলে মনে হয় না। রানা, এই বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পাব কিভাবে?'

‘বুঝতে পারছি না, মি. লংফেলো,’ বিড়বিড় করে বলল রানা। ‘পীর হিকমত ...বা সত্যবাবা, যাই বলুন তাকে, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, একটা কিলিং মেশিন চালু করে দিয়েছে লোকটা।’

‘ওদের আদর্শ আর নীতি সম্পর্কে যা শোনা যাচ্ছে, তা কি সত্যি?’ জানতে চাইলেন বি.এস.এস. চীফ।

‘ইব্রাহিম খলিলের কথা শুনে মনে হলো, সত্যি। জীবনযাপনে সংযম আর পবিত্রতা রক্ষা করে চলে ওরা, ধর্মগুরু সত্যবাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে ব্যভিচারমুক্ত থাকতে বলার কারণ হলো, কেউ যাতে সেক্সুয়াল ডিজিজে আক্রান্ত না হয়। একজন পুরুষের জন্যে একটা মাত্র মেয়ে, তা-ও মিলন ঘটতে পারে শুধু বিয়ের পর, এর ব্যতিক্রম সত্যবাবা মানবে না। সত্য সমিতি বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে জনপ্রিয় হবার আরেকটা কারণ, মি. লংফেলো, ওদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই। কোন দম্পত্তির একটা বাচ্চা হবার পর মা-বাবা যে-কোন একজন বিপ্লবের স্বার্থে আত্মত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়, জানে সে তার সন্তানকে রেখে যাচ্ছে, উপযুক্ত সময়ে সে-ও তার পথ অনুসরণ করবে।’

‘তার মানে একটা বৃত্ত রচনা করা হচ্ছে, যার কোন শেষ বা প্রান্ত নেই?’

‘হ্যাঁ। ওদের বিশ্বাস, মহৎ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করছে ওরা। এভাবে, এই আত্মত্যাগের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে ওদের, তারপর দুনিয়াটা একসময় স্বর্গে পরিণত হবে। একটা কথা ঠিক, অসংখ্য মানুষকে জাদু করেছে সত্যবাবা। হতে পারে এর জন্যে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন-ই দায়ী।’

‘এসবের পিছনে পীর হিকমতের আসল উদ্দেশ্যটা কি?’

‘সন্ত্রাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তার পলিটিক্যাল অ্যামবিশন থাকতে ৪.৬৭াল পের্চী

প্যাঙবোর্নের জমিদারবাড়িতে আমার বদলে একটা টীম পাঠিয়েছিলেন...'

'ও, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ব্যাপারটা তোমাকে জানানো হয়নি। স্বর্গযাত্রীদের ছ'জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছি আমরা। তাদের আটক করা হয়েছে ড্রাগ নেয়ার অভিযোগে। ইন্টারোগেট করার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে।'

'স্বর্গযাত্রীদের বিরুদ্ধে ড্রাগ গ্রহণ করার অভিযোগ?' বিস্মিত হলো রানা।

বার কয়েক ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'জমিদার বাড়িতে নজর রাখার জন্যে একটা টীম পাঠিয়েছিল মিচেল, ভোর চারটে থেকে ওত পেতে ছিল ওরা। পুলিস সুপার জেফারসনও তার দু'জন লোককে ধার দিয়েছিল, সাদা পোশাকে। ভোরের আলো ফুটতেই স্বর্গযাত্রীদের ছোট্ট দলটাকে আসতে দেখে তারা। চারজন পুরুষ, দুটো মেয়ে। সবার কাছে অস্ত্র ছিল, মরার জন্যে একপায়ে খাড়া। একটু সকাল হতে আমাদের টীম ভেতরে ঢোকে, দুটো গুলির শব্দ হয়। ভাব দেখে মনে হয়েছে, পুলিসী হানার জন্যে তৈরি ছিল তারা, যদিও স্বীকার করেনি। বলছে ভুল করে ফেলে যাওয়া কিছু জিনিস-পত্র নিতে এসেছিল।'

'কিন্তু সার্জেন্ট রেম্যান তার রিপোর্টে বলেছিল, তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাড়িটায় কিছু পায়নি সে!'

'তার চোখ এড়িয়ে গেছে। সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের ভেতর একটা মাচা আছে, মাচার ওপর সিলিঙে পাওয়া গেছে ট্র্যাপডোরটা। চোরা-কুঠরির ভেতর হেরোইন, কোকেন,

প্যাথেডিন থেকে শুরু করে মদ, গাঁজা, ভাঙ সবই পাওয়া গেছে–বিপুল পরিমাণে।'

'কিন্তু সত্য সমিতির সবচেয়ে কড়া নীতি হলো মদ বা ড্রাগ ছোঁয়া যাবে না!'

'যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, ওগুলো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে ওখানে রাখা হয়নি। একটা মেয়ে স্বীকার করেছে, ওগুলো বিনা পয়সায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিলি করার কথা ছিল।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল রানা। মারভিন লংফেলোর দৃষ্টি লক্ষ করে কেমন যেন লাগল ওর। 'মি. লংফেলো, আর কি জানি না আমি?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন বি.এস.এস. চীফ, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। 'সময় হোক, রানা। নকশি-কাঁথায় আরও একজনকে নিয়ে আসা হচ্ছে। দ্বিতীয়, কিংবা হয়তো তৃতীয় একটা সূত্র পেয়েছি আমরা।'

'মার্সিডিজ সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায়নি?' জানতে চাইল রানা। 'যে-গাড়িটায় হিকমত আর নিনিকে দেখা গেল টিভিতে।'

'পুলিসকে সতর্ক করা হয়েছে। নম্বরটা ঠিক বলেছ তুমি–টেপটা আরেকবার দেখেছি আমরা। দেশের প্রতিটি পুলিস খুঁজছে গাড়িটা। কিন্তু, রানা...,' দম নিলেন মারভিন লংফেলো, 'হিকমতকে যদি বা ধরতেও পারি, তার কিলিং মেশিনটাকে থামাবার উপায় কি?'

'আমি তো কোন উপায় দেখছি না। যদি না সত্য সমিতির প্রত্যেককে –নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে–এক এক করে গ্রেফতার করা যায়। কিন্তু গ্রেফতার করা সম্ভব কিনা আমি জানি না।'

'তা সম্ভব না হলে আমাদের সামনে একটাই পথ খোলা থাকে। কিন্তু খুনের বদলে খুন, এতে আমার বিশ্বাস নেই।'

'এমন হতে পারে, মি. লংফেলো, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মূল্য দিতে গিয়ে আমাদেরকে হয়তো অনেক বড় খেসারত দিতে হবে। অন্তত পীর হিকমতের ব্যাপারে কথাটা বিশেষভাবে সত্যি। তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব, কেন যেন কথাটা আমার বিশ্বাস হয় না। খুন করা, সম্ভব হলেও হতে পারে। তার অনুসারীদের ব্যাপারে...সেটা অবশ্য আলাদা প্রসঙ্গ।'

'না, তাকে জীবিত চাই আমি,' মারভিন লংফেলোর কণ্ঠস্বর সামান্য কঠিন শোনাল।

এক সেকেন্ড পর বলল রানা, 'হিকমতকে জীবিত ধরতে পারলেও যে তার বর্তমান অপারেশন থামাতে পারব আমরা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নির্বাচন উপলক্ষে নেতারা কে কোথায় কখন বক্তৃতা করবেন, ইতিমধ্যে তা ঠিক হয়ে গেছে, দৈনিক পত্রিকাগুলোয় তা ছাপাও হয়েছে। স্বর্গযাত্রীরা তা জানে...'

'কয়েকটা রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ করেছি আমরা, অনেকগুলো সভা বাতিল করা হয়েছে, বা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। দুটো প্রধান রাজনৈতিক দল আমাদের পরামর্শ মত কাজ করতে রাজি হয়েছে। সভা হবে ঠিকই, তবে অন্য দিন, অন্য জায়গায়, অন্য সময়। কিন্তু সভা যখন, হাতে খানিকটা সময় থাকতে কিছু লোক খবরটা জানবেই—জানতে পারবে সত্যদর্শীরাও, তাই না? সেজন্যে আর কি ব্যবস্থা নেয়া যায় চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। কোবরা কমিটি এখনও সর্বসম্মত কোন

সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। আমি প্রস্তাব দিয়েছি, প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দেয়া হোক, তারা যেন সভায় না যায়, আর গেলেও সতর্ক থাকে। কিন্তু এটাও কোন সমাধান নয়...'

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর নিস্তব্ধতা নামল কামরার ভেতর। তারপর এক সময় মারভিন লংফেলো জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয়, পীর হিকমত সুস্থ মানুষ?'

'সুস্থ নয় কোন অর্থে?' মনে মনে ভাবল রানা, আসলে ঠিক কি বলতে চাইছেন ভদ্রলোক? 'শয়তানকে আমরা অসুস্থ বা উন্মাদ বলি না। হিকমতকেও উন্মাদ মনে করার কোন কারণ নেই। বেআইনী অস্ত্রের দক্ষ একজন ডিলার সে। তার ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মত, বিপুল টাকার মালিক। সুস্থ তো বটেই, সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'হুম।' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'তাহলে রানা–নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ ধরে নিয়ে ভাবো তুমিই আসলে পীর হিকমত। পীর হিকমত হিসেবে তুমি প্রমাণ করেছ বিরাট ক্ষমতা রয়েছে তোমার। কারও সাথে তোমার চুক্তি হয়েছে, ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন বানচাল করে দেবে তুমি। চুক্তিতে বলা হয়েছে, এই কাজটায় তুমি যদি সফল হও, আরও বড় একটা কাজ দেয়া হবে তোমাকে। ধরো, পরবর্তী কাজটা হবে ইউরোপের কোন দেশের বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন বানচাল করা। এই পরিস্থিতিতে কি করবে তুমি? ব্রিটেনে অপারেশনটা শুরু করে দিয়েছ তুমি, সমস্ত নির্দেশ দেয়া হয়ে গেছে, এরপর তুমি কি করবে?'

কোন রকম ইতস্তত না করে জবাব দিল রানা, 'কেটে পড়ব,

মি. লংফেলো। অনেক দূরে সরে যাব। দূরে বসে অপেক্ষা করব আর খবর রাখব কি ঘটছে এখানে।'

'গুড, ভেরি গুড। কোবরা কমিটিও ঠিক তাই ঘটবে বলে ভাবছে।'

'তাহলে আমি ধরে নিতে পারি, এয়ারপোর্ট আর সীমান্তের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে?'

'অবশ্যই,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'তবে নরম্যাল রুট ধরে পালাবে সে, বিশ্বাস হয় না। বেরিয়ে যাবার নিরাপদ কোন উপায় সম্ভবত আগেই ঠিক করা আছে তার।'

'হ্যাঁ, আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে লোকটা। তার কোন একজন লোক আমাদের খুব কাছাকাছি রয়েছে, মি. লংফেলো। আমরা কি করছি না করছি সব খবরই সময় মত পেয়ে যাচ্ছে সে।'

'কথাটা এখনও তুমি বিশ্বাস করো?'

'ব্যাপারটা স্পষ্ট।'

'কাকে সন্দেহ করো তুমি, রানা?'

'দু'জনকে। প্রথম থেকেই সন্দেহ করি। সার্জেন্ট বিল রেম্যান আর নিনি খন্দকার। তবে, আরও একজন থাকতে পারে। ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখলে, যে-দিক থেকেই দেখেন, মনে হবে কে যেন আমাদের চেয়ে এক পা এগিয়ে আছে।'

চেহারা থমথমে হয়ে উঠল মারভিন লংফেলোর। বললেন, 'ব্যাখ্যা করো।'

'নাদিরা রহমানের লাশ পাবার পর আমাকে ডেকে পাঠালেন আপনি। খবরটা লিক হয়ে যায়, তা না হলে লন্ডনে আসার পথে

ওরা আমার পিছু নিল কিভাবে?'

'তারপর?'

'ডোনা চেস্টারফিল্ডের ব্যাপারটা চিন্তা করুন, এখানেও একধাপ এগিয়ে আছে স্বর্গযাত্রীরা। হঠাৎ করে মেয়েটা যেন এক গাদা ধাঁধা নিয়ে আকাশ থেকে পড়ল অথচ তার কথার কোন অর্থ এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।'

'বলে যাও।'

'ওরা জানত, নিনি খন্দকারকে ঠিক কোথায় সরিয়েছি আমরা। তারপর, ধরুন সার্জেন্ট আর নিনিকে আমি বললাম, আমার প্যাঙবোর্নে যাচ্ছি, কিন্তু আসলে যাচ্ছিলাম ওদের আহত লোকটাকে ইন্টারোগেট করতে। পরিষ্কার বুঝলাম, উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠেছে দু'জন। তারপর কি ঘটল? ম্যাসাকার। ডোনাকে খুন করার চেষ্টা হলো, ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল নিজেদের লোকটাকে।'

'হুম।'

'যেভাবেই হোক, দু'জায়গাতেই লোক পাঠায় ওরা–প্যাঙবোর্ন আর সারেতে। কেউ নিশ্চয়ই আগে থেকে জানত। নিশ্চয়ই কেউ আমাদের সমস্ত খবর পাচার করে দিচ্ছে। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের করতে...'

'উইচ হান্টস রেয়ারলি হেলপ, রানা। তবে, তোমার সাথে আংশিক একমত আমি। সন্দেহের তালিকায় সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে ফেলা যায় বটে। তুমি বলছ, কিলবার্নে যাবার সময় কেউ তোমাকে ফলো করেনি। বলছ, প্ল্যান বদলের কথা শুনে অস্থিরতা প্রকাশ করে সার্জেন্ট। কিন্তু তার ভূমিকা যদি শিকারীর

সামনে ঘোড়াটার মত হয়? গোপনে একটা টেলিফোন করে দিল সে, প্রতিপক্ষ কিছু তথ্য পেয়ে গেল। হয়তো অত্যন্ত দক্ষ কোন টীম তৎপর রয়েছে তার পিছনে। তোমাদের সবাইকে হয়তো সারে পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছিল। আরও বেশি সম্ভব বলে মনে হয়, ডোনাকে যে তিনজন দেখতে গিয়েছিল, তারা একটা ফোন পায়। এদিকটা চিন্তা করে দেখেছ?'

'ব্যাপারটা কি চেক করে দেখা যায়?'

ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন মারভিন লংফেলো, রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, আলাপ শুরু করলেন নিচু গলায়। এই ফাঁকে নিজের চিন্তা-ভাবনা নতুন করে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা।

এক সময় রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'কথাটা আরও আগে ভাবা উচিত ছিল, রানা। তোমরা পৌঁছুবার পনেরো মিনিট আগে ডোনার ভাই একটা ফোন কল রিসিভ করে। বেচারা রিসেপশনিস্ট খাতায় সেটা টুকে রেখেছিল। কিন্তু পরে আর কেউ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে রানা, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা। তিনবার বাজল, তারপর থেমে গেল। এরপর দু'বার বাজল। বিরতির পর আবার বাজতে শুরু করতে, রিসিভারটা তুলে নিলেন মারভিন লংফেলো। আবার নিচু গলায় কথা বললেন তিনি। এবার রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে কটমট করে তাকালেন। 'মার্সিডিজটা পেয়েছে ওরা,' কোন রকম উৎসাহ বা উত্তেজনা নেই তাঁর কণ্ঠে। 'একটা খাদের নিচে,

ডালপালা দিয়ে ঢাকা অবস্থায়। একটা বি রোডের শেষ মাথায়, কেন্টে। ওদিকে লোকজন যায় না বললেই চলে। একটা ল্যান্ডিং ফিল্ড থেকে পাঁচ মাইল দূরে।'

'কখন?' জানতে চাইল রানা।

'এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। দু'চারদিন দেখতে পাবার কথা ছিল না। রাস্তাটা খুব কমই ব্যবহার করা হয়। ভাগ্যই বলতে হবে, মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরছিল এক চাষী, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক নিয়ে খাদে পড়ে যায়। স্থানীয় গ্যারেজে খবর দেয় লোকটা, ট্রাকটা তোলার জন্যে লোকজন আসে। তখনই চোখে পড়ে যায় মার্সিডিজটা।'

'এয়ারফিল্ডটা থেকে কোন খবর আসেনি?'

'ঠিক ধরেছ, রানা। রাতের অন্ধকারে, আশপাশের লোকজনকে বিস্মিত করে দিয়ে, ওখান থেকে একটা প্লেন টেক-অফ করেছে। এয়ারফিল্ড মানে কংক্রিটের খানিকটা লম্বা বিস্তৃতি—না কোন বিল্ডিং আছে, না আছে আলোর ব্যবস্থা বা কন্ট্রোল টাওয়ার। পরিত্যক্তই বলা যায়। তবে কংক্রিটের কোথাও বড় কোন গর্ত নেই। স্থানীয় ফ্লাইং ক্লাবের সদস্যরা মাঝে-মধ্যে ব্যবহার করে ওটা। স্থানীয় লোকজন কৌতূহল নিয়ে ছুটে যায়, জানার চেষ্টা করে সাহায্য দরকার আছে কি না। পরে তারা পুলিসকে জানিয়েছে, পাইলট অত্যন্ত মিশুক আর হাসিখুশি প্রকৃতির লোক ছিল। এঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয়ায় বাধ্য হয়ে ল্যান্ড করতে হয়েছে তাকে, যাচ্ছিল ফ্রান্সে। স্পেয়ার পার্টস দরকার। স্থানীয় ক্লাবের ফোন ব্যবহার করে কার সাথে কথা বলে, স্পেয়ার পার্টস নিয়ে চলে আসতে বলে। ইতিমধ্যে রাত

হয়ে যায়। ক্লাবের সদস্যরা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়, বিশ্রাম নেয়ার অনুরোধ করে, কিন্তু সবিনয়ে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাইলট। জানায়, প্লেনের কাছে থাকা দরকার তার। তারপর, বেশ অনেক রাতে, সবাইকে অবাক করে দিয়ে টেক-অফ করে প্লেনটা।'

'প্লেনটা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি?'

'দুই এঞ্জিনের পাইপার কোমাঞ্চি...'

'ছয় সীটের।'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে হিকমত পালিয়েছে?'

'আমার তাই ধারণা, তুমি কি বলো?'

'সম্ভবত তাই,' চিন্তিত স্বরে বলল রানা। চিন্তা-ভাবনা নতুন করে গুছিয়ে নিয়েছে ও, উপসংহারটা উদ্বেগজনক। অকস্মাৎ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলে বি.এস.এস. চীফকে অবাক করে দিল ও। 'এমন যদি হয়, নাদিরা রহমানকে পালিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল?' জানতে চাইল। 'কিংবা যদি বলি, তার নোটবুকে আমার ফোন নম্বরটা আসলে গোপনে লিখে রাখা হয়েছিল?'

কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মারভিন লংফেলো। 'বলে যাও,' অনুরোধ করলেন তিনি।

আমাকে কেন? এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আর এটারই কোন সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছে না রানা। 'আমাকে কেন জড়ানো হলো, এইমাত্র তার একটা ব্যাখ্যা পেয়েছি আমি,' বলল ও, নিজেকে মনে করিয়ে দিল, এটাও সম্ভাব্য উত্তর, সত্যি না-ও হতে পারে। 'একটা মাত্র কারণে নাদিরা রহমানকে পালিয়ে আসার সুযোগ

দেয়া হতে পারে, পুলিসের মাধ্যমে আমরা যাতে জানতে পারি যে তার নোটবুকে আমার ফোন নম্বর রয়েছে।' ধীরে ধীরে নিজের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করল রানা।

পীর হিকমত আর তার সত্য সমিতি তাদের অপারেশন শুরু করতে যাচ্ছে। অপারেশন শুরু হলে বি.এস.এস. চুপচাপ বসে থাকবে না, তারা জানত। তাই বি.এস.এস-এর তৎপরতার খবরাখবর জানার জন্যে ভেতরে একজন লোক থাকা দরকার ওদের। যে-কোন সিদ্ধান্তই নেয়া হোক, আগেভাগে জানতে হবে ওদের। ফোন নম্বরটা নাদিরা রহমানের নোটবুকে লেখাই হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে রানাকে গেলাবার জন্যে একটা টোপ হিসেবে। প্রথম থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেছে ব্যাপারটা। মেয়েটা মারা যাবে, তা হয়তো ভাবা হয়নি। তবে মারা যাওয়াতেও হিকমতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। ফোন নম্বরটা রানার, কথাটা প্রকাশ পাবার সাথে সাথে জড়িয়ে পড়বে রানা। টোপ গিলিয়ে রানাকে যদি জড়ানো যায়, তাহলে বি.এস.এস-কেও জড়ানো সম্ভব হবে। ঘটেছেও ঠিক তাই। এভাবে সাজালে যোগফলটা বেরিয়ে আসে। আর সেটা হলো, একজন পেনিট্রেশন এজেন্ট—যে সরাসরি হিকমতের কাছে বা তার নির্বাচিত কোন লোকের কাছে রিপোর্ট করতে পারবে। 'অবশ্যই আমাদের খুব কাছাকাছি রয়েছে লোকটা,' সবশেষে বলল রানা।

'খানিকটা যুক্তি আছে তোমার কথায়,' স্বীকার করলেন মারভিন লংফেলো। রানা কথা বলছিল, ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন তিনি। 'আমাদের খুব কাছাকাছি নিজের একজন লোক থাকায় পীর বাবাজী টোপ ফেলে আমাদেরকে জড়িয়েছে।

প্রশ্ন হলো, কোথায় লোকটা? কে সে? আমার কান নিয়ে একজন পেনিট্রেশন এজেন্ট, নাকি তোমার কান নিয়ে?'

'হয়তো দু'জনেরই...'

'হুম।' গম্ভীর হলেন মারভিন লংফেলো, উদ্বেগের সাথে আবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। কি মনে করে দাঁড়ালেন তিনি, এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে। বিড়বিড় করে বললেন, 'আলোটা নিভিয়ে দেবে, প্লীজ?'

বিস্মিত হলেও, বি.এস.এস. চীফের অনুরোধ রক্ষা করল রানা। বাইরে থেকে লাইটপোস্টের সামান্য আলো ঢুকছে কামরার ভেতর, অন্ধকার তাতে দূর হলো না।

জানালার সামনে দাঁড়ালেন মারভিন লংফেলো, খানিক ইতস্ত ত করে পর্দার একটা কোণ সামান্য একটু সরিয়ে বাইরে উঁকি দিলেন। কয়েক সেকেন্ড সম্পূর্ণ স্থির, অনড় হয়ে থাকল তাঁর শরীর। তারপর ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন, 'যাক!'

বাইরে থেকে ভেসে এল এঞ্জিনের শব্দ, রানার মনে হলো বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামল। মারভিন লংফেলো বললেন, তিনি না বললে রানা যেন আলো না জ্বালে। এরপর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। খানিক পরই দরজার বাইরে থেকে ভেসে এল নিচু কণ্ঠস্বর, পায়ের আওয়াজ। 'ঠিক আছে, লেট দেয়ার বি লাইট।' প্রথম থেকেই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে অতি নাটকীয় আচরণ করছেন ভদ্রলোক।

আলো জ্বালল রানা।

দোরগোড়ায় জন মিচেলকে দেখা গেল, পরমাসুন্দরী জেসমিনের একটা বাহু ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জেসমিনের চোখে

কালো একটা পট্টি বাঁধা রয়েছে। বি.এস.এস. ইলেকট্রনিক্স ল্যাব-এর রিসার্চ অফিসার সে।

'চোখের পট্টি এবার খুলে দাও,' নির্দেশ দিলেন মারভিন লংফেলো, রানার দিকে ফিরলেন। 'এই বাড়ি চেনার কোন প্রয়োজন নেই জেসমিনের, সেজন্যেই ওর চোখে পট্টি দেখতে পাচ্ছ।'

পট্টি খুলে দেয়ার পর চোখ পিটপিট করল জেসমিন, আলোটা সয়ে আসতে রানার ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'হ্যালো, রানা।' উজ্জ্বল হাসি নিয়ে বলল সে। 'আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে তোমাকে ব্রিফ করতে হবে।'

'বসো, জেসমিন। তাড়াতাড়ি শেষ করো ব্যাখ্যাটা,' তাগাদা দিলেন মারভিন লংফেলো।

কাছাকাছি বসল ওরা। দুটো সোফায় মিচেল আর মারভিন লংফেলো, দুটো চেয়ারে জেসমিন আর রানা সামনাসামনি। হাতব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের একটা টুকরো বের করল জেসমিন, দেখেই জিনিসটা অ্যাভং কার্ট বলে চিনতে পারল রানা। 'এখনও এটা পুরোপুরি পরীক্ষা করা হয়নি,' বলল জেসমিন। 'তবে, এরইমধ্যে জানা গেছে, দেখতে সাধারণ এক টুকরো প্লাস্টিক হলে কি হবে, জাদুর কাঠির মত আশ্চর্য ক্ষমতা রাখে এটা।'

এরপর 'স্মার্ট কার্ড' সম্পর্কে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিল সে, ব্যাখ্যা করল কিভাবে কাজ করে জিনিসটা–কার্ডের ভেতর ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ আছে অনেকগুলো, নির্দিষ্ট টাইপের কমপিউটর ওঅর্কস্টেশনে তথ্য যোগান দেয় ওগুলো। ম্যাগনেটিক স্ট্রিপগুলোর আরেকটা কাজ হলো, ওঅর্কস্টেশনের স্ক্রীনে প্রদর্শিত

অপেক্ষাকৃত বড় ডাটাব্যাংকের তথ্য সংগ্রহ করা।

কঠিন, দুর্বোধ্য টেকনিক্যাল টার্মস ব্যবহার করল জেসমিন, যার প্রায় কিছুই বুঝল না রানা। তবে শুধু ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখল সে তার ব্যাখ্যা, যে ক্রেডিট কার্ডটা ব্যাংকের একটা ডিসপেনসিং মেশিন থেকে অবশিষ্ট মোট টাকা তোলার অনুমতি দেয়—তুলতে চাওয়া টাকার অঙ্ক 'স্থিতি'-র চেয়ে বেশি হলে মেশিনটা তার ধাতব ঠোঁট থেকে উগরে দেবে কার্ডটাকে। 'তুমি বোধহয় জানো,' বলে গেল সে, 'ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেলে টাকা তোলার সুবিধা ছাড়াও, কিছু কার্ড আরও অনেক কাজ করে। তোমার অ্যাকাউন্টের সর্বশেষ অবস্থা কি জানতে পারো তুমি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কার্ডের সাহায্যে নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা জমাও দিতে পারো।'

সুবোধ বালকের মত, যেন মনোযোগী ছাত্র, জেসমিনের কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছে রানা।

অ্যাভং কার্টটা দুই আঙুলে ধরে রানাকে দেখাল জেসমিন। 'এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, সাধারণ ক্রেডিট কার্ডের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। ডোনা চেস্টারফিল্ডের কার্ড এটা, কাল পরীক্ষা করা হবে। নাদিরা রহমানের কার্ডটার প্রতিটি অংশ আলাদা করা হয়েছে, ফলে বেরিয়ে এসেছে অনেক অনেকগুলো সিক্রেট। তথাকথিত অ্যাভং কার্ট আমার দেখা স্মার্ট কার্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সফিস্টিকেটেড।

'কারণ, এটাতে শুধু ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ রয়েছে তাই নয়, ভেতরে খুদে অনেকগুলো মেমোরি স্লিভার-ও দেখতে পাবে তুমি। কমপিউটরের লোকেরা এগুলোকে আরওএম অর্থাৎ রিড ওনলি

মেমোরি বা আরএএম অর্থাৎ র‍্যানডম অ্যাকসেস মেমোরি বলে। এর মানে হলো, কার্ডটা ছোট একটা কমপিউটর হিসেবেও কাজ করবে। নির্দিষ্ট কোন কাজ করানোর জন্যে বিশেষভাবে তৈরি প্রোগ্রাম ভরে দেয়া যাবে এটায়, আর এটার সবচেয়ে ভীতিকর উপকরণ হলো ইনপুট-আউটপুট চিপ।'

জেসমিন লক্ষ করল, বি.এস.এস. চীফের চোখ চকচকে হয়ে উঠেছে। এ-সব আগেই শুনেছেন তিনি, কাজেই তাড়াতাড়ি আসল কথায় চলে এল সে। 'কার্ডটা কি কি করতে পারে, আমি শুধু সেটাই তোমাকে জানাচ্ছি। কাজগুলো করার কোন ইচ্ছে কারও ছিল কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন। শুরু করি তাহলে। একটা ইলেকট্রনিক ক্যাশ ডিসপেনসিং মেশিনে ঢুকিয়ে দাও কার্ডটা, সাজানো কিছু সংখ্যার চাবি টেপো, ব্যস–ব্রিটেনের সবগুলো ক্লিয়ারিং ব্যাংকের মেইনফ্রেম কমপিউটরের মনোযোগ আদায় করে নেবে তোমার কার্ড। এর কি অর্থ, ভেবে দেখো। ব্রিটেনের সব ক'টা বড় ব্যাংকের সমস্ত রেকর্ডস তোমার হাত চলে আসছে।

'শুধু তাই নয়, এখানেই শেষ নয়, এর অর্থ হলো রেকর্ডগুলোকে পাশ কাটাতে পারো তুমি, সেই সাথে রেকর্ডে পরিবর্তন আনতে পারো, কমবেশি করতে পারো। সবচেয়ে পরিষ্কার খারাপ দিকটা হলো, তত্ত্বগতভাবে, তোমার কার্ডটা যদি কোন মাস্টার কমপিউটরকে দিয়ে প্রোগ্রাম করানো হয়, আর তুমি যদি বড় কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট নম্বর জানো, তোমার পক্ষে টাকা সরানো কোন সমস্যাই নয়–ইলেকট্রনিক্যালি–একটা ক্যাশ ডিসপেনসার-এর মাধ্যমে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টাকাটা তুমি নিজের অ্যাকাউন্টে বা তোমার নির্বাচিত অন্য কোন অ্যাকাউন্টে

সরিয়ে আনতে পারো। বাকিটা স্পষ্ট।'

'তুমি বলতে চাইছ, আমি ইচ্ছে করলে কাউকে দেউলিয়া করে দিতে পারি অথবা একদিনের জন্যে নিজেকে কোটিপতি বানাতে পারি?'

'নগদ টাকা হাতে পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময়ও তোমার হাতে থাকবে।' অপর হাত দিয়ে অ্যাভং কার্টের ওপর টোকা দিল জেসমিন। 'জিনিসটা অত্যন্ত কুৎসিত এক টুকরো প্লাস্টিক, রানা। এটার ক্রিমিন্যাল অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স উপযোগিতা ব্যাপক।'

'ইতিমধ্যে জিনিসটা কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল জেসমিন নিঃশব্দে। মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো।

'মজার ব্যাপার হলো,' রানার দিকে ফিরে বলল জেসমিন, 'ডোনার কার্ডটা একবারও ব্যবহার করা হয়নি। তবে, আমাদের ধারণা, তাকে ব্যবহার করা হয়েছে–তার বাবার মেইন অ্যাকাউন্টসের নম্বর সংগ্রহ করার জন্যে।'

'তারমানে লর্ড চেস্টারফিল্ডের টাকা চুরি করেছে ওরা?'

'ঠিক তা নয়, রানা,' এই প্রথম মুখ খুলল মিচেল। 'বরং উল্টোটা ঘটেছে।'

'মানে?' রানা বিস্মিত।

মৃদু হাসল মিচেল। 'এ-ধরনের ঘটনা গল্প-উপন্যাসে দুর্লভ, তবে বাস্তব জীবনে প্রায়ই ঘটে।' ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল সে।

'দু'বছর ধরে একটা অ্যাকাউন্টের কোন খোঁজ-খবর নেন না লর্ড চেস্টারফিল্ড। বেশ কিছু টাকা রয়েছে ওখানে, বছরে বছরে

ইন্টারেস্টের পরিমাণ বাড়ছে, তাঁর গোপন ইচ্ছে শেষ পর্যন্ত টাকাগুলো ডোনাকেই দিয়ে দেবেন। কি মনে হলো, আজ সকালে মোট টাকার পরিমাণ জানতে চাইলেন তিনি। সব মিলিয়ে এক লাখ পাউন্ডের মত থাকার কথা। ব্যাংক থেকে মোট টাকার পরিমাণ বলা হলো তাঁকে। শোনার পর ঘাবড়ে গেলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, ম্যানেজারকে বললেন, আবার চেক করে দেখুন। চেক করার পর তাঁকে জানানো হলো, হিসেবে কোন গোলমাল নেই। যে অ্যাকাউন্টে কমবেশি এক লাখ পাউন্ড থাকার কথা, সেখানে রয়েছে প্রায় তিন কোটি পাউন্ড।'

মিচেল থামতেই মারভিন লংফেলো বললেন, 'আর টাকাগুলো গত এক হপ্তার ভেতর তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে, ইলেকট্রনিক্যালি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ, রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। কেউ একজন, যদি প্রয়োজন হয়, ওই টাকাটা আরও সেনসিটিভ কোন অ্যাকাউন্টে সরিয়ে দেবে। প্রমাণ হবে, লর্ড চেস্টারফিল্ডের রাজনৈতিক দলের জন্যে টাকাটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ধারণা করা হবে, নিশ্চয়ই অবৈধ কোন পন্থায় আয় করা হয়েছে।'

'ঠিক ধরেছ এবং সময়মত পত্রিকাগুলো ব্যাংক স্টেটমেন্টও পেয়ে যাবে। সবাই জানবে, অজ্ঞাত অ্যাকাউন্ট থেকে পার্টিকে বিপুল আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে।'

'নির্বাচন বানচাল করার আরেকটা কৌশল।'

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হলো। তারপর মারভিন লংফেলো জানালেন, তাঁর ওঠার সময় হয়েছে। জেসমিনের চোখে আবার কালো পট্টি বাঁধা হলো, তাকে গাড়ি পর্যন্ত পথ দেখাল

মিচেল। বিদায় নেয়ার আগে বি.এস.এস. চীফ রানাকে বললেন, 'আমি চাই আজ রাতটা তুমি এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকো। তোমার নিরাপদ থাকাটা সবচেয়ে জরুরী এখন। তোমাকে তো আর নতুন করে বলার দরকার নেই যে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সবেধন নীলমণি বলতে একমাত্র এখন তোমাকেই বোঝায়।' তাঁর কণ্ঠস্বর হঠাৎ খাদে নেমে গেল, 'ফ্রান্স, জার্মেনি, বেলজিয়াম আর স্পেনের সাথে যোগাযোগ করেছি আমি। কাল নাগাদ নতুন কিছু তথ্য পাব বলে আশা করছি, পীর হিকমত সম্পর্কে। দুপুরের পর আমাকে ফোন কোরো একবার। আশা করি তখন আমি তোমাকে আঙুল তুলে দেখাতে পারব, কোথায় আছে লোকটা।' আড়চোখে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'অবশ্য তুমি যদি কোন সূত্র পাও, চুপ করে বসে থেকো না। মনে রেখো, তোমার ওপরই নির্ভর করছে সব।'

নকশি-কাঁথায় আবার একা হয়ে গেল রানা। কিচেনে ঢুকে রাতের জন্যে কিছু খাবার তৈরি করল ও। বার-এ প্রচুর ওয়াইন থাকলেও, লোভটা দমন করল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রতিটি লক আর অ্যালার্ম চেক করল। শাওয়ার সেরে মাথার চুল শুকাল, তারপর উঠে পড়ল বিশাল বিছানায়। ভীষণ ক্লান্ত হলেও, চিৎ হয়ে পড়ে থাকল বিছানায়, ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না। সারাটা দিন যা যা ঘটেছে, সব আরেকবার স্মরণ করল ও। তারপর বুজে এল চোখ জোড়া।

ঘুমটা কেন ভাঙল, বলতে পারবে না রানা। ঝট করে চোখ মেলল ও, এক সেকেন্ড দেরি না করে হাতটা ঢুকিয়ে দিল

বালিশের তলায়, পিস্তলের খোঁজে। টেবিল ঘড়ির আলোকিত লাল ডায়ালটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—পাঁচটা বেজে এগারো মিনিট।

পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল শরীরটা। বালিশের তলায় পিস্তলটা নেই। সেই সাথে উপলব্ধি করল ও, যদিও তা কোনভাবেই সম্ভব নয়, কামরার ভেতর কেউ একজন আছে।

ধীরে ধীরে পা দুটো নাড়ল রানা, চোখে অন্ধকার সয়ে আসার সাথে সাথে যাতে লাফ দিতে পারে। আগাম কোন আভাস না দিয়ে লোহার মত কঠিন একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরল, আঙুলগুলোর চাপে বালিশে সেঁটে থাকল মাথাটা, ভারী একটা শরীর লম্বা হলো ওর ঊরুর ওপর। এক চুল নড়তে পারছে না রানা। প্রতিপক্ষ অসম্ভব শক্তিশালী।

ওর কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল রানা। তারপর ফিসফিস শব্দ, 'সত্যি আমি দুঃখিত, বস্। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। এভাবেই বরং আপনার অনেক কষ্ট কমে যাবে।' আর কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। রানার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো। ওর নিজের অটোমেটিকের ঠাণ্ডা মাজল ঠেকল কপালের পাশে। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কবোধ করল রানা, সার্জেন্ট বিল রেম্যান সম্ভবত এখুনি সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে দেবে।

হাত বাড়িয়ে কামরার আলোটা জ্বেলে দিল সার্জেন্ট, রানাকে এখনও বিছানার সাথে চেপে ধরে আছে সে। 'গুড মর্নিং, বস্,' বলল সে। 'এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি আমরা, তবে সাথে কোন কাপড়চোপড় নিতে হবে না। আপনাকে একটা গল্পও শোনাব আমি। আপনার আত্মার শান্তির জন্যে।'

তিন

এএসপি অটোমেটিকের নগ্ন, কুৎসিত চোখ তাকিয়ে আছে লোলুপদৃষ্টিতে। কাপড় পরছে রানা, গোসল করা বা দাড়ি কামানোর সুযোগ নেই, এই অবস্থাতেই যেতে হবে।

রাতের উপযোগী কালো কাপড়চোপড় পরেছে সার্জেন্ট–কালো জিনস, কালো শার্ট, কালো জুতো-কালো একটা ভূত যেন। তার কথা হলো, হাতে সময় নেই। 'আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না, বস্। আপনার কোন লোক চলে আসার আগেই আপনাকে নিয়ে কেটে পড়তে হবে আমাকে। তাছাড়া, মি. রানা, স্যার, আপনার সম্পর্কে আমার জানা আছে, আপনি বাইন মাছের মত পিচ্ছিল। জ্বী-না, হুজুর, আপনাকে আমি কোন সুযোগ দিতে পারি না।'

'তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। আমি খবর না দিলে এখানে কোন লোক আসবে না। আর তুমি যেভাবে পিস্তল তাক করে রেখেছ, খবর পাঠাব কিভাবে?'

'এই বাড়ি সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমি, বস্, কিন্তু সবটুকু হয়তো জানি না। ঈশ্বরই জানে, বাথরুমে ঢুকতে দিলে কি কাণ্ড করে বসেন আপনি! উঁহু, না।'

ঘুমাতে যাবার আগে ক্লজিটের ভেতর কাপড়চোপড় সব

গুছিয়ে, ভাঁজ করে রেখেছিল রানা, সেগুলো বের করে এক এক করে পরছে ও। কাপড় পরছে, আর চিন্তা করছে কিভাবে লোকটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গোটা বাড়ির এখানে-সেখানে লুকানো রয়েছে অসংখ্য বোতাম, যে-কোন একটা ছুঁয়ে দিতে পারলেই বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টারের ডিউটি অফিসারের টেবিলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। কিন্তু তাতে লাভ কি? অ্যালার্ম শোনার পর এখানে পৌঁছুতে সময় নেবে ওরা। সার্জেন্ট রেম্যান কি ততক্ষণ এখানে থাকার সুযোগ দেবে ওকে? নকশি-কাঁথার ঠিকানা সবাইকে জানানো সম্ভব নয়, ডিউটি অফিসারকে প্রথমে তালিকা দেখতে হবে।

দক্ষ, ট্রেনিং পাওয়া লোকের মত সতর্ক আচরণ করছে রেম্যান। রানাকে কাপড় পরার অনুমতি দেয়ার পর নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে সে। 'যার দিকে পিস্তল তাক করেছ, তার কাছাকাছি থেকো না,' ট্রেনিঙের সময় শেখানো হয়। কথাটা মূল্যবান, কারণ সশস্ত্র একজন লোককে নাগালের মধ্যে পেলে তাকে নিরস্ত্র করার বহু কায়দা আছে।

'আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢোকান, তারপর হাত দুটো মাথার পিছনে তুলুন, এক করা কনুই দুটো থাকবে নাকের সামনে—ভঙ্গিটা আপনার জানা আছে, বস্।'

নির্দেশ পালন করল রানা।

'এরপর, বস্, নিচতলায় নামব আমরা। এমনভাবে হাঁটবেন, যেন ডিমের ওপর পা ফেলছেন। যদি পড়ে যান, বা পড়ে যাবার ভান করেন, কোন সুযোগ পাবেন না। স্ট্রেট লাশ হয়ে যাবেন। রিয়েলি, বস্, আমি সিরিয়াস। ব্যাপারটা আমি পছন্দ করব না,

কারণ আপনাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেয়ার ইচ্ছে রয়েছে আমার। কিন্তু এ-ও সত্যি, কোন ঝুঁকিও আমি নেব না। এবার, চলুন, নামা যাক।'

কোন বিকল্প নেই। সার্জেন্ট রেম্যানের গলার স্বরই বলে দিল রানাকে, কথামত কাজ করবে সে। পা পিছলালে, ইচ্ছাকৃত হোক বা দুর্ঘটনাবশত, তার অর্থ দাঁড়াবে অনিবার্য মৃত্যু। ভাগ্য যদি ভাল হয়, আর কর্তৃপক্ষ যদি সদয় হন, কালকের কাগজে ছোট্ট একটা খবর বেরুবে, বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন মেজর মাসুদ রানা অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে লন্ডনে নিহত হয়েছেন।

করিডর ধরে সিঁড়ির মাথায় চলে এল রানা, ধাপ বেয়ে নামল, ঠিক যেন ডিমে পা ফেলছে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁচেছে ও, পিছন থেকে সার্জেন্ট বলল, 'দাঁড়ান, বস্। স্থিরভাবে। বেশ। এবার, আমি যখন বলব, "এগোন", আপনি এক পা এক পা করে এগিয়ে সিটিংরূমে ঢুকবেন।' দু'সেকেন্ড পর নির্দেশ এল, 'এগোন।'

সিটিংরূমে ঢুকে হাত দুটো মাথা থেকে নামাতে গেল রানা, পিছন থেকে বাধা দিল সার্জেন্ট, 'না। হাত নামাবেন না! বুককেসটার পাশের চেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, ওদিকে এগোন।...ঘুরুন এবার, চেয়ারটায় বসুন। সাবধানে, বোকার মত কিছু করে বসবেন না। বিশ্বাস করুন, তাতে কোন লাভ নেই। কারণ সমস্ত অ্যালার্ম ডিঅ্যাকটিভেট করা হয়েছে, বস্।'

চেয়ারে বসার পর রানা দেখল, প্রায় পাঁচ-ছয় হাত দূরে সার্জেন্টও একটা চেয়ারে বসেছে। তার হাতের পিস্তল এখনও ওর দিকে তাক করা, পিস্তল ধরা হাতটা অনড়, ট্রিগারের ওপর চেপে

বসেছে আঙুলটা।

'তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে, রেম্যান? অ্যালার্ম ডিঅ্যাকটিভেট করেছ...তাই বা কিভাবে সম্ভব?'

'আপনি বুদ্ধিমান লোক, বস্, তারপরও প্রশ্ন করেন কেন? আমার জায়গায় আপনি হলে, নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন, কিভাবে করতেন কাজগুলো?'

'এখনও আমি বুঝতে পারছি না, কিভাবে আমাকে খুঁজে পেলে তুমি। বাড়িটার খবর বের করাই তো অসম্ভব!'

'সবই সময়মত জানতে পারবেন, বস্। প্রথমে একটু ধৈর্য ধরে আমার গল্পটা শুনুন। একবার একটা গল্পের বই পড়েছিলাম আমি, সেই বইয়ের একজন অফিসার, গোয়েন্দা অফিসার, বলল, তার কাহিনী বলা শেষ হলে, যারা শুনছে, তাদের জীবন নাটকীয় ভাবে বদলে যাবে। বিশ্বাস করুন, বস্, আপনি দেখতে পাবেন, আমার এই গল্পটারও সেই একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।'

'তাহলে বলো, শোনা যাক।'

'আমরা দু'জনেই অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এসেছি, তাই না, বস্? প্রচুর মৃত্যু দেখেছি আমরা, কি বলেন?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ভয়ানক, বীভৎস, কুৎসিত সব মৃত্যু। দুনিয়াটা খুব খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, বস্। সুস্থ, সবল, সুখী একজন মানুষ, হঠাৎ তার খুন হয়ে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। বাইবেলে কি বলেছে জানেন? দেয়ার'স আ টাইম ফর লিভিং অ্যান্ড আ টাইম ফর ডাইং। আমরা যে যুগে বাস করছি, যুগটা মরার–অকস্মাৎ, সবচেয়ে বেশি যুদ্ধে, কিংবা সন্ত্রাসীদের

হাতে। আমাদের মত লোকেরা, বস্, ওভাবে মরার জন্যেই জন্মেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ব্যাপারটা আমার কুৎসিত লাগে, বস্। বীভৎস। ঠিক আপনার যেমন লাগে, রাইট?'

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ঠিক আছে, তাহলে শুরু করি। তার আগে, বস্, একটা গান শোনাই আপনাকে। আমার মা আমাকে শোনাত। তার কথা বিশেষ মনে নেই, আমার বারো বছর বয়েসে মারা গেল। তার শোকে প্রায় পাগল হয়ে গেল বাবা, ঘর-সংসার ছেড়ে ভবঘুরেদের খাতায় নাম লেখাল। তারপর কোথায় গেল, কি হলো, বলতে পারব না। আমাকে মানুষ করল আমার দাদীমা। মা যে গানটা গাইত, আমার দাদীমারও সেটা খুব প্রিয় ছিল।'

'গান-টান নাহয় থাক, রেম্যান। তুমি বরং...'

'বিরক্ত হচ্ছেন, বস্?' আহত দেখাল সার্জেন্টকে। 'ঠিক আছে, আপনি যখন গান পছন্দ করেন না, থাক। তবে শুনলে ভাল করতেন–কারণ আমাকে আপনার বুঝতে হবে। ওই গানটা শুনলে আমাকে বুঝতে সুবিধে হত আপনার।'

'তোমার কাছে সিগারেট আছে?'

'দুঃখিত, বস্। থাকলেও দেয়া যাবে না। অন্যের হাতের আগুনকে আমার বিশ্বাস নেই।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'গানটা...ঠিক গান নয়, কবিতা, বস্। পরে আমি জানতে

পেরেছি। কবিতাটার নাম, "ডাউন বাই দ্য স্যালি গার্ডেনস"। শুনুন তাহলে...

শি বিড মি টেক লাভ ইজি, অ্যাজ দ্য লিভস গ্রো অন দ্য ট্রি;

বাট আই, বিইঙ ইয়াং অ্যান্ড ফুলিশ, উইথ হার উড নট অ্যাগ্রি।

ইন আ ফিল্ড বাই দ্য রিভার মাই লাভ অ্যান্ড আই ডিড স্ট্যান্ড,

অ্যান্ড অন মাই লিনিং শোল্ডার শি লেইড হার

ম্নো-হোয়াইট হ্যান্ড।

শি বিড মি টেক লাইফ ইজি, অ্যাজ দ্য গ্রাস গ্রোজ অন দ্য উইয়ারস, বাট আই ওয়াজ ইয়াং অ্যান্ড ফুলিশ, অ্যান্ড নাউ অ্যাম ফুল অভ টিয়ারস।'

ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল বিল রেম্যানের মধ্যে, যেন ইয়েটস-এর কবিতা সত্যি সত্যি নাড়া দিয়েছে তাকে। 'সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার, কি বলেন, বস্? হতে পারে। কিন্তু আমারও বয়স কম ছিল আর বোকা ছিলাম আমি, আর ছিল একটা মেয়ে। সারাটা জীবন, বস্, ডিসিপ্লিন মেনে চলেছি আমি। পনেরো বছর বয়েসে খুদে সৈনিক হয়ে উঠি, ছুটিগুলো কাটাতাম বুড়ো দাদু আর দাদীমার কাছে, যদিও আমার মা বলুন বাবা বলুন ভাইবোন বলুন সবই ছিল আর্মি। তবে এই মেয়েটা ছিল।

'সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা, বস্। আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে বদলি করা হলো বিদেশে। আর্মিতে এ-ধরনের আকস্মিক কাণ্ড ঘটে, আপনি জানেন। টেলিগ্রাম এল, ছুটি বাতিল করা হয়েছে। বলা হলো,

রেডিও সাইলেন্স মেইন্টেইন করতে হবে। বিদেশ থেকে চিঠি লিখলাম মেয়েটাকে। তাকে লিখলাম, তার মা-বাবাকে লিখলাম। কিন্তু কারও কাছ থেকেই কোন জবাব পেলাম না। বিদেশ থেকে ফিরে এসে শুনলাম, আমার বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে মেয়েটা। ঠিক যেন মেয়েদের পাঠযোগ্য প্রেমের কাহিনী, তাই না, বস্? তবে আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, যে-কোন বুলেটের চেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছিল ঘটনাটা।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'প্রতিজ্ঞা করলাম, খুকির আমি যত্ন করব। করেছিও, বস্। আমার খুকি আমার, আর কেউ তাকে ভালবাসবে কিভাবে? তাই আর বিয়ে করলাম না। সমস্ত বাজে খরচ বন্ধ করলাম, মেয়ের জন্যে টাকা জমাই, ছুটিগুলো তার সাথে কাটাই। সে তার নানা-নানীর কাছে মানুষ হতে লাগল। এরপর একটা সিলেকশন কোর্স করলাম আমি, ঢুকলাম এসএএস-এ। পরবর্তী সময়ে জীবনের ওপর যত ঝুঁকি নিয়েছি, সব আমার খুকির জন্যে। আমার মেরির জন্যে। মেয়ের নাম রাখি আমার নামের সাথে মিলিয়ে, বস্। মেরি রেম্যান। বাপকে মেয়েটা ভালবাসে, বস্। অন্তত গত বছর পর্যন্ত বাসত। ছুটিতে বাড়ি ফিরে শুনলাম, মেয়ে আমার চলে গেছে। তার নানা-নানী শুধু পাগল হতে বাকি আছে। তাদের শোক, স্বধর্ম ত্যাগ করেছে মেরি।

'কিন্তু আমার শোক আরও বড়, বস্। মেরি তার বাপকে ত্যাগ করেছে। যার কথা ভেবে সারাটা জীবন একা থাকলাম, সে আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেল?

'খোঁজ নিয়ে জানলাম, কোথায় গেছে সে। প্যাঙবোর্নের

জমিদারবাড়িতে হাজির হলাম আমি। একজন বাপের যা কর্তব্য, আমিও তাই করলাম। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম মেয়েকে। কিন্তু কার সাথে কথা বলছি আমি? একে তো আমি চিনি না! সে শুধু তার নতুন ধর্ম, সত্যবাবা, স্বর্গযাত্রী, সত্যদর্শী আর সত্য সমিতির কথা বলে। দুনিয়ার আর কোন বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এমন কি সে তার বাবাকেও গুরুত্বের সাথে নিল না। মেরি আমাকে বলল, "সত্যবাবার সাথে তোমার অনেক মিল আছে, বাবা। তোমরা দু'জনেই সাংঘাতিক সংযমী। সেজন্যেই তো তোমার মত শ্রদ্ধা করি তাঁকে"।'

'তারমানে তোমার মেয়েও একজন স্বর্গযাত্রী?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল বিল রেম্যান। 'ধর্মের কথা বলে কি করছে ওরা, বস্? গ্লাসটনবারিতে যা ঘটল, ওটার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? কিংবা শিচেস্টারের ঘটনাটার সাথে? কিংবা আজ যে কাণ্ডটা ঘটবে, ঈশ্বরই বলতে পারবে কোথায়, তার সাথে?'

'কি ঘটবে জানো তুমি, রেম্যান? আজ? কোথায় ঘটবে, রেম্যান?'

হেসে উঠল বিল রেম্যান। 'আপনি প্রথম থেকেই আমাকে ওদের একজন বলে মনে করছেন, তাই না, বস্? ব্যাপারটা আমি অনুভব করতে পারি, হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে আপনি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিলেন আপনি। একদিক থেকে আপনার সন্দেহ ঠিকই ছিল। কিন্তু, আরেক দিক থেকে, ভুল হয়েছে আপনার। ভুলটা এতই বড় যে চাইলেও মুখ খুলতে পারিনি আমি।'

‘সেজন্যেই কি রাতের অন্ধকারে আমার কাছে এসেছ, রেম্যান? আমারই পিস্তল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছ আমার ওপর?’

‘শুধু এভাবেই যদি আপনি আমার কথা শোনেন, বস্। শুধু এভাবেই যদি আপনার সার্ভিসকে আমার কথা বোঝানো যায়। হ্যাঁ, স্বর্গযাত্রীদের সাথে জড়িয়ে পড়ি আমি। জড়িয়ে পড়ি শয়তানের ভাই সত্যবাবার সাথে। আমার কাছে শয়তানের ভাই সে, কিন্তু স্বর্গযাত্রীদের কাছে তার পরিচয়–ঈশ্বরের পুত্র। সত্যদর্শীদের উদ্ধারকর্তা সে। তার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ওরা। যাও, ছুটে গিয়ে অমুক রাজনীতিকের পাশে আত্মহত্যা করো, বা অমুক ভি.আই.পি-র সামনে বোমা ফাটাও। বিনাদ্বিধায় নির্দেশ পালন করছে ওরা। কোন প্রশ্ন কোরো না বা পিছন ফিরে তাকিয়ো না, তাহলে নিশ্প্রাণ পাথর হয়ে যাবে। কেউ কোন প্রশ্ন তোলে না, পিছন ফিরে তাকায় না।

‘আর আমার মেয়ে, এখনও বিশে পা দেয়নি, বলা হচ্ছে ওই বেজন্মাটার জীবনে সে নাকি একটা আলো। কারণ তার একটা বাচ্চা হয়েছে–অবশ্যই বিয়ের পর। উৎসব সম্পন্ন হবার আগেই রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে আইনসম্মত একটা চেহারা দেয়া হয়েছে বিয়েটার। এর অর্থ কি, বুঝতে পারছেন, বস্?’

‘কি অর্থ?’

‘অর্থ হলো, সহস্র টুকরোয় বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বর্গে যাবার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করেছে আমার মেয়ে।’

‘মাই গড!’

‘কথায় বলে না, অতি চালাকের গলায় দড়ি? আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই, বস্। কারও সাথে যদি এঁটে উঠতে না পারো,

কি করা উচিত? তার সাথে হাত মেলাও। আমিও ঠিক তাই করেছি, বস্ ।'

'কিভাবে...কিরকম?'

'প্রথমবার যখন মেরিকে দেখতে গেলাম, ওরা ওদের ঈশ্বর পুত্রের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। প্রথম থেকেই সত্যবাবা আমার সাথে এমন আচরণ করল, আমি যেন তার অতি ভক্ত একজন শিষ্য। আমিও ভান করে গেলাম। প্যাঙবোর্নে গেলাম দু'তিনবার। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলাম। বাধা দেব, সে-শক্তি আমার ছিল না। পাত্র ছেলেটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট ও টেরোরিস্ট ছিল, ড্রাগ ছাড়লেও, সন্ত্রাস ত্যাগ করেছে কিনা জানি না আমি। আরও শুনলাম, ছোকরা নাকি পাঁড় কমিউনিস্ট ছিল। সত্যবাবার আদর্শে তার বিশ্বাস স্থাপনের কারণ, এই পথেই নাকি মহান বিপ্লব অর্জিত হবে। আজ এগারো মাস আগের ঘটনা সেটা। ক'দিন হলো মেরির একটা বাচ্চা হয়েছে, আমি হয়েছি বাচ্চার নানু। সত্যবাবা তার নাম রেখেছে—ভগবান কৃষ্ণ। আচ্ছা, বলুন, খ্রিস্টান পরিবারের একটা ছেলের নাম কৃষ্ণ হতে পারে?

'বিয়ের অনুষ্ঠানে সত্যবাবা টোপ ফেলল আমার সামনে। বলল, "আমি চাই না তুমি আমাদের সাথে বাস করো, বিল। আমি জানি, তোমার মেয়ে আমাদের সাথে আছে, এই ঘটনা থেকে শক্তি পাও তুমি। আমি উপলব্ধি করি, আমাদের আদর্শে তোমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।" বুঝতেই পারছেন, অভিনয়টা আমার ভালই হয়েছিল, আমাকে নিজেদের একজন বলে ধরে নেয় ওরা। "তোমাকে আমার ইহজগতে, পার্থিব দুনিয়ায় দরকার, বিল। আমি চাই তুমি কান খোলা রাখবে, মন দিয়ে শুনবে, কি

শুনলে না শুনলে সব আমাকে রিপোর্ট করবে।" তার কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে আমার, "ইউ শ্যাল বি লাইক দ্য স্পাইজ দ্য ব্লেসেড মোজেস সেন্ট টু স্পাই আউট দ্য ল্যান্ড অভ ক্যানান।" উদ্ধৃতি আওড়াতে তার জুড়ি মেলা ভার, বস্। বাইবেল, কোরান, উপনিষদ ছাড়াও কয়েকশো বই তার মুখস্থ। আমার সন্দেহ, এমন অনেক বইয়ের কথা বলে সে, যেগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই।'

'তারপর কি হলো?' অনেকক্ষণ ধরে মাথার ওপর তুলে রাখায় হাত দুটো ব্যথা করছে রানার, তবু সাহস করে ওগুলো নামাবার কথা ভাবতে পারছে না। যতটা আশা করা গিয়েছিল, বিল রেম্যানের গল্প তারচেয়েও ইন্টারেস্টিং লাগছে ওর। কিছু সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে রানা, কাজে লাগানো যেতে পারে।

বিরতি ছাড়াই বলে চলেছে বিল রেম্যান, 'সত্যবাবা...অথবা পীর হিকমত, যাই বলুন তাকে, জানাল, সময় হলে নির্দিষ্ট কোন কাজের কথা আমাকে বলবে সে। আপাতত তার শুধু তথ্য দরকার। তারপর, মাসখানেক আগে, আমাকে একটা তালিকা দিল সে। অনেক লোকের নাম। শুধুই নাম। নামগুলো জীবনে কখনও শুনিনি আমি, চিনি না। আমাকে বলা হলো, এদের মধ্যে কাউকে যদি হেরিফোর্ডের ফরেস্ট ক্যাম্পে দেখি, সাথে সাথে তাকে জানাতে হবে। তালিকায় আপনার নামটা ছিল, বস্। আপনাকে দেখেই রিপোর্ট করি আমি। ফলাফল, দু'জনেই আমরা খুন হয়ে যাচ্ছিলাম। তবে, সত্যবাবা জানাল, আমার ওপর ভারি খুশি হয়েছে সে। বাধ্য হয়ে আমাকেও খুশি হবার ভান করতে হলো। তারপর বোকার মত ভাবলাম, লোকটাকে ফাঁদে ফেলতে

হবে। সমস্ত তথ্য যোগান দিয়ে গেলাম তাকে। গ্লাসটনবারির কথা ধরুন, স্মরণ করুন তারপরের ঘটনার কথা। এতদিনে আমি বুঝতে পারলাম, আসলে তার উদ্দেশ্যটা কি। উদ্বেগে অসুস্থ বোধ করলাম আমি, বস্, কারণ শেষবার তার সাথে যখন দেখা হলো আমার, কৃষ্ণ জন্মাবার পরপরই, সে আমাকে জানাল যে বিরাট একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। সুযোগটা কাজে লাগানো গেলে মহান বীরদের বসবাসের জন্যে যোগ্য হয়ে উঠবে ব্রিটেন। ব্রিটেনে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে, গোটা দুনিয়া অনুসরণ করবে সেটা। সে আমাকে আরও জানাল, এই মহৎ কাজে আমার খুকি মেরিই সম্ভবত সবচেয়ে বড় অবদান রাখবে। বলল, সে যা করবে তার জন্যে বাপ হিসেবে গর্ব অনুভব করব আমি।'

সার্জেন্টের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করছে রানা। সত্যি না হলে এ-ধরনের একটা গল্প কেউ বলতে পারে না। 'ক্লিনিকে কি ঘটেছিল, রেম্যান?' জানতে চাইল ও।

'কাল? বেরিয়েই দেখি কাজ সেরে ফিরে আসছে ওরা। আমেরিকান মেয়েটা দেখি স্কার্ট তুলছে। ভোঁতা নাকের একটা কোল্ট বের করেই গুলি ছুঁড়ল। বাধ্য হয়ে আমাকে অতি চালাকের ভূমিকা নিতে হলো। নিনিকে ধরলাম আমি, বললাম নোড়ো না, সত্যদর্শীরা ভাবল আমি বোধহয় ওদেরকে ছোট্ট একটা উপহার দান করলাম—এক অর্থে তাই-ই ব্যাপারটা, কারণ কিলবার্নে ওরা নিনিকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল। আমাকে গা ঢাকা দেয়ার পরামর্শ দিয়ে নিনিকে নিয়ে কেটে পড়ল ওরা। গাড়িটা বোধহয় দূরে কোথাও রেখে এসেছিল, সেজন্যেই অ্যাম্বুলেন্সটা নিয়ে যায়। সত্যি আমি দুঃখিত, বস্। মেয়েটা খুব ভাল—তাকে ওরা ধরে

নিয়ে গেছে, দোষটা আমারই...'

'তারপর কি ঘটল? তুমি আমার কাছেই বা এসেছ কেন, রেম্যান?'

'সত্যবাবার দেয়া একটা ইমার্জেন্সী নম্বর ছিল আমার কাছে, বস্। বড় কোন বিপদে পড়লে যোগাযোগ করার জন্যে। ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে পড়ি আমি, তারপর ফোন করি। ফোনে আমাকে জানানো হয়, কোথায় পাওয়া যাবে আপনাকে। এই বাড়ির ঠিকানাই শুধু নয়, এখানকার অ্যালার্ম ও সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কেও সব কিছু জানে ওরা। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, কাজটা পানির মত সহজ, কারণ আপনার ওপর বি.এস.এস-এর কোন লোক নজর রাখছে না। জায়গাটা এতই নিরাপদ, কোন পাহারার দরকার করে না। তবে, বস্, আপনি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছেন, তাই না? ভেতরে কেউ একজন আছে, বি.এস.এস-এর একেবারে হার্টের ভেতর। অনেক দিন থেকে সত্যবাবার পক্ষে কাজ করছে। সে যে-ই হোক, তাকে আপনারা বিশ্বস্ত বলে জানেন। সে-মেয়ে হোক বা পুরুষ-সত্যবাবাকে আপনাদের সমস্ত তৎপরতার খবর পাচার করে দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কথাটা ভেবেছি বটে। ব্যাপারটা উদ্বেগজনক, এই জন্যে যে সে শুধু বিশ্বস্ত নয়, আমাদের প্রিয় কেউ হবারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু, রেম্যান, এখন তুমি কি করবে?'

'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে সত্যবাবা।'

'নির্দেশটা তুমি মানবে? আমাকে তুমি জিম্মি বানাবে? তোমার

মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে?'

'না। না, ব্যাপারটাকে আমি সেভাবে দেখছি না। আমি ভাবলাম, আমরা দু'জন যদি এক হয়ে লাগি, এই উন্মাদটাকে কাবু করা সম্ভব। আমি আপনাকে পার্টনার হিসেবে চাই, বস্। ওদেরকে ভাবতে দিতে চাই, আপনাকে আমি ওদের কাছে নিয়ে গেছি। মনে রাখবেন, আমার সন্দেহ, আপনাকে নিয়ে বড় কোন প্ল্যান আছে সত্যবাবার। আপনাকে আর নিনিকে নিয়ে। এখনও ওদের হাতে বন্দী সে।'

'প্ল্যানটা কি হতে পারে? আমাদের বলি দেবে?'

'সত্যবাবার কোন কিছুই আমাকে আর বিস্মিত করে না। আপনি কি যাবেন, বস্—মানে, শান্তভাবে—আমার জিম্মি হিসেবে নয়, পার্টনার হিসেবে?'

কিছু বলার আগে ইতস্তত করছে রানা।

হাতের পিস্তলটা কোলের ওপর রাখল বিল রেম্যান। 'আমি যদি আমার মেয়েকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে না পারি, তাকে যদি আবার সুস্থ করে তুলতে না পারি, আমার বেঁচে থাকা না থাকা সমান কথা, বস্। গোটা ব্যাপারটা এখন আপনার ওপর নির্ভর করছে। সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমি আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম। এই দেখুন,' বলে এএসপি-র ব্যারেল ধরে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

চেয়ার ছেড়ে কয়েক পা এগোল রানা, হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা নিল। 'বেশ। কোথায় যেতে হবে, রেম্যান? কোথায় লুকিয়ে আছে সে?' পিস্তলটা পরীক্ষা করল ও, দেখল সেফটি অফ করা রয়েছে। সার্জেন্ট ওকে মিথ্যে হুমকি দেয়নি। দরকার হলে ওকে

খুন করত সে, যদিও ওর কাছে অন্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে সে, উদ্দেশ্যটা হলো রানার সাহায্য প্রার্থনা করা–দেশের স্বার্থে নয়, মেয়ের জন্যে।

'এখান থেকে বহুদূরে, বস্। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে সে। গোটা ব্রিটেনে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়বে। কোন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। সরকার বলে কিছু থাকবে না। বোমার সলতেতে আগুন ধরানো হয়ে গেছে, বস্। একটা নয়, অনেকগুলো বোমা। ওগুলো যখন ফাটবে, আশপাশে থাকবে না সে। বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে অনেক আগেই কেটে পড়েছে সত্যবাবা।'

'কোথায়?' রানার প্রশ্ন শেষ হতেই বাজতে শুরু করল ফোনটা। 'তুমি না বললে অ্যালার্ম আর সিকিউরিটি সিস্টেম অকেজো করে দিয়েছ?' ফোনের দিক থেকে সার্জেন্টের দিকে ফিরল ও।

'শুধু টেলিফোনটা বাদে। আপনি রিসিভার না তুললে, আপনার লোকজন শকুনের মত উড়ে আসবে, বস্। সাড়া দিন, প্লীজ।'

অপরপ্রান্তে মারভিন লংফেলো। 'আবার সেই ক্লিনিকেই, রানা,' সুরটা এমন, যেন শক্ত মাংস চিবাচ্ছেন।

'ক্লিনিকে কি?'

'যতটুকু জানি কেউ মারা যায়নি। তবে ডোনাকে তুলে নিয়ে গেছে ওরা, ওদের লোকটাও পালিয়েছে।'

'ইব্রাহিম খলিল? যার মৃত্যুনাম জোসেফ গুজরাল?'

'হ্যাঁ। অবশ্য পীর হিকমতের কোন খবর নেই।'

'আমি সম্ভবত জানি।'

'কি?'

পিছন থেকে সার্জেন্ট বিল রেম্যান ফিসফিস করে বলল, এবার তাদের রওনা হওয়া দরকার।

'আমার খোঁজ পাওয়া না গেলে চিন্তা করবেন না।'

'তোমাকে এখানে আমাদের দরকার।' সূত্রটা ধরতে পেরেছেন মারভিন লংফেলো। রানাকে তথ্য সরবরাহের সুযোগ দিচ্ছেন তিনি।

'একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঠিকই আছে ব্যাপারটা। বড় ধরনের সাহায্য পেতে পারি। আলট্রা-সেনসিটিভ।'

'দূরে?' জানতে চাইলেন বি.এ.এস. চীফ।

'অপেক্ষা করুন। আপনার কাছে ফিরব আমি।' সাধারণ ভাষায় কথাগুলোর অর্থ দাঁড়ায়, হয়তো। একটা টীম দরকার হবে।

'পরিচয়টা কি?' মারভিন লংফেলো কভার ডকুমেন্ট-এর কথা জিজ্ঞেস করছেন, জানেন নিশ্চয় রানা কোথাও সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে।

'এক আর ছয়।'

'এক ব্যবহার করো।'

'ঠিক আছে। যোগাযোগ রাখব।' রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, জানে সার্জেন্টকে খানিকটা দেরি করিয়ে দিতে পারলে ওদেরকে ছোট একটা টীম অনুসরণ করার সুযোগ পাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে বিল রেম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'এসো, সুটকেসটা গোছাতে সাহায্য করবে আমাকে?'

‘বস্, একেবারে খালি হাতে যেতে হবে। ওরা আশা করছে আপনাকে আমি জোর করে ধরে আনব। যা পরে আছেন...’

‘হিকমত এখন কোথায়?’ কামরা থেকে বেরুবার সময় জিজ্ঞেস করল রানা।

‘তার সাথে ষাট-সত্তরজন শিষ্য আছে।’

‘কোথায়, রেম্যান? না বললে এখান থেকে বেরুব না আমি—তোমার সাথে, বা একা।’

‘ঠিক আছে। অখ্যাত একটা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ধরে নর্থ ক্যারোলিনায় যাব আমরা, বস্। ওখান থেকে যাব ধনকুবেরদের স্বর্গ নামে পরিচিত সাউথ ক্যারোলিনায়। ওদিকে প্রচুর ট্যুরিস্ট থাকায় জায়গাটা লুকাবার জন্যে আদর্শ। জায়গাটার নাম হিলটন হেড আইল্যান্ড, বস্। কি কি আছে, শুনবেন? হোটেল, প্রাইভেট হোম, বিশাল সৈকত, সী গাল, কয়েক ডজন গলফ কোর্স, র‍্যাটলস্নেক, অ্যালিগেটর, আর ওয়াটার মোকাসিন। এমন একটা জায়গা, সব কিছুর মিশেল আছে।’

‘হিকমতের উপযুক্ত জায়গাই বটে। ওয়াটার মোকাসিনের সান্নিধ্যে স্বস্তিবোধ করার কথা তার। ওগুলো বোধহয় তারচেয়ে একটু কমই বিপজ্জনক।’ ওয়াটার মোকাসিন, রানা জানে, অত্যন্ত বিষাক্ত প্রজাতির সাপ।

‘তার হয়তো ধারণা, ওয়াটার মোকাসিনের ভাল খোরাক হবেন আপনি।’

ইমার্জেন্সী আইডেনটিটি হাতে পাওয়ার জন্যে কিছুটা সময় দরকার রানার। মারভিন লংফেলো ওকে এক নম্বরটা ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। ওটা ওর স্ট্যান্ডার্ড কাভার, মাসুদ কায়সার

নামে। হিকমতের সাথে সাক্ষাতের সময় হলে, ওর আশা, ছদ্ম পরিচয় বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে ওকে।

চার

সেই রাতেই, তখন এগারোটা বাজে, নিউক্যাসল নির্বাচনী এলাকার শ্রমিকদের একটা ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলেন অত্যন্ত বিতর্কিত একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। এলাকাটা লেবার পার্টির অনুকূলে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা লেবার পার্টির প্রার্থীর পক্ষেই ভাষণ দিয়েছেন। দু'জনেই তাঁরা খুশি, মীটিং অত্যন্ত সফল হয়েছে। প্রার্থী ভদ্রলোক তাঁর ভাষণে প্রথমেই জানিয়ে দেন, তিনি নির্বাচিত হয়ে এলে এলাকার জন্যে, বিশেষ করে শ্রমিকদের জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করবেন, যদিও কি কি করবেন তার কোন তালিকা দেননি। কাজেই ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভাষণ দিতে উঠে দাবির একটা তালিকা পেশ করার সুযোগ পেলেন। তাঁর প্রতিটি দাবি সবিনয়ে মেনে নিলেন লেবার পার্টির প্রার্থী। কেউ জানল না, এ-ব্যাপারে আগেই তাঁদের নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে গেছে।

দেশের জরুরী পরিস্থিতির কথা ভেবে পুলিস বিভাগের উপস্থিত সদস্যরা ভাবল, দুই নেতাকে তাদের অপেক্ষারত গাড়িতে পৌঁছে দেয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ক্লাব বিল্ডিঙের পিছন দিকে রাখা হয়েছে ওগুলো। পনেরোজন

মোটাসোটা সেপাই ছোটখাট ভিড়টাকে ঠেলে সরিয়ে দিল, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একটা প্যাসেজ তৈরি করল তারা। নেতারা আলাদাভাবে নয়, একসাথে বেরিয়ে আসছেন দেখে খুশিই হলো সবাই। জনতা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল তাঁদের। দুই নেতা হাসছেন, পরস্পরের সাথে হ্যান্ডশেক করছেন।

ইউনিয়ন লীডারের গাড়িটা সামনে পড়ল। দুই নেতা গাড়ির কাছে পৌঁচেছেন, এই সময় একজন প্রেস ফটোগ্রাফার খাটো এক সেপাইয়ের কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করল, 'আমাদের একটা সুযোগ দিন না, ভাই! একটা ছবি তুলি?'

মাথা ঝাঁকাল সেপাই লোকটা, এক মুহূর্তের জন্যে লাইন ভাঙল সে। ওটাই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত।

কর্ডনের ভেতর ঢুকেই দুই নেতার দিকে ছুটে গেল ফটোগ্রাফার। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দের সাথে বিস্ফোরিত হলো লোকটা, প্রকাণ্ড একটা আগুনের ঝলক দেখা গেল। পনেরো জন পুলিস সবাই, দুই গাড়ির ড্রাইভার, ইউনিয়ন নেতা আর তাঁর সেক্রেটারি, প্রার্থী আর তাঁর এজেন্ট, তাদের কাছাকাছি দাঁড়ানো আরও বারোজন লোক সাথে সাথে মারা গেল। মারাত্মকভাবে আহত হলো ষোলোজন। তাদের মধ্যে একজন পরদিন মারা গেল হাসপাতালে।

পরদিন সন্ধ্যা ছ'টায় নর্থ ক্যারোলিনার আকাশে রয়েছে রানা, বাহনের পরিচয় ড্যাশ সেভেন স্টোল এয়ারক্রাফট। ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে রয়েছে ও। হিলটন হেড আইল্যান্ডের খুদে এয়ারস্ট্রিপের দিকে নামছে প্লেনটা।

হিলটন হেডকে সাউথ ক্যারোলিনার সর্বদক্ষিণ বিন্দু বলা যায়, সী আইল্যান্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ওটা, ক্যারোলিনাজ থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত বিস্তৃত সৈকতের দৈর্ঘ্য আড়াইশো মাইল। দ্বীপটায় সড়ক, আকাশ ও জলপথে পৌঁছানো যায়।

প্লেন থেকে দৃশ্যটা ক্যারিবিয়ানে আনন্দময় ছুটি কাটানোর কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। সবুজ তৃণভূমি, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালা ভরা বনভূমি, ঝলমলে সৈকত, যেন সোনার বিস্তৃতি, বিশাল জায়গা জুড়ে বিলাসবহুল হোটেল, মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝখানে প্রাইভেট হাউস আর নাইট ক্লাব। এয়ারফিল্ডের দিকে যাবার পথে তিনটে গলফ কোর্সের ওপর দিয়ে উড়ে এল ওরা।

নকশি-কাঁথায় থাকতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সার্জেন্ট রেম্যানের বন্দী হিসেবে অভিনয় করবে রানা। সার্জেন্টের ভাষায়, 'পীর হিকমতের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই।' তবু, আরও অনেক বিষয়ে কথা বলতে হয়েছে ওদের। চোখে ঠুলি পরে শয়তানের মুখে পড়তে চায় না রানা। কাজেই ওর অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে রেম্যানকে। তার উত্তর থেকে যথেষ্ট তথ্য পেয়েছে রানা, বিশেষ করে স্বর্গযাত্রী আর তার মেয়ে মেরি সম্পর্কে। সে এমনকি মেরির একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটোও দেখিয়েছে রানাকে।

মেরি রেম্যানের মাথার চুল লাল। তার মুখে অসংখ্য তিল রয়েছে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে।

'ওই এক রোগ ছিল তার, সব সময় হাসত,' বলল সার্জেন্ট, গলার সুরে খেদ। 'তবে এখনকার মেরিকে আপনি অন্য রকম

দেখবেন, বস্ । মেয়েটা কি করে যে এতটা সিরিয়াস হলো!'

নকশি-কাঁথায় বসে কফি বানিয়ে খাওয়াল সার্জেন্ট, তার সাথে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করল রানা। বাড়ির বাইরে ভোরের আলো ফুটল। ঝলমলে নয়, ম্লান, আকাশে রোদনভরা মেঘ নিয়ে। ধীরে ধীরে সকাল হলো।

'আর দেরি করা উচিত হবে না, বস্!' বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করল সার্জেন্ট।

'যাবই তো, তার আগে সবদিক ভেবে দেখা দরকার,' বলল রানা। 'তুমি কি বলো, খালি হাতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বস্,' বলল সার্জেন্ট, প্রধান বেডরূমের কাবার্ডটা তন্নতন্ন করে খুঁজছে রানা। ভাগ্য ভাল, জেসমিনের একটা ব্রীফকেস পেয়ে গেল। নকশি-কাঁথায় সাধারণত এ-ধরনের ব্রীফকেস দুটো থাকার কথা। বড় আকারের কালো ব্রীফকেস, ওটার একপাশে অতিরিক্ত একটা অংশ জুড়ে দেয়া যায়, আলাদা কমবিনেশন লক আছে।

'ঠিক বলেছ।' সার্জেন্টের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে একবার তাকাল রানা। জেসমিনের ব্রীফকেস আসলেই বিচিত্র এক জিনিস। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির মেশিনকে ফাঁকি দেয়ার নিরাপদ ব্যবস্থা তো আছেই, আরও আছে অদৃশ্য ফলস সেকশন, এত বড় যে বি.এস.এস-এর তৈরি কিছু ইকুইপমেন্ট আর একটা অস্ত্র অনায়াসে রাখা যায়।

'দাড়ি কামাবার সরঞ্জামগুলো তো নিতেই হবে,' বাথরূমের দিকে পা বাড়াল রানা। বেডরূমে বসে ইন্টেলিজেন্স কোয়ার্টারলির পাতা ওল্টাচ্ছে সার্জেন্ট।

বাথরূমে ঢুকে ব্রীফকেসের তালা খুলে সেফ কমপার্টমেন্টটা পরীক্ষা করল রানা, ওর আগে অন্তত বিশজন সিকিউরিটি অফিসার পরীক্ষা করে ফোম-রাবার দিয়ে কিনারা ঢাকা গোপন জায়গাটুকু দেখতে পায়নি। দ্রুত হাতে কাজ করল রানা, প্রথমেই দেখে নিল জায়গামত অস্ত্রটা আছে কিনা। ওটা একটা ব্রাউনিং, এফএন হাই পাওয়ার-এর উন্নত সংস্করণ, ফুলপাওয়ার নাইন এমএম রাউন্ড ভরা যায়। বাকি সব আইটেমও জায়গা মত রয়েছে।

কমপার্টমেন্টটা বন্ধ করল রানা, তারপর ব্রীফকেসে রেজার, ডানহিল এডিশন শেভিং ক্রীম ও কোলন ভরল।

বেডরূমে ফিরে এসে পাঁচ-সাতটা ড্রয়ার ঘাঁটাঘাঁটি করল রানা। বাড়িটা বহু বছর ধরে বহু লোক ব্যবহার করেছে, বিভিন্ন রুচির ও সাইজের প্রচুর কাপড়-চোপড় রয়েছে এখানে। একজোড়া করে আন্ডারওয়্যার, শার্ট, মোজা আর পা'জামা নিল রানা।

এএসপি আর ব্যাটনটা বেডরূমের মেঝেতে, গোপন একটা খোপের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল ও, স্পেয়ার অ্যামুনিশন সহ।

'বুদ্ধিমানের কাজ, বস্,' পত্রিকা থেকে মুখ তুলে বলল সার্জেন্ট। 'ব্রিটেন ছেড়ে যাবার সময় নিজেদের লোকের হাতে ধরা পড়তে চাই না আমরা।'

একমত হলো রানা। কিছু হার্ডওয়্যার সাথে থাকায় নিরাপদ বোধ করছে ও। বাথরূমে ঢুকে আরেকটা কাজ করেছে রানা। জেসমিনের ব্রীফকেসে নিরীহদর্শন কিছু কলম ছিল, সেগুলোর একটা বোতাম টিপে হোমিং ডিভাইস অন করে দিয়েছে।

ডিভাইসটার রেঞ্জ মাত্র পনেরো মাইল। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি পেরুবার সময় ওটাকে অফ করে দিতে পারবে ও। একসাথে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সার্জেন্ট বহন করছে নীল একটা রোল ব্যাগ, রানার হাতে জেসমিনের বড়সড় ব্রীফকেস।

বাড়িটা থেকে বেরুবার আগে ওপরতলার বেডরূমে একবার ঢুকল রানা, জানালার পর্দা খানিকটা সরিয়ে কার্নিসের ওপর কুৎসিতদর্শন একটা ফ্লাওয়ার ভাস রাখল। বেলা আরও বাড়লে বাড়ির সামনে দিয়ে দৈনন্দিন রুটিন ধরে হাঁটার সময় ওটা দেখতে পাবেন মিসেস ওয়াকার, বুঝতে পারবেন বাড়িটায় তাঁর ঢোকার সময় হয়েছে, সময় হয়েছে নিজের রিপোর্ট পাঠাবার জন্যে ফোন করার।

কেনসিংটন হাই স্ট্রীটে ট্যাক্সির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল রানা, ওদিকে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদে ঢুকল সার্জেন্ট বিল রেম্যান।

'এবার আমরা রওনা হতে পারি,' ট্যাক্সিতে উঠে বলল সার্জেন্ট।

'এক জায়গায় একটু কাজ আছে,' বলল রানা, ড্রাইভারকে ফুলহ্যাম স্ট্রীটের দিকে যেতে বলল। 'সিটি ব্যাংকের সামনে থামবে। আমি নেমে গেলেই ভাড়া মিটিয়ে দেবে তুমি, আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। যাব আর আসব।'

গলা খাদে নামাল বিল রেম্যান। 'বস্, আমাকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যাবেন না তো?'

'চিন্তা কোরো না। তুমি শুধু ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে কোথাও একটু গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষায় থাকবে।'

ফুলহ্যাম স্ট্রীটে থামল ট্যাক্সি, বি.এস.এস-এর একটা গাড়ি ওদেরকে পাশ কাটাল দেখে মনে মনে খুশি হলো রানা। সার্জেন্টকে পিছনে রেখে ব্যাংকের ভেতর ঢুকল ও। কাউন্টারে একটা কার্ড দেখাতেই কেরানী মেয়েটা সবিনয়ে বলল, 'আপনি যদি ওদিকটা ঘুরে কাউন্টারের শেষ মাথায় আসেন, আপনাকে আমি ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে পারি, স্যার।'

দরজার তালা খোলা হলো। ম্যানেজারের কামরাকে ডানে রেখে মেয়েটার পিছু পিছু এগোল রানা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ভল্টে। কার্ডের নম্বর আরেকবার দেখে নিয়ে একটা চাবি বের করল মেয়েটা। দু'জন এসে দাঁড়াল ৭০০ নম্বর বক্সের সামনে। পকেট থেকে নিজের চাবির গোছা বের করল রানা, নির্দিষ্ট একটা চাবি বেছে নিয়ে ডান দিকের তালাটায় ঢোকাল, বাম দিকের তালায় ঢোকানো হলো মাস্টার কী। দুটো চাবি একসাথে ঘোরানো হলো, বারো ইঞ্চি দরজাটা খুলে গেল।

'এক মিনিট লাগবে আমার,' বলে বক্সটা বের করল রানা, সেটা নিয়ে চলে এল প্রাইভেট একটা রুমে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পকেট থেকে সমস্ত জিনিস বের করে একটা ম্যানিলা এনভেলাপে ভরল ও, শুধু টাকা বাদে। এরপর মোটা একটা এনভেলাপ বাক্সের ভেতর থেকে তুলে নিল। এটা থেকে বেরোল মাসুদ কায়সারের পাসপোর্ট, চেকবুক, মানিব্যাগ, ক্রেডিট কার্ড, চামড়া দিয়ে মোড়া ছোট্ট একটা নোটবুক, প্রতিটি পাতার নিচের প্রান্তে মাসুদ কায়সারের নাম ছাপা রয়েছে। আরও রয়েছে দুটো এনভেলাপ, ব্যক্তিগত চিঠি, মাসুদ কায়সারকে লেখা; কেউ যদি চেক করার জন্যে ঠিকানা ধরে যায়, তাকে বলা হবে, 'এই মুহূর্তে

মি. কায়সার বাড়িতে নেই।’

জিনিসগুলো বিভিন্ন পকেটে ভরল রানা। বক্স থেকে শেষ খামটা তুলে নিয়ে ভিসার একটা রসিদ আর ওয়েমব্লিতে ফেরার ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের অর্ধেকটা মানিব্যাগে ভরল।

ভল্টে ফিরে এসে বক্সটা নির্দিষ্ট খোপে ঢুকিয়ে রাখার পর তালা দেয়া হলো। এ-ধরনের বক্স শুধু লন্ডনেই নয়, প্যারিস, রোম, ভিয়েনা, মাদ্রিদ, বার্লিন আর কোপেন হেগেনেও একটা করে আছে ওর জন্যে। এক ঘণ্টার নোটিসে কিভাবে এ-ধরনের জিনিস সংগ্রহ করা যায়, বিশেষ করে ওয়াশিংটন, মায়ামি আর লস অ্যাঞ্জেলসে, তা-ও জানা আছে ওর।

বাইরে বেরিয়ে এসে মাসুদ কায়সার সার্জেন্ট বিল রেম্যানের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। রাস্তার উল্টোদিকে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার সম্ভাব্য আরোহীর সাথে কথা বলছে। দুটো মুখই ওর পরিচিত, আশপাশে একটা টীম কাজ করছে দেখে স্বস্তি বোধ করল।

‘তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম নিজেকে,’ বিল রেম্যানকে বলল রানা।

‘ধন্যবাদ, বস্। হিথরোতে যেতে হবে। হাতে প্রচুর সময়, কাজেই তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।’ খালি একটা ট্যাক্সি দেখে হাত তুলল সে।

হিথরোতে পৌঁছে হেলিকপ্টার শাটল ডেস্কের দিকে পথ দেখাল সার্জেন্ট–হিথরো-গ্যাটউইক। ‘দুপুরের ফ্লাইটে শার্লট, নর্থ ক্যারোলিনা যাব আমরা।’ তার মধ্যে আত্মতুষ্টির যে ভাবটা দেখা গেল, রানার জন্যে তা অস্বস্তিকর। এরইমধ্যে রেইনবো

এয়ারলাইন্সের একজোড়া টিকেট দেখিয়েছে সে। 'শাটলে আমাদের সীট রিজার্ভ করা আছে, এখানে একবার শুধু চেক করে নেব, আশা করি প্লেন ধরার জন্যে সময়মতই পৌঁছুতে পারব গ্যাটউইকে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। এগারোটা বাজে। কে জানে, সার্জেন্ট হয়তো সার্ভেইল্যান্স টীমকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে। তবে রানার বিশ্বাস, টীমটা ঠিকই ওদেরকে খুঁজে নিতে পারবে। সময়ের টানাটানিতে প্রথম টীমটা হয়তো প্লেনে ওঠার ব্যবস্থা করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে টেলিফোনে খবর চলে যাবে যুক্তরাষ্ট্রে, ওর ওপর নজর রাখার দায়িত্ব পড়বে সি.আই.এ-র ওপর।

গ্যাটউইকে পৌঁছুবার পরও হাতে সময় থাকল ওদের। প্লেনে উঠছে, এই সময় এক লোককে দেখে প্রায় চমকে উঠল রানা। হার্বার্ট রকসন এখানে কেন? সেরেছে, ওদের পিছনে একজন সঙ্গীকে নিয়ে লাইন দিচ্ছে সে। স্বর্গযাত্রীরা যদি তার উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারে, লোকটার নিরাপত্তা বলতে কিছু থাকবে না। যদি না-চিন্তাটা বিষাক্ত বর্শার মত বিঁধল রানার মনে–হার্বার্ট রকসন সত্য সমিতির তরফ থেকে একজন পেনিট্রেশন এজেন্ট হয়।

দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হলো রানা। হার্বার্ট রকসন, সি.আই.এ-র লোক, সে-ও কি সত্যবাবার শিষ্য, পীর হিকমতের মুরিদ? অসম্ভব কি, এসপিওনাজ জগতে সবই সম্ভব।

পিছনে রকসন লেগে থাকায় নিজেকে নগ্ন লাগছে রানার। সি.আই.এ-র 'টপ ম্যান' হিসেবে রকসন বি.এস.এস-এর অনেক

তৎপরতারই খবর রাখে। এই সম্ভাবনাটা নিয়ে আগে চিন্তা করেনি ও। এখন তার উপস্থিতি বিরাট একটা তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে।

নির্বিঘ্নেই টেক-অফ করল প্লেন। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে বসেছে ওরা। সার্জেন্ট রেম্যানের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল রানা, 'তুমি যদি বলো আমাদের পিছনে ফেউ লেগেছে, আমি অবিশ্বাস করব না।'

'সেক্ষেত্রে শার্লটে পৌঁছে ওদেরকে ফাঁকি দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোথাও থামা চলবে না, বস্। যদি সম্ভব হয়, তার সীট নম্বরটা আমাকে জানাবেন।'

'কিসের সীট, লোকটা সম্ভবত পাইলটের সাথে বসেছে।'

চাপা হেসে সার্জেন্ট বলল, 'কয়েকটা ব্যাপার আপনাকে জানানো দরকার, বস্। প্রথম কথা, আমরা শার্লটে না পৌঁছুনো পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকুন।' ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল সে। শার্লটে পৌঁছে কানেকটিং ফ্লাইট ধরে হিলটন হেডের উদ্দেশে রওনা হবে তারা, তখনই শুরু হবে খেলা বা মজা। 'আজ থেকেই এয়ারপোর্টের সবগুলো প্রবেশপথে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে পীর হিকমত। তার এজেন্টরা আমাদের দেখতে পাবার সাথে সাথে টেলিফোন করবে দ্বীপে। আপনার স্বাধীনতার ওখানেই সমাপ্তি। একটা লিমো নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হবে তারা।' না, আগে কখনও দ্বীপটায় যায়নি বিল রেম্যান, তবে ধারণা আছে দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিকটায় বেশ খানিকটা বিস্তৃতি নিয়ে তৈরি করা হয়েছে সত্যবাবার আস্তানা। আগে চাষাবাদ করা হত, জায়গাটা তিনদিক থেকে গাছপালা দিয়ে ঘেরা, অপর দিকটায়

রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। গোটা দ্বীপটায় অসংখ্য সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট, আছে বিক্ষিপ্তভাবে বাড়িঘর। প্রতিটি বাড়ির জন্যে রয়েছে আলাদা আলাদা ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি ব্যবস্থা, প্রহরী ছাড়াও। চেক পয়েন্টগুলোয় চব্বিশ ঘণ্টা লোক থাকে, কারণ প্রচুর ট্যুরিস্টের আসা-যাওয়া আছে দ্বীপে। 'আমাকে বলা হয়েছে, আবহাওয়ার দিক থেকে হিলটন হেড নাকি মাটির দুনিয়ায় এক টুকরো স্বর্গ বিশেষ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শ্বাসরুদ্ধকর, তবে বেড়ানোর খরচ অত্যন্ত বেশি। লোকজন তো বসবাস করেই, বিশেষ করে গলফ টুর্নামেন্টের সময় আর কনভেনশন উপলক্ষ্যে বাইরে থেকেও বহু লোক ভিড় জমায় ওখানে।'

লিমোসিনটা সরাসরি ওদেরকে টেন পাইন প্ল্যানটেশনে নিয়ে যাবে। টেন পাইনেই হিকমতের আস্তানা। ওদের গল্পটা হবে নিনি খন্দকার সত্য সমিতির হাতে বন্দী হয়েছে, এ-কথা শোনার পর শান্তভাবে সার্জেন্টের সাথে চলে এসেছে রানা।

'নিনি ওখানে আছে তো?' জানতে চাইল রানা।

'আমাকে তো তাই বলা হয়েছে। আপনার খ্যাতি তো, বস্, মধ্যযুগের একজন বীর সেনাপতির চকচকে তলোয়ারের মত।' রানার দিকে আড়চোখে তাকাল বিল রেম্যান। 'আপনাকে কি বলতে হবে তা-ও শিখিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'কি বলতে বলেছে?'

'শুধু আপনার মঙ্গলের জন্য নয়, নিনি খন্দকারের ভালমন্দও নির্ভর করছে আপনার যাওয়ার ওপর। আপনি আমার প্রস্তাব মত সত্যবাবার কাছে গেলে নিনির কোন ক্ষতি করা হবে না। ওরা বলল, আপনি নাকি মোটেও বাধা দেবেন না। সত্যি দিতেন কি,

বস্?'

'কি জানি। আসতে রাজি হয়েছি তোমার আর তোমার মেয়ের কথা ভেবে, রেম্যান।'

'আমি কৃতজ্ঞ, বস্। কিন্তু এটাই কি একমাত্র কারণ?'

'না, একমাত্র কারণ নয়। শয়তানটার কাছাকাছি হওয়ার আর কোন বিকল্পও নেই। কোথায় যেন পড়েছি, শয়তানকে যদি শায়েস্তা করতে চাও, তার কাছ থেকে পালিয়ো না, বরং তার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করো।'

'আর আপনার কাজই তো দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন, তাই না, বস্?'

এক সেকেন্ড পর, জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন না দেখে, জিজ্ঞেস করল রানা, 'এখনও আমার কৌতূহল, বিশেষ করে আমাকে কেন বেছে নিল ওরা।'

'একেবারে সেই প্রথম থেকেই তো আপনাকে বাছাই করা হয়। অন্তত, বলা যায়, হেরিফোর্ড থেকে আপনাকে বের করে আনার সময় থেকে।' ভুরু কোঁচকাল সার্জেন্ট, যেন নির্ভেজাল যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করার চেষ্টা করছে বিশেষ করে রানাকেই কেন বাছাই করা হলো।

খানিক পর, খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে ইতোমধ্যেই, রানাকে জানাল সে, ওকে হয়তো সত্যবাবার আস্তানায় বন্দীও করা হতে পারে। 'তবে চিন্তা করার কিছু নেই, বস্। একবার শুধু জানতে পারলে হয়, কোথায় আছে মেরি, তারপরই আপনাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করব আমি। আপনাকে আর নিনি খন্দকারকে।'

'খুশি হলাম, রেম্যান। হিকমতের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকা,

ভাবতেও ভয় লাগে। তার বাড়ির একজন মেহমান কোন দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারালেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' তারপর, যেন স্বগতোক্তি করল রানা, 'ভাবছি ডোনা চেস্টারফিল্ডকেও ওরা ওখানে নিয়ে গেছে কিনা।'

'যেতে পারে,' বলে সীটে হেলান দিয়ে ফ্লাইট মুভিতে মনোযোগ দিল সার্জেন্ট। যদিও আগেও একবার দেখেছে রানা, ছবিটা নতুন করে উপভোগ করল আবার। দি আনটাচেবল। ওর একজন প্রিয় অভিনেতা শিকাগো পুলিস হিসেবে অভিনয় করেছে।

স্থানীয় সময় চারটে বিশ মিনিটে শার্লটে ল্যান্ড করল ওরা। রানার খুব কাছাকাছি থাকল বিল রেম্যান, বেশিরভাগ সময় ওর পিছনে, তার বাম কাঁধ থাকল রানার পিঠের ডানদিক ঘেঁষে। হিলটন হেড ফ্লাইট চেক করতে গিয়ে দেখল ওরা, হাতে সময় নেই। তাড়াতাড়ি ডিপারচার লাউঞ্জে চলে এল। ওখানে এক মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না, ওদেরকে তোলা হলো শান্ত ও আরামদায়ক ড্যাশ সেভেনে। মনে হলো, টেক-অফের জন্যে পুরোটা রানওয়ে না ছুটেই আকাশে উঠে পড়ল প্লেনটা। হার্বার্ট রকসনের কোন ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও।

এখন ওরা পৌঁছে গেছে হিলটন হেডে, ছোট এয়ারফিল্ডের দিকে নামতে শুরু করেছে প্লেনটা, লাল একটা গোলার আকার নিচ্ছে সূর্য, আর এক ঘণ্টার মধ্যে চারদিকে নেমে আসবে সন্ধ্যা। নিচে তাকিয়ে এয়ারফিল্ডটাকে পরিচ্ছন্ন আর ঝকঝকে দেখল রানা। বেশ অনেকগুলো প্রাইভেট প্লেন রানওয়ের একধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শার্লটগামী প্লেনে ওঠার জন্যে একটা দোচালার বাইরে গার্ডেন

চেয়ারে বসে রয়েছে আরোহীরা। ওই দোচালাটাই অ্যারাইভাল ও ডিপারচার লাউঞ্জের কাজ করে। প্লেন থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময়ই অভ্যর্থনা কমিটির লোকগুলোকে দেখতে পেল রানা। লম্বা একটা লিমোসিনের পাশে ইউনিফর্ম পরা একজন শোফার দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখে মনে হলো গাড়িটায় গোটা একটা ফুটবল টীমের জায়গা হবে। প্লেনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রে রঙের লাইটওয়েট স্যুট পরা তিনজন যুবক, স্যুটের নিচে সাদা শার্ট। দূরত্ব কমে আসতে রানা লক্ষ করল, প্রত্যেকে নেভী ব্লু সিল্ক টাই পরেছে, প্রত্যেকের টাইয়ে একটা করে লোগো আঁকা রয়েছে–গ্রীক বর্ণমালার প্রথম ও শেষ অক্ষর দুটো, অ্যাভং কার্টে যেমন দেখেছে রানা।

'হাই, বিল,' যুবকদের একজন অভ্যর্থনা জানাল রেম্যানকে। সুদর্শন যুবক, দীর্ঘদেহী, পেশীবহুল, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, দাঁতগুলো যেন বিশেষ যত্নের সাথে চকচকে আর ধারাল করা হয়েছে লোহায় কামড় বসাবার জন্যে, আর মেয়েদের মন ভোলাবার উদ্দেশ্যে। বাকি দু'জনও যেন একই ছাঁচ থেকে বেরিয়েছে।

'কেমন আছ, জনি?' সাড়া দিল বিল রেম্যান।

'গ্রিটিংস ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দি এন্ড,' তিনজন সমস্বরে কোরাস ধরল, সার্জেন্ট একই সুরে উচ্চারণ করল শব্দগুলো। বোঝা গেল, পরস্পরকে অভিনন্দন জানাবার এটাই স্বর্গযাত্রীদের রীতি।

'আর ইনি নিশ্চয়ই...,' বলল জনি, রানার দিকে কঠিন চোখে

তাকিয়ে আছে, '...সেই বিখ্যাত মাসুদ রানা?'

'কথাটা বোকার মত বললে,' যুবকের দিকে ধারাল, ঠাণ্ডা চোখে তাকাল রানা, যেন বলতে চায় কারও তামাশার পাত্র নয় ও। 'আমি মাসুদ কায়সার।'

'প্লীজ ইওরসেলফ।' পাল্টা জবাব হাত দিয়ে দিতে পারে জনি, কারণ তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা বদলে গিয়ে প্রায় আক্রমণাত্মক হয়ে দাঁড়াল, সেই সাথে বোঝা গেল তার স্যুটের নিচে মাংস আর হাড়ের বদলে ইস্পাত রয়েছে। 'নিজের যে-পরিচয়ই দিন আপনি, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, আমাদের পিতা, সত্যবাবা আপনাকে দেখে ভারি খুশি হবেন।' সার্জেন্টের দিকে ফিরল সে। 'তোমাকে কোন ঝামেলায় ফেলেননি তো?'

'ভেড়ার বাচ্চার মত শান্তভাবে চলে এলেন। ঠিক যেমন আমাদের পিতা সত্যবাবা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।'

'চলো তাহলে, পিতা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

ওদের আরও কাছে সরে এল যুবকরা, রানা অনুভব করল কে যেন দক্ষতার সাথে ওর হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিয়ে নিল। লোকটা যে-ই হোক কৌশলে কিছু হাত করার ব্যাপারে ওস্তাদ সে–রানা কোন ব্যথা অনুভব না করলেও, টের পেল ওর হাতের উল্টোপিঠের একটা নার্ভে চাপ দেয়া হলো।

দ্রুত, কিন্তু কোন তাড়াহুড়ো না করে, গাড়িতে উঠে বসল ওরা। স্টার্ট নিল লিমোসিন, নিঃশব্দে রওনা হলো।

চুপচাপ থাকল রানা। ওর চারপাশে, গাড়ির বাইরে, বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ার মত। প্রতিটি রাস্তা চওড়া, ফুটপাথে কোন ময়লা বা ডাস্টবিন নেই, সারি সারি পাম আর পাইন গাছের

ফাঁক দিয়ে সবুজ ঘাস মোড়া মাঠ দেখা যাচ্ছে, মাঠের দূর প্রান্তে লাল টালির ছাদ, প্রতিটি মোড়ে ফোয়ারা আর স্ট্যাচু। একটা শপিং সেন্টার পেরিয়ে এল ওরা। দোকানগুলো ঝলমল করছে, দেখে মনে হলো শুধু কোটিপতিদের প্রবেশাধিকার আছে। শপিং সেন্টারের আশপাশের সাইড রোডগুলোয় সিকিউরিটি ব্যারিয়ার দেয়া হয়েছে। খানিক পরপরই একটা দুটো করে হোটেল দেখা গেল, বেশিরভাগই পাঁচতারা। রাস্তায় প্রচুর গলফার চোখে পড়ল, দূরের কোন মাঠ থেকে খেলা শেষ করে ফিরছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়েই বলে দেয়া যায়, অলস বিলাসে মগ্ন টাকার কুমীরদের জন্যে জায়গাটা। টেন পাইনস-এর দিকে যতই এগোল ওরা, ধীরে ধীরে আরও একটা ব্যাপার উপলব্ধি করল রানা। দ্বীপটা আসলে অবাস্তব। এখানে একবার পৌঁছুতে পারলে সময় ও বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে সমস্ত চেতনা লোপ পায়। স্বর্গযাত্রীদের দিয়ে আরও কু কাজ করাবার জন্যে আদর্শ জায়গাই বেছে নিয়েছে সত্যবাবা।

বাম দিকে বাঁক নিয়ে একটা টানেলে ঢুকল গাড়ি, বিশালাকার স্টর্ম ড্রেনের মত দেখতে ওটা, অপরদিকে বেরিয়ে এসে দেখল দু'পাশে সবুজ ঢাল, ঢালের গায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে গাছপালা। রানার সন্দেহ হলো, টেন পাইনসকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকা এই বনভূমিতে সশস্ত্র প্রহরীরা গা ঢাকা দিয়ে আছে।

বনভূমি ছাড়িয়ে নিখুঁত লনে বেরিয়ে এল গাড়ি, মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে নাক বরাবর সোজা বিশাল, দোতলা একটা অট্টালিকার দিকে, দেখে ওটাকে বাড়ির চেয়ে হোটেল বলেই মনে হলো।

গোলাকার একটা ভবন, সম্পূর্ণটাই পাথরে তৈরি, মাথায় একটা আটকোনা টাওয়ার। গোটা এলাকা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে, যদিও সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই।

বিশাল পোর্চওয়েতে থামল লিমোসিন। প্রায় দশ ফুট উঁচু একজোড়া দরজা দেখা গেল দু'পাশে। গাড়ি থামতেই অভ্যর্থনা কমিটির তিনজন সদস্য দ্রুত নেমে পড়ল, পজিশন নিয়ে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল, সম্ভাব্য সব দিক থেকে কাভার দিচ্ছে লিমোসিন।

'কাজটা সেরে ফেলো, বিল,' বলল জনি, দ্রুত হাতে রানাকে সার্চ করল সার্জেন্ট।

'উনি নিরস্ত্র।'

রানার দিকে ফিরে ছোট করে মাথা ঝাঁকাল জনি। 'দুঃখিত, মি. রানা। এয়ারপোর্টে লোকজনের সামনে আপনাকে সার্চ করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য গাড়িতে আপনাকে আমরা বিপজ্জনক মনে করিনি। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

দরজা পেরিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা হলে ঢুকল ওরা। ছাদটা অনেক ওপরে, তবে কোথাও সিঁড়ি দেখা গেল না। হলের দু'পাশে অনেকগুলো দরজা, সিলিং থেকে ঝুলছে একজোড়া ঝাড়বাতি, প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা একটু বেশি উঁচুতে। ঝাড়বাতির বাম ও ডান দিকে অলসভঙ্গিতে ঘুরছে কয়েকটা ফ্যান, আলোড়িত হচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। হলের দেয়ালে কোন ছবি নেই, শুধুই পালিশ করা কাঠ। রানা লক্ষ করল, মেঝেটাও পালিশ করা কাঠের তৈরি।

আবার সেই আগের পজিশনে চলে গেল বিল রেম্যান, রানার ডান কাঁধের পিছনে। মুহূর্তের জন্যে তিনজনই স্রেফ দাঁড়িয়ে

থাকল, যেন কিছু একটা ঘটার জন্যে অপেক্ষা করছে।

তারপর ওদের বাম দিকের একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। ছোটখাট, একহারা এক লোক, গায়ের রঙ তামাটে, দু'বার লম্বা পা ফেলে ওদের মাঝখানে চলে এল। ফটো দেখে রানার ধারণা হয়েছিল, লোকটা লম্বা হবে। কিন্তু না, টেনেটুনে পাঁচফুট ছ'ইঞ্চি হবে। তবে চোখ আর কণ্ঠস্বরের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। নিচু গলা, মার্জিত, প্রায় ফিসফিসে।

'মি. রানা, এতটা দূরে আপনাকে আসতে হলো বলে সত্যি আমি দুঃখিত।' চট করে একবার বিল রেম্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করল সে। 'ওয়েল ডান, বিল। আমি জানতাম, তুমি আমাকে হতাশ করবে না।' তারপর আবার রানার দিকে ফিরল। 'টেন পাইনসে স্বাগতম, মি. রানা। বিশ্বাসীরা আমাকে পিতা বলে ডাকে, পিতা বা সত্যবাবা, যার যা খুশি। ওয়েলকাম, অ্যান্ড গ্রিটিংস ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দি এন্ড।'

তার কথা শেষ হওয়ামাত্র রোমহর্ষক একটা শব্দে ভরে উঠল হলওয়ে। আওয়াজটা এই আশ্চর্য বাড়ির গভীর কোথাও থেকে ভেসে আসছে। যেন কোন মানুষ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। শিউরে উঠল রানা, চিৎকারটার উত্থান আর পতনের মধ্যবর্তী বিরতির সময় কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল।

সন্দেহ নেই, আর্তনাদ করছে নিনি খন্দকার।

শোনার ভঙ্গিতে এক দিক মাথাটা কাত করল সত্যবাবা। 'বাহ্,' বলল সে, গলার আওয়াজ কোমল, সুরটা যেন আদর করার। 'বাহ্, আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এরচেয়ে ভাল মিউজিক আর কি হতে পারে?'

পাঁচ

এক পা সামনে বাড়াল মাসুদ রানা। চিৎকারটার সাথে নতুন একটা মাত্রা যোগ হয়েছে, যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নগ্ন আতঙ্ক আর নৃশংসতা। আরও এক পা সামনে বাড়ার চেষ্টা করল ও, কেউ বাধা দিতে এগিয়ে না এলেও দাঁড়িয়ে পড়ল, নড়ার শক্তি নেই, যেন পঙ্গু হয়ে গেছে।

সত্যবাবার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। এই মুহূর্তে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে সে, ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি। লোকটার স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর দেহভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই মিলটা আবার দেখতে পেল রানা, পীর হিকমতের ফটোতে যেটা দেখতে পেয়েছিল–একই বোন স্ট্রাকচার, সত্যবাবা আর পীরবাবার সাথে হুবহু মিলে যায়।

কান দুটোর দিকে তাকাল রানা। দাঁড়িয়ে রয়েছে সত্যবাবা, কিন্তু কান দুটো পীর হিকমতের। তারপর চুলের দিকে তাকাল, পাতলা হয়ে গেছে, তবু পরিপাটি করে আঁচড়ানো–হিকমতের চুল। চোয়ালের রেখা, একসময় ভোঁতা আর ভরাট ছিল, বর্তমানের টান টান চামড়ার নিচে মাংস বা চর্বি খুব কম–হিকমতের চোয়াল। সবশেষে চোখ দুটো। লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ডের ভাষায়, রাতের মত কালো। সত্যবাবার কপালের নিচে ওগুলো পীরবাবার চোখ, সত্যি সত্যি রাতের মত কালো,

আর ওই চোখ দুটোই নিজের জায়গায় আটকে রেখেছে রানাকে, একচুল নড়তে দিচ্ছে না।

চকচক করছে চোখ দুটো, যেন ওগুলোর গভীরে আগুন আছে; মনে হলো মণির পিছনে আগুনের ভেতর নড়াচড়া করছে একটা পোকা। চোখ দুটোর পাতা বড় হতে শুরু করল, যেন গিলে ফেলবে ওকে। নিজের চোখ দুটো অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল রানা, মাথার ভেতর পীর হিকমতের অন্য একটা ছবি ঢোকানোর চেষ্টা করল–যে ছবিটা নিজের অবচেতন মনের অনেক গভীর অন্ধকার থেকে তুলে এনেছে ও, একটা ছোরার মুখে থামানো হয়েছে হিকমতকে, হাতলটা কুৎসিত একটা সরীসৃপের মত দেখতে, সেটা দু'হাতে ধরে আছে রানা–হিকমতের গলায় ছোরার ফলাটা ঢোকাবার আগের মুহূর্তে লোকটার দিকে আবার তাকাবার শক্তি পেল ও, পা বাড়াল, পৌঁছে গেল লোকটার আরও খানিক কাছে।

'আহ্!' সকৌতুকে আওয়াজ করল সত্যবাবা, মুখে হাসিটা লেগে থাকলেও চোখ দুটো উজ্জ্বলতা হারিয়েছে, মনে হলো ক্ষীণ একটু যেন ভয়ের আভাসও ফুটে উঠল দৃষ্টিতে–এক পলকের জন্যে, তারপরই আর দেখা গেল না। 'আসুন, মি. মাসুদ রানা,' কণ্ঠস্বর আগের মতই মার্জিত কোমল, শ্রুতিমধুর। 'চলুন দেখা যাক কিসের শব্দ ওটা। আমার ধারণা আপনি রীতিমত অভিভূত হবেন।'

'আমার সন্দেহ আছে।'

'এই কি আমার আতিথেয়তার প্রতিদান? সন্দেহ, মি. রানা? সত্যি, এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে আপনাকে। আসুন।'

একটা হাত উঁচু করল সত্যবাবা ওরফে পীর হিকমত, আঙুলগুলো ছড়ানো–মধ্যযুগীয় কোন রাজপুত্রের প্রিয় ভঙ্গি? সম্ভবত। পরমুহূর্তে আঙুলগুলো হাতছানি দেয়ার ভঙ্গিতে নড়ে উঠল। 'আসুন। সবাই তোমরা আমার সাথে উপাসনালয়ে চলো।'

তাহলে, ভাবল রানা, এটাই আসল রহস্য। অস্বীকার করার উপায় নেই পীর হিকমতের একটা ক্ষমতা রয়েছে, এ-ধরনের ক্ষমতা অনেক বিখ্যাত ও জনপ্রিয় লোকের মধ্যেই দেখা যায়, যে ক্ষমতার অস্তিত্ব অনেক সময় তারা নিজেরাও উপলব্ধি করতে পারে না। পীর হিকমতের রয়েছে প্রবল একটা উইল পাওয়ার বা ইচ্ছা শক্তি, তার সাথে যোগ হয়েছে কঠোর সাধনায় অর্জিত সম্মোহনী ক্ষমতা। এই বিশেষ গুণটা ইতোমধ্যে সে তার নিজের ভেতর এমনভাবে গেঁথে নিয়েছে যে ক্ষিপ্রতা যেমন কোন লোকের অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকে, এটাও তেমনি তার অস্তিত্বের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে। ক্ষমতাটা অবশ্যই সীমিত, তবে তার কথায় যারা বিশ্বাস রাখে তাদের প্রভাবিত করার জন্যে জাদুর মত কাজ হবে। যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কোন পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য–যেমন, হিপনোটিক ড্রাগস। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি আর মানসিক ক্ষমতা এক হয়ে তাকে বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ করে তুলেছে।

পীর হিকমত যদি শুধু ভোঁতা শারীরিক শক্তি ব্যবহার করত, কিংবা নাগালের মধ্যে যারা আছে তাদেরকে সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত করতে যদি শুধু ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করত, প্রতিপক্ষ হিসেবে তাকে সামলানো অপেক্ষাকৃত সহজ হত। এখন রানা বুঝতে পারছে, যেরকম ধারণা হয়েছিল, কাজটা তারচেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

বর্তমান শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু পেশী আর বুদ্ধিমত্তা, কৌশল আর দক্ষতা নয়, এগুলোর সাথে ওকে ব্যবহার করতে হবে মেন্টাল পাওয়ারও।

এক সেকেন্ডের জন্যে সবাই যখন ওরা দাঁড়িয়ে আছে, সত্যবাবার ইঙ্গিতে সাড়া দিয়ে পা বাড়াবার জন্যে তৈরি, পুরোদস্তুর এক শয়তান ও চরম শত্রুকে চাক্ষুষ করল রানা–যে কিনা শুধু তার মুখনিসৃত অমৃতবাণীর সাহায্যে অন্যান্য মরণশীল মানুষকে অশ্লীলকে শ্লীল, সত্যকে মিথ্যে অন্যায়কে ন্যায় অশুভকে মঙ্গলময় বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করাতে পারে। পীর হিকমতের জগতে সমস্ত নৈতিকতার অর্থ উল্টো হয়ে যায়। মন্দ হয়ে ওঠে ভাল। ভুলকে বলা হয় শুদ্ধ।

উপাসনালয় শব্দটা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে মনে ভক্তি আর পবিত্রতার একটা ভাব আসে, সত্যবাবার বেলায় ঘটল ঠিক উল্টোটা। 'উপাসনালয়ে চলো,' তার এই কথাটা শোনার সাথে সাথে রানার মনে হলো, ওখানে বীভৎস বা অশ্লীল কিছু অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। ওর ধারণা হলো, সত্যবাবার উপাসনালয় এমন একটা জায়গা যেখানে কোন সুস্থ মানুষের যাওয়া উচিত না। তা সত্ত্বেও, পিছু নিল ও।

দরজা পেরিয়ে বড় একটা কামরায় ঢুকল ওরা। চারদিকে বুক শেলফ রয়েছে, একপ্রান্তে, জানালার পাশে সাধারণ একটা ডেস্ক। কামরার কোথাও কোন ছবি নেই, মেঝেতে নেই কার্পেট।

'আসুন,' আবার আহ্বান জানাল পীর হিকমত, ডান দিকের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল খালি একটা করিডরে। করিডরের শেষ মাথার দরজা দিয়ে এবার ওরা একটা বিশাল

অ্যাম্ফিথিয়েটারে ঢুকল। কামরাটা কাস্তে আকৃতির, নিচের মঞ্চ থেকে সার সার আসন ক্রমশ ওপর দিকে উঠে এসেছে। অ্যাম্ফিথিয়েটারে কোন জানালা নেই, ছাদের কাছাকাছি ঢাকা পড়ে আছে আলোর উৎসগুলো। সীটগুলোর মাঝখান দিয়ে তিনটে প্যাসেজ মঞ্চের দিকে নেমে গেছে, মঞ্চটা কাঠের তৈরি, সেটার ওপর একটা টেবিল রয়েছে।

ষাট কি সত্তরজন লোক উপস্থিত রয়েছে, সবার মনোযোগ মঞ্চের দিকে। একজোড়া স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়েছে মঞ্চের ওপর। টেবিলটার সামনে বড় আকারের একটা চেয়ার দেখা গেল, পিঠটা উঁচু আর খাড়া। আলখেল্লা পরা দু'জন তরুণ, কাঁধে ভাঁজ করা রয়েছে টকটকে লাল চাদর, দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারটার দু'পাশে, চেয়ারে বসা মানুষটার দিকে ফিরে।

চেয়ারে বসে রয়েছে নিনি খন্দকার।

সঙ্গীদের নিয়ে ভেতরে ঢুকল পীর হিকমত, এই সময় আবার রক্ত হিম করা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল মেয়েটার গলা থেকে।

চেয়ারের সাথে চামড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে নিনি খন্দকারকে। শুধু হাত নয়, পা আর কোমরও। চিৎকারটা শুরু হলো, সেই সাথে শুরু হলো নিজেকে মুক্ত করার জন্যে ধস্তাধস্তি। বাঁধনগুলো তার মাংসের ভেতর দেবে গেল। তার শরীরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড় খেতে শুরু করল।

দাঁতে দাঁত চেপে একটা শব্দ করল রানা, ঝট করে ওর দিকে ফিরল পীর হিকমত। 'সতর্ক থাকুন, মি. রানা। এখানে আপনি এমন সব জিনিস দেখতে পাবেন যা বিশ্বাস্য বলে মনে না-ও হতে পারে। নতুন একটা ধর্মে দীক্ষা নিতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু

কষ্ট স্বীকার করতেই হয়, মিস নিনি এই মুহূর্তে সেই কষ্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন, তার বেশি কিছু না। আমাদের পবিত্র সত্য সমিতির সদস্যা বানানো হচ্ছে তাকে।'

'অপবিত্র সমিতি!' গর্জে উঠল রানা। 'সে তার নিজের ইচ্ছায় এখানে আসেনি!'

'তাই? আর আপনার ব্যাপারটা কি, মি. রানা? আমার ধারণা আপনিও বোধহয় নিজের ইচ্ছায় আমাদের সাথে মোলাকাত করতে আসেননি?'

লোকটার চোখ দুটো এড়িয়ে গেল রানা। 'আমি এসেছি আপনার সাথে কথা বলার জন্যে। আপনি যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন, সেটা থেকে আপনাকে আমি নিবৃত্ত করতে চাই।'

'সত্যি? ভারি ইন্টারেস্টিং তো। স্বর্গযাত্রীদের কাছে সত্যি কেন আপনি এসেছেন, সেটা পরে দেখব আমরা।' তার ইঙ্গিতে একজন দেহরক্ষী এগিয়ে এল, হাতে লম্বা সাদা একটা সিল্ক চাদর নিয়ে, এ-ধরনের একটা চাদর ভ্যাটিকান সিটির পোপ আলখেল্লা হিসেবে ব্যবহার করেন। আলখেল্লার বোতাম লাগানোর পর সাদা সিল্কের একটা কাপড় দ্বিতীয় দেহরক্ষীর হাত থেকে নিয়ে কোমরের চারদিকে জড়াল পীর হিকমত। কারও দিকে না তাকিয়ে ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল নিচের মঞ্চের দিকে।

নিচে নামছে সে, উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে থেকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। সবাই তারা তাদের সীটের সামনে মাথা নত করল, বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণের সুরে বলল, 'সত্যবাবা আমাদের পিতা। গ্রিটিংস ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দি এন্ড। আমাদের পিতা, সত্যবাবা। গ্রিটিংস, গ্রিটিংস, গ্রিটিংস। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

আমরা আমাদের পিতার প্রশংসা করি। সত্যবাবা আমাদেরকে স্বর্গের পথ দেখাবেন, জাগতিক ও পারলৌকিক সমস্ত মঙ্গলের ক্ষমতা ধারণ করেন তিনি, আমাদের পিতা সত্যবাবাই সমাপ্তিহীন নতুন জগতের স্রষ্টা...'

চেয়ারের দু'পাশে দাঁড়ানো দুই উপাসক মঞ্চে হাঁটু গেড়ে মাথা নত করল, পীর হিকমতের উপস্থিতিতে তাদের মুখমণ্ডল অদ্ভুত এক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তবে নিনির চিৎকারটা বন্ধ হয়েছে। রানা দেখল, পীর হিকমত তার একটা হাত রাখল মেয়েটার মাথায়। তারপর মাথা তুলে মেয়েটার উদ্দেশ্যে কথা বলল সে, 'প্রিয় সিসটার, তুমি কি গভীর অন্ধকারের ভেতর তাকিয়েছ?'

'গভীর অন্ধকারের ভেতর তাকিয়েছি আমি,' চড়া সুরে বলল নিনি, যদিও গলার স্বরটা অচেনা, কর্কশ আর অস্বাভাবিক লাগল, রানা উপলব্ধি করল, কৃতিত্বটা শুধু সাধারণ হিপনোসিস-এর হতে পারে না। অবশ্যই পীর হিকমতই দায়ী, তবে এককভাবে শুধু তার অসাধারণ ক্ষমতা নিনিকে দিয়ে এভাবে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত কথা বলাচ্ছে না। দু'জনের মধ্যে কি যেন একটা গোপন মন্ত্র বিনিময় ঘটছে।

'তুমি যে গভীর অন্ধকারে তাকিয়েছ সেটা আসলে বর্তমান দুনিয়ার চেহারা, সিসটার। কি দেখলে বলো তো?'

'দুর্নীতি, অসংযম, অশান্তি আর ব্যভিচার। পুরুষ আর নারী, এমনকি বাচ্চারাও, নিজেদের বোকামির জন্যে কষ্ট পাচ্ছে। সবাই তারা জাগতিক অর্থাৎ আর্থিক দুর্বলতার শিকার। পার্থিব বস্তুর জন্যে লালায়িত।'

‘মানুষ যে নিজেদের সর্বনাশ করছে, ধ্বংস ডেকে আনছে সভ্যতার, বসবাস করছে মিথ্যা আর ঘৃণ্য একটা দুনিয়ায়, দেখে তোমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হলো? বলছে বটে, এই দুনিয়াটাকে নাকি তারা স্বর্গ বানাবে। কিন্তু আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে? উদ্ধার পাবার কোন রাস্তা কি খোলা আছে ওদের?’

‘পরিচিত প্রায় সব লোককেই দেখলাম, ভুল নীতির ওপর আস্থা রেখে বোকার স্বর্গে বাস করছে সবাই। না, উদ্ধার পাবার কোন আশা নেই ওদের। ওদেরকে ক্ষমা করা হবে না। ওদেরকে দেখে আতঙ্ক বোধ করেছি আমি।’

‘ওদের কষ্ট দেখে কাতর হয়েই তাহলে চিৎকার করছিলে তুমি?’

‘আমার চিৎকার ছিল আসলে প্রার্থনা, ওরা যাতে সত্য উপলব্ধি করতে পারে।’

‘তা কি ওরা উপলব্ধি করবে? সত্যকে কি দেখতে পাবে ওরা, আলিঙ্গন করবে?’

‘মৃত্যু আর আগুনের দ্বারা নতুন একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা চালু না হলে সত্যকে ওরা দেখতে পাবে না। নতুন শৃঙ্খলা যত দিন না আসবে, ওদের উদ্ধারের পথ বেরুবে না।’ নিনি নয়, যেন একটা রোবট কথা বলছে, চড়া সুরে, যন্ত্রণাকাতর স্বরে।

‘শান্তি, সিসটার নিনি। শান্তিতে থাকো তুমি। তুমি সত্য অবলোকন করেছ। আরও দেখবে তুমি, উপলব্ধি করবে আরও অনেক কিছু। তবে এখন, শান্তিতে থাকো।’ উপস্থিত দর্শকদের দিকে ফিরল পীর হিকমত। ‘আমি তোমাদের জন্যে সংবাদ বহন করছি, প্রিয় ব্রাদার ও সিসটাররা। আমাদের এক সত্য ভাই, যার

মৃত্যুনাম গ্রাহাম, অনন্ত শান্তি লাভ করেছে, সেই সাথে ঠাঁই পেয়েছে স্বর্গে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'জন লোককে ধ্বংস করেছে সে, যারা নিজেদের তৈরি করা মিথ্যে নীতির ওপর ভরসা রেখে অন্ধকারে হাঁটত। সত্য ভাই গ্রাহাম স্বর্গকে আমাদের আরও কাছাকাছি এনে দিয়েছে। তার এই কাজ এক কি সোয়া ঘণ্টা আগে ব্রিটেনে সমাপ্ত হয়েছে। দুনিয়াটাকে স্বর্গে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমরা, তার এই কৃতিত্ব সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দেবে আমাদেরকে। আমরা জানি, দুনিয়াটা স্বর্গে পরিণত হলে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে সবাইকে, অন্ধকারের ভয় দূর হয়ে যাবে, আমরা মুক্ত বায়ু সেবন করব, দেহ-মনে আসবে পুলক আর শান্তি। আসুন, সত্যভাই গ্রাহামের প্রশংসা করি আমরা—তার স্বর্গবাস অনন্তকাল দীর্ঘ হোক। গ্রিটিংস, গ্রাহাম, ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দি এন্ড।'

তার শেষ কথাটা পুনরাবৃত্তি করল ভক্তরা, যেন ক্রমশ উচ্চকিত হয়ে উঠল একটা গোঙানির শব্দ। তারপর নিস্তব্ধতা নামল অ্যাম্ফিথিয়েটারে। শুধু একা নিনি গোঙাচ্ছে তখনও, কান্নার সুরে অভিনন্দন জানাচ্ছে গ্রাহামকে, তার কণ্ঠ কখনও খাদে নেমে যাচ্ছে, কখনও চড়ছে, যেন কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

নিচু গলায় উপাসকদের একজনকে কি যেন বলল পীর হিকমত, দু'জনেই তারা চেয়ারের দু'দিকে সরে গেল। দেখে মনে হলো সামনের দিকে নেতিয়ে পড়েছে নিনি, শুধু লেদার স্ট্র্যাপগুলো থাকায় পড়ে যাচ্ছে না। উপাসকরা তার বাঁধন খুলে দিল, দাঁড়াতে সাহায্য করল মেয়েটাকে, ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে

টেবিলের পিছন দিকে নিয়ে গেল।

ভক্তদের দিকে আবার ফিরল সত্যবাবা। আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ডান হাতটা মাথার ওপর একবার তুলল সে। 'আজ রাতে তোমাদের শরীর ও মন যদি কোন আনন্দ বা পুলক পেতে চায়, তা সে যে-ধরনেরই হোক, তা উপভোগ করার অনুমতি আমি তোমাদের দিলাম,' নিচু গলায়, থেমে থেমে বলল সে। 'শিগ্‌গিরই আরও অনেক বিজয়ের সংবাদ এসে পৌঁছুবে, তারপর শুরু হবে আসল কাজটা। আমরা আশা করছি অসংখ্য নতুন বিশ্বাসীর আগমন ঘটবে আমাদের এই পবিত্র আখড়ায়, তারা যোগ দেবে আমাদের সত্য সমিতিতে। যারা এখনও বাঁধনমুক্ত হওনি অর্থাৎ স্বর্গে যাবার জন্যে অনুমতি পাওনি, শিগ্‌গিরই তাদের অনেকের বিয়ে হয়ে যাবে, তারাও সন্তানের জন্ম দিয়ে স্বর্গে যাবার সুবর্ণ সুযোগ পাবে। ধৈর্য ধরো, তোমাদের সময় সমাগত। এবার সবাই ধীরে ধীরে, শান্তি বজায় রেখে যে যার কোয়ার্টারে চলে যাও।'

লুকানো স্পীকার থেকে ভেসে এল যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দ। শুনে ইলেকট্রনিক মিউজিক বলে মনে হলো রানার। কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের কাছে এই সঙ্গীতের আবেদন প্রচণ্ড, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। আওয়াজটার মধ্যে অদ্ভুত একটা সম্মোহনী ভাব আছে।

মিউজিকের আওয়াজ বাড়ছে, সেই সাথে প্ল্যাটফর্মের মেঝে থেকে পাতলা, সাদাটে একটা ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। নিশ্চয়ই ড্রাই আইস মেশিন, ভাবল রানা। দেখতে দেখতে সেই কুয়াশার মত ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল পীর হিকমত, সে যেন এতগুলো লোকের চোখের সামনে ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল।

ভেঙে গেল সমাবেশ। লাইন ধরে অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সত্য সমিতির সদস্যরা। রানা লক্ষ করল, তাদের বেশিরভাগই নব্যযুবক, আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়স। দু'একজন ব্যতিক্রমও চোখে পড়ল, ত্রিশ-বত্রিশ হবে। সত্যবাবার শিষ্যরা তিনজন দেহরক্ষী, সার্জেন্ট রেম্যান বা রানার দিকে তেমন মনোযোগ দিল না। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একটা মুখ দেখামাত্র চিনে ফেলল রানা। আজ ভোরেই মেয়েটার ফটো দেখেছে ও, ইংল্যান্ডে।

মুখটা মেরি রেম্যানের।

মেয়েটার চোখ দুটো সরাসরি সামনের দিকে স্থির হয়ে আছে, অথচ ওদের দলটার কাছাকাছি আসার পর তার হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে পড়ল, যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে সে, সবেমাত্র ঘুম ভাঙতে যাচ্ছে। এতক্ষণে তার চোখ নড়ে উঠল। সরাসরি তার বাবার দিকে তাকাল সে।

অনড় দাঁড়িয়ে থাকল মেরি, পরমুহূর্তে তিলে ভরা লালচে মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'ড্যাডি!' রেম্যানের দিকে ছুটে এল সে, লম্বা করে দিল হাত দুটো, বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। 'কি মজা, আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েছ! আমাদের পিতা, সত্যবাবা কাল বলছিলেন একটা উপহার দিয়ে আমাকে চমকে দেবেন তিনি—বললেন, আমার স্বর্গে যাবার আগেই...' অকস্মাৎ নিজেকে সামলে নিল মেরি, চকিতে ভিড়ের চারদিকে তাকাল, বুঝতে পারছে নিষিদ্ধ একটা কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে যাচ্ছিল। 'ড্যাডি, ওহ্, ড্যাডি!' বারবার রেম্যানকে আলিঙ্গন করল মেয়েটা, যতক্ষণ না দেহরক্ষীদের একজন শান্ত

ভাবে তাকে সরিয়ে নিল।

'ব্যবস্থা করা হয়েছে, তুমি যাতে তোমার বাবার সাথে নির্দিষ্ট একটা সময়ে কথা বলতে পারো,' সুদর্শন, পেশল যুবক মৃদু, কঠিন সুরে বলল, মেরির কাঁধে হাত রেখে। 'কিন্তু এখন তোমাকে তোমার কোয়ার্টারে ফিরে যেতে হবে, বোন। তোমাকে এখন ধ্যান করতে হবে। আদর করতে হবে বাচ্চাটাকে। আর বেশি দেরি নেই, তোমাকে নিয়ে সবাই আমরা গৌরব বোধ করব।'

'কিসের গৌরব...?' ঝাঁঝের সাথে শুরু করল রেম্যান, তারপর কি মনে করে সিদ্ধান্ত পাল্টে রানার দিকে ফিরল। তার চোখে সাহায্যের আবেদন দেখল রানা।

মেরিকে নিয়ে চলে গেল দেহরক্ষীদের একজন। প্রায় সাথে সাথে রানার পিছনে এসে দাঁড়াল জনি। নিচু গলায় বিড়বিড় করে বলল সে, 'সত্যবাবার আশা, আপনি তাঁর সাথে ডিনার খেয়ে তাঁকে সম্মানিত করবেন, মি. রানা। ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে তাঁর প্রাইভেট স্যুইটে, আজ সন্ধ্যায়। আমার এক লোক আপনাকে পথ দেখাবে। আপনাকে আমি খবর দেব, এই ধরুন আধঘণ্টা পর। হাত-মুখ ধুয়ে তাজা হয়ে নিন, বিশ্রাম নিন, সঙ্গী মেহমানের সাথে খোশগল্প করুন।'

'সঙ্গী মেহমান?' জিজ্ঞেস করল রানা, কিন্তু ওর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে টমাস নামে তৃতীয় দেহরক্ষীকে ইঙ্গিত দিল জনি।

এগিয়ে এসে রানার বাহুটা শক্ত করে ধরল টমাস। 'এদিকে, মি. রানা। আমি চাই না সত্যবাবার ডিনারে পৌঁছুতে আপনি দেরি করে ফেলেন।' অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল সে।

কিন্তু ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'হাত সরাও!'

'ভদ্রতা বজায় রাখুন, মি. রানা। পবিত্র উপাসনালয়ে কোন সিন ক্রিয়েট করতে চাই না আমরা, চাই কি?'

'তাহলে গায়ে হাত দিয়ো না।'

বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নত করে সম্মান দেখাল টমাস, ইঙ্গিতে আগে বাড়ার অনুরোধ করল রানাকে। 'বেশ, সম্মানিত মেহমান যা বলেন। কখন কোন্দিকে যেতে হবে বলে দেব আমি।'

অনেকটা হাঁটতে হলো ওদেরকে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল, দীর্ঘ কয়েকটা করিডর পেরুল। কোন্দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছে, খেয়াল রাখার চেষ্টা করল রানা। পীর হিকমতের স্টাডিতে দ্বিতীয়বার ঢুকল না ওরা, মেইন হলরুমের দিকেও গেল না। বাড়ির পিছন দিকে, নিচতলায় পৌঁছুতে আট মিনিটের মত লাগল ওদের।

ইতোমধ্যে প্যাসেজ, করিডর, অন্যান্য কামরায় তেমন কোন আসবাব বা সাজসজ্জা দেখেনি রানা। একটা ফায়ার ডোর পেরিয়ে এসে অবাক হতে হলো ওকে। লম্বা একটা করিডরে পৌঁচেছে ওরা। কাঠের দেয়ালে সূক্ষ্ম কারুকাজ যে-কোন শিল্প সমালোচকের মনোযোগ কেড়ে নেবে। মাথার ওপর গাঢ় রঙের ঝাড়বাতি ঝুলছে, দেখে মনে হলো মেক্সিকো থেকে আমদানি করা হয়েছে। পায়ের নিচে পুরু আর নরম কার্পেট, ঈজিপশিয়ান বলে মনে হলো রানার। করিডরটা প্রায় চল্লিশ ফুটের মত লম্বা হলেও, দরজা মাত্র চারটে—দুটো ডান দিকে, দুটো বাম দিকে—প্রতিটি ফলস কলাম দিয়ে সাজানো, কলামের গায়ে নারী-

পুরুষের ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যাবলী নিপুণ হাতে খোদাই করা হয়েছে। এসবই বিসদৃশ লাগল, ঠিক যেন মানায় না, তারপর খেয়াল হলো রানার, আসল পীর হিকমতের সাথে গাঢ়, অরুচিকর রঙ আর যৌনমিলনের অশ্লীল শিল্পকর্ম ঠিকই মিলে যায়। ওর আসলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

দ্বিতীয় দরজাটার সামনে থামল টমাস, নক করে কবাট খুলল। 'সিটিংরূম, স্যার। বেডরূম আর ড্রেসিংরূমগুলো ডান আর বাঁ দিকে। প্যাসেজে বেরুলেই বাথরূম পড়বে। আশা করি সবই আপনি সাজানো-গোছানো অবস্থায় পাবেন। তবু যদি কিছু দরকার হয়, টেলিফোনটা ব্যবহার করবেন।' সামান্য শব্দ করে হাসল সে। 'লাইনটা শুধু ভেতরে কথা বলার জন্যে। বাইরে যোগাযোগ করতে পারবেন না। ও, হ্যাঁ, ভাল কথা–আপনার রেজারটা সরিয়ে নিতে হয়েছে। রেজার আসলে খুব বিপজ্জনক একটা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। বাথরূমে সাধারণ একটা ইলেকট্রিক শেভার দেখতে পাবেন। বিশ মিনিটের মধ্যে জনি আপনাকে নিতে আসবে। ততক্ষণ সময়টা উপভোগ করুন।' আরেকবার বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নত করে পিছিয়ে গেল টমাস, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। পরমুহূর্তে স্লাইডিং লকের শব্দ পেল রানা। চিন্তার কোন কারণ দেখল না ও, ওরা যদি ওর ব্রীফকেসের গোপন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে না পারে, ইলেকট্রিক লক কোন সমস্যা হবে না।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কোন ব্রিটিশ রাজার ব্যবহৃত সিটিংরূমের আদলে তৈরি করা হয়েছে কামরাটা, শুধু পর্দাগুলো দৃষ্টিকটু রকমের গাঢ় রঙের। দেয়ালে দেয়ালে প্রচুর আধুনিক

প্রিন্ট রয়েছে। রাতের জন্যে এখনও পর্দাগুলো টেনে দেয়া হয়নি, ফলে দেখা গেল এদিকের পুরো দেয়ালটাই আসলে জানালা। বাইরে ফ্লাডলাইটের আলো রয়েছে, খানিকটা বালির বিস্তৃতির পর আগাছা ভরা জলাভূমি, তারপর শুরু হয়েছে সোনালি সৈকত আর উত্তেজিত সাগর।

প্যাসেজ হয়ে বাঁ দিকের বাথরুমে ঢুকল রানা। আধুনিক সমস্ত ফিটিংস দিয়ে সাজানো হয়েছে কামরাটা। ডান দিকের ড্রেসিংরুমটাকে বড়সড় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বলা যায়। সামনের দরজা দিয়ে বেডরুমে ঢুকল ও, সিটিংরুমের মতই অরুচিকরভাবে সাজানো। বিছানাটার মাথার দিকে বালিশের ওপর পড়ে রয়েছে ওর ব্রীফকেস। ডান দিকে আরও একটা দেয়ালজোড়া জানালা দেখা গেল।

বেডরুমটা যেন কোন হোটেলের একটা কামরা, বিপুল টাকা ঢালা হলেও রুচির প্রয়োগ ঘটেনি। দীনহীন অবস্থা থেকে হঠাৎ করে কেউ যদি টাকার কুমীর বনে যায়, এ-ধরনের রুচিবিকৃতি ঘটতে পারে তার। রানার মনে পড়ল, পীর হিকমতের ইয়ট একটা রহস্য হয়ে রয়েছে এখনও, কেউ আজ পর্যন্ত ওটার কোন ফটো তুলতে পারেনি। সম্ভবত সেটার ভেতরও এ-ধরনের রুচিবিকৃতির ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ব্রীফকেসটার দিকে এগোল রানা, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বালিশ থেকে নামিয়ে বিছানায় রাখল। সাবধান, রানা, নিজেকে সতর্ক করে দিল ও। এ-ধরনের একটা আস্তানায় কামরার ভেতর আড়িপাতা যন্ত্র ও ক্যামেরা না থাকাটাই অস্বাভাবিক। তালাটা পরীক্ষা করল ও। হ্যাঁ, ভেতরে চাবি ঢুকিয়ে খোঁচানো হয়েছে।

সন্দেহ নেই, কমবিনেশন পেয়ে গেছে ওরা–সফিসটিকেটেড সিস্টেম নাগালের মধ্যে থাকলে কাজটা তেমন কঠিন নয়। তবে ব্রীফকেসের ওজনটা অনুভব করে নিশ্চিত হলো রানা, গোপন কমপার্টমেন্টে কারও হাত পড়েনি। জানা কথা, কোন এক্স-রে মেশিনে ওটা ধরা পড়বে না, ধরা পড়বে না মাপজোকেও।

শুধু রেজার আর স্পেয়ার ব্লেডগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ভেতর থেকে পরিষ্কার একটা শার্ট, মোজা আর আন্ডারওয়্যার বের করল ও, তারপর বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল, ফেলে রাখল বিছানাতেই, যেন ওটার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। পরে অস্ত্র বা অন্যান্য ইকুইপমেন্ট বের করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

কাপড়চোপড় খুলে শাওয়ার সারল রানা। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে বেডরূমে ফিরে আসছে, সম্পূর্ণ নগ্ন। তোয়ালেটা বাথরূমের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে মাত্র, বেডরূমের দরজার কাছ থেকে চাপা একটা হাসির শব্দ ভেসে এল। ঝট করে মুখ তুলল রানা।

বুকে আর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নিনি খন্দকার, মুখটা ম্লান, চোখের নিচে ক্লান্তির ছাপ। তবে রানাকে সম্পূর্ণ দিগম্বর দেখে সকৌতুকে হাসছে সে।

'তুমি যে এসেছ, ওরা আমাকে জানিয়েছে, রানা। আল্লাহই পাঠিয়েছেন।' এক ছুটে রানার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, বিবস্ত্র পুরুষ তাকে দ্বিধায় ফেলতে পারল না, ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমো খেলো ঘন ঘন, ঠোঁট জোড়া ওর কানের কাছে তুলে ফিসফিস করতে লাগল। 'আড়িপাতা যন্ত্র আছে এখানে, রানা–তবে, যতদূর জানি, ক্যামেরা নেই।' তারপর গলা

চড়াল, 'আমাদের পিতা, সত্যবাবা, তোমার কথা যখন বললেন, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি।'

আবার রানার কান ছুঁলো নিনির ঠোঁট। 'অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে, রানা। ড্রাগস আর পাওয়ারফুল হিপনোটিজম ব্যবহার করেছে আমার ওপর। ওদের নীতি আর আদর্শের ওপর আমার বিশ্বাস আনাবার চেষ্টা করছে ওরা, আমাকেও একজন সত্যদর্শী বা স্বর্গযাত্রী বানাতে চায়। লোকটা প্রায় সফল হতে যাচ্ছিল, কিন্তু মানসিকভাবে প্রতিরোধ করায় শেষ পর্যন্ত সুবিধে করতে পারেনি—যে-সব সাজেশন দিয়েছে, সব আমি মনে করতে পারি।'

তারপর গলা চড়াল সে, 'প্রস্তাবটা কি আজ রাতেই তোমাকে দেবেন তিনি?'

'কিসের প্রস্তাব?' জিজ্ঞেস করল রানা, দুষ্ট হাসির সাথে একটা চোখ টিপল নিনি।

'ওহ্, ডার্লিং!' আবার রানাকে চুমো খেলো নিনি, সশব্দে, যেন চুমো খাওয়াটা তার ভান বা অভিনয় নয়। অভিজ্ঞতাটা তিক্ত, তা বলা যাবে না। রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বিড়বিড় করল সে, 'নিজেকে শক্ত করো হে। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেতে যাচ্ছ।'

'কিসের প্রস্তাব, নিনি?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা।' নিনি উত্তেজিত, তবে হাসল না। 'সত্যবাবা বলেছেন, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো, তারপর সত্য সমিতির আইনকানুন মেনে নিয়ে এখানেই বসবাস করো, তিনি আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। প্লীজ, রানা! হ্যাঁ বলো, প্লীজ!'

'নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে হলে কি আর করা,' বলল রানা। 'কিন্তু

পীর হিকমত এত সহজে আমাদেরকে রেহাই দেবে বলে মনে হয় না।' নিনির দিকে তাকাল রানা, দেখল চোখ দুটো নিশ্প্রভ হয়ে গেছে, যেন মরা মানুষের শূন্যদৃষ্টি ফুটে রয়েছে ওখানে। এই সময় মেইন সিটিং রূমের দরজায় মৃদু শব্দ হলো, কে যেন নক করছে। সম্ভবত রানাকে সত্যবাবার কাছে নিয়ে যেতে এসেছে জনি। 'সত্যি তো, রানা? সত্যি আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো?' রানার গায়ের সাথে আরও সেঁটে এল নিনি।

উপায় কি, ভাবল রানা, অন্তত মৃত্যুর চেয়ে বিয়েটাকে ভাল বলা যেতে পারে, তাই না? তবে, এ-ও সত্যি যে মৃত্যুর হুমকি খুব একটা দূরে থাকবে না। ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। খানিকটা স্বস্তিবোধ করছে ও। 'ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করব, নিনি। সিরিয়াসলি চিন্তা করব।'

ছয়

'ডিনারে আসতে পেরেছেন, সেজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা,' বলল পীর হিকমত, তার কণ্ঠস্বর মৃদু হলেও, সামান্য ঝাঁঝ মেশানো। গাঢ় রঙের স্ল্যাকস, সাদা সিল্ক শার্ট পরেছে সে, শার্টটা বুকের কাছে খোলা। শার্টের ভেতর, একটা মেডেলের কিনারা দেখতে পেল রানা, অবশ্যই সোনার তৈরি, গলায় জড়ানো ভারী চেইন থেকে ঝুলছে। তার বাম হাতে সেই বিখ্যাত ঘড়িটা দেখা গেল—ডায়ালে বারোটা হীরের টুকরো।

'না এসে উপায় ছিল আমার?' প্রশ্নটা করে পীর হিকমতের চোখে সরাসরি তাকাল রানা, সচেতনভাবে নিজের মস্তিষ্কে একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল—এবারের দৃশ্যে দেখা গেল, রানার হাতে অসহায় অবস্থায় পড়েছে পীর হিকমত, একটা টেবিলের সাথে হাত-পা বাঁধা। তার বুক লক্ষ্য করে একটা ধারাল বর্শা ধরে আছে ও। মাথার ভেতর এ-ধরনের ছবি যদি ঘন ঘন ফুটিয়ে তোলা যায়, লোকটাকে সামান্যই ভয় পাবে ও। লোকটার চোখে সারাসরি তাকালেই শুধু অরক্ষিত বলে মনে হয় নিজেকে।

পরিষ্কার অনুভব করতে পারল রানা, মনে মনে একবার যেন শিউরে উঠল পীর হিকমত। 'আপনি খুব বুদ্ধিমান, মি. রানা।' তার কথা আর বলার সুর প্রায় নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করার পর্যায়ে পড়ে। 'আপনার এই ব্যাপারটা সম্পর্কে লোকে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনি স্রেফ শারীরিক অর্থে শক্তিশালী পুরুষ, মারপিট করতে অভ্যস্ত, লড়াকু প্রতিপক্ষ হিসেবে ভারি যোগ্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আপনার ইচ্ছাশক্তিও প্রবল। আপনি খুব বুদ্ধিমান, এ-কথাও আগে আমাকে কেউ বলেনি। কে যেন কবে আপনাকে একবার ভোঁতা ইনস্ট্রুমেন্ট বলে অভিহিত করেছিল, ঠিক মনে করতে পারছি না। আমিও ধরে দিয়েছিলাম, ভোঁতা মুগুর জাতীয় কিছু একটা হবেন আপনি।'

দেহরক্ষী জনি গেস্ট কোয়ার্টারে নক করার পর তাড়াতাড়ি রানার বুক থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় নিনি, অত্যন্ত মনোলোভা ভঙ্গিতে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে বলে। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই মি. রানা বেরিয়ে আসবেন।' কাপড় পরতে

মাত্র কয়েক মিনিট সময় নেয় রানা, ওর কানে ঠোঁট রেখে শুভেচ্ছা আর বিদায় জানায় নিনি, গালে হালকাভাবে চুমো খায়, ফিসফিস করে বলে, 'কিছু মুখে দেয়ার সময় সাবধান থেকো। প্রথম ড্রাগটা ওরা আমাকে খাবারের সাথেই দিয়েছিল।'

আবার করিডর ধরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে রানাকে, তবে এবার পীর হিকমতের আসবাবহীন স্টাডির ভেতর দিয়ে। স্টাডিতে ঢুকে সরাসরি একটা বুককেসের দিকে এগোল জনি, জানালার সব চেয়ে কাছে ওটা। তৃতীয় শেলফ থেকে একটা বই সরাল সে। ক্লিক একটা শব্দ হলো, সেই সাথে দেখা গেল একটা দরজা খুলে গেছে। রানা লক্ষ করল, বইটার মেরুদণ্ডে টলস্টয়ের নিচে লেখা রয়েছে ওঅর অ্যান্ড পীস। পীর হিকমতের ভেতর কোথাও খানিকটা কৌতুক বোধ নেই, এ-কথা বলা চলে না।

রানা জানত না ঠিক কি আশা করবে। ডাইনিং রূমে ঢোকার পর দেখল; বিভিন্ন রুচির মেলা বসেছে জায়গাটায়। চারদিকে একবার চোখ বুলাতেই বোঝা গেল, বাড়ির মালিক অতীতে নামকরা যে-সব হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করেছে, ডাইনিং রূমটাকে সাজাবার সময় সেগুলোর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। লন্ডন হিলটনের প্যানেলিংটা চিনতে পারল রানা, চিনতে পারল প্যারিসের হোটেল দেজা ভু'র পর্দাগুলো। দুটো বিখ্যাত বইয়ের প্রচ্ছদ, আকারে বহুগুণ বড়, দেয়ালে শোভা পাচ্ছে তৈলচিত্র হিসেবে। লোকটা আসলে রিপ্রোডাকশনের ভক্ত। পাবলো পিকাসোর প্রচুর ছবি রয়েছে ডাইনিং হলে, সবই নকল। যে লোক আসলগুলো কিনতে পারে, তার এভাবে নকল সংগ্রহের বাতিককে কি বলা যায়? রানার মনে পড়ল, ধর্ম-ব্যবসাতেও এ-

ধরনের নীচ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে লোকটা। বিভিন্ন ধর্মের ভাল ভাল কথা নিজের বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে সে, যদিও সেগুলো মেনে চলার কোন প্রয়োজনীয়তা কখনোই অনুভব করেনি।

'আমাদের জন্যে অতি সাধারণ খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মি. রানা,' সহাস্যে বলল পীর হিকমত, তার কথায় শ্লেষের সুরটুকু চাপা থাকল না। 'খুবই সাধারণ। শুধু আপনার জন্যে, মি. রানা। এয়ারলাইনে যা খেতে দেয়া হয়, সেটাকে ঠিক ভারী কিছু বলতে পারি না, তবে আমার একটা বদভ্যাস হলো প্লেনে চড়ে আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা মুখে কিছু রোচে না।'

একটা হাত তুলল রানা। 'একটা কথা, ইয়ে.···সত্যবাবা.···'

'ইয়েস, মাই সান?'

মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হলো রানা, মুখ তুলে সরাসরি পীর হিকমতের চোখ দুটোর দিকে তাকাল। আবার কথা বলল সে, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর, 'ইয়েস, মাই সান?' পরমুহূর্তে জোর করে চোখ দুটো অন্য দিকে ফেরাল রানা, মনের পর্দায় পীর হিকমতের বুলেটবিদ্ধ একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল।

'তুমি যখন শয়তানের সাথে খেতে বসবে, বলা হয়, লম্বা একটা চামচ ব্যবহার করতে ভুলো না। আপনি যেটাকে আতিথেয়তা বলছেন, সেটার অসম্মান হয়ে গেলে দুঃখিত, কিন্তু আমি বলব, যা-ই আমাকে খেতে দেয়া হোক না কেন, প্রতিটি খাবার আমার আগে আপনাকে টেস্ট করতে হবে।'

হেসে উঠল পীর হিকমত। 'তারচেয়ে ভাল উপায় আছে, মি. রানা। আপনার জন্যে আমার স্ত্রী টেস্ট করবেন। আমি সে ব্যবস্থা করছি। মি. রানা, আমাকে আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই।'

'আপনাকে আমি ভয় পাই না।'

'আশ্চর্য, কেন যেন আমার মনে হয়েছে, আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন। তা না হলে আমার টেবিলে একজন ফুড টেস্টার দরকার হবে কেন?'

'দরকার হবে এই জন্যে যে বিশেষ ধরনের কিছু ড্রাগের ব্যবহার সম্পর্কে আপনি একজন এক্সপার্ট।'

'বাহ্, আমার একটা গুণ সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে পারলাম।' রানার দিকে সামান্য ঝুঁকে পীর হিকমত হাসল। 'আমি আর কি ব্যাপারে এক্সপার্ট, মি. রানা? আপনার মূল্যবান অভিমত নিজের মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে আমাকে, এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'লোকজনকে ভেড়া বানাতেও আপনি একজন এক্সপার্ট। কিভাবে তাদেরকে ধর্মীয় আবর্জনা গেলাতে হয় তা আপনার ভালই শেখা আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার ভেতর একটা জাদুকরী ক্ষমতা আছে, সেজন্যেই স্মার্ট যুবকরা আপনার মুখের কথায় মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাদের মন থেকে বিবেক মুছে দিতে পারছেন আপনি, ফলে তাদের সাথে যে আরও অনেক নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে, সেজন্যে তাদের মনে কোন অপরাধবোধ নেই। ভাল কথা, এ-সবের পিছনে আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো, পীর

হিকমত বাগদাদী? টাকা, তাই না?’

বেশি নয়, মাত্র এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সত্যবাবা। ‘আচ্ছা।’ কোনভাবেই তাকে বিস্মিত বা সন্ত্রস্ত বলে মনে হলো না। একটুও কাঁপল না তার গলা। ‘আচ্ছা। কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। আমাকে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আমার বোঝা উচিত ছিল, ইনফরমাররা আমাকে গুজব বা মিথ্যে খবর সরবরাহ করবে না। বোঝা উচিত ছিল, আগে হোক বা পরে, যতই সাবধান হই না কেন, আমার পরিচয় ঠিকই একসময় প্রকাশ হয়ে পড়বে।’ গভীর একটা শ্বাস টানল সে। ‘আর কে জানে, মি. রানা? আপনি, বি.এস.এস. চীফ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ছাড়া আর কে জানে? এখানে ওরা জানে কি, আমেরিকানরা?’

‘এতক্ষণে,’ এবার তার চোখের দিকে সরাসরি পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা, কথা বলার সময় মনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সাজানো ফ্যান্টাসীধর্মী একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকল মানসপটে, ‘এতক্ষণে প্রচুর লোক জেনেছে। আমার ধারণা আপনার ডোশিয়ে সম্পর্কে আমেরিকান সার্ভিসের লোকেরাও জানে। তাদের ওপর আপনার যদি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা...’

‘হয়তো আছে। দেখা যাবে। তবে সুখের কথা এই যে এই কাজটা শেষ হলে খুশি মনে অবসর নিতে পারব আমি।’

‘এতটা নিশ্চিত হওয়া কি ঠিক হবে? আমি যাদের কথা বলছি তারা জানেন ঠিক কি করতে যাচ্ছেন আপনি, জানেন কিভাবে কাজটা করবেন।’

দু’দিকে হাত মেলে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল পীর হিকমত।

‘তারপরও তারা আমাকে ঠেকাতে পারছে না। কাজটা বন্ধ করার কোন উপায়ই আসলে নেই—কারণ, মানুষের মীটিঙে যাওয়া বন্ধ করবেন কিভাবে, কিভাবে বন্ধ করবেন সিনেমাহল, স্টেডিয়াম, অপেরা হাউস, কনসার্ট হল, থিয়েটার আর রেস্তোরাঁগুলো? আমার সত্য সমিতির সদস্যরা যেখানে থাকবে, সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য।’

‘স্বর্গযাত্রীদের খুব শিগ্‌গিরই গ্রেফতার করা হবে।’

‘কিভাবে? বলুন কিভাবে? তা সম্ভবই নয়, মি. রানা। আপনি বুঝতে পারছেন না। স্বর্গযাত্রীরা আইনের ঊর্ধ্বে, সবখানে ঘোরাফেরা করবে তারা, চিনতে পারবেন না।’ রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল পীর হিকমত। ‘তাছাড়া, আমাকে ছাড়াও অপারেট করতে পারবে তারা। এই অপারেশনের এটাই হলো সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য।

‘শুধু বিবাহিত দম্পতিদের মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করা হয়েছে, যারা অন্তত একটা শিশুর জন্ম দিয়েছে। তারপর, সময় হলে, ওই শিশু বিয়ে করে সন্তানের মা অথবা বাবা হবে, তখন তাকে বা তাদেরকেও একটা মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করা হবে, অর্থাৎ প্রসেসটা একবার চালু হয়ে গেলে তার আর থামাথামি নেই, চলতেই থাকবে। আমার উপস্থিতির কোন দরকার নেই, চিরকালের জন্যে গায়েব হয়ে গেলেও কিছু আসে যায় না। শুধু চলতি অপারেশনটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে আমাকে। আমাকে দেখতে না পেলে ভক্তরা শোকে কাতর হবে, কিন্তু কাজ থেমে থাকবে না।

‘সত্য সমিতির সদস্যদের এমন একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার ভেতর বেঁধেছি আমি, মি. রানা, ধরুন কাল যদি আমি মারা যাই,

তাহলেও আমার তরুণ শিষ্যরা ক্ষান্ত হবে না বা হাল ছেড়ে দেবে না। চলতি অপারেশনটা দিন কয়েকের মধ্যে শেষ হবে, এমনকি আমিও এখন আর ওটাকে থামাতে পারব না। কারণ, তাদের সাথে আমার আর কোন যোগাযোগ ঘটবে না।

'ওদেরকে আপনি ওয়েল-প্রোগ্রামড রোবট বলতে পারেন। ওদের কাছে বিস্ফোরক আছে। কি করতে হবে সে নির্দেশও দেয়া আছে। নিজেদের মৃত্যুর বিনিময়ে ব্রিটিশ নেতাদের জান কবচ করবে ওরা, দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেবে সম্ভাব্য নেতাদের, আরও সরাবে...,' হাসল পীর হিকমত। 'না, আমি চাই আপনি নিজেই জানুন। শুধু এটুকু বলি, ওদের ব্যর্থ হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আর আমার কথা যদি বলেন, কোথাও পেলে তবে তো আমাকে ধরবেন আপনারা? এই অপারেশনটা থেকে ভাল আয় করব আমি, টাকার অঙ্কটা শুনলে আপনি জ্ঞান হারাতে পারেন।'

'কোথাও আপনাকে পাওয়া যাবে না মানে কি?'

'মানে লুকাবার একটা জায়গা ঠিক করা আছে আমার। এমন একটা জায়গা, যেখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।'

'সেরকম জায়গা দুনিয়ায় আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সে যাক, আপনি বলছেন স্বর্গযাত্রীরা আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কেন? আপনার কথায় তারা মরতেও ভয় পাচ্ছে না, কারণটা কি?'

'সহজ ও একমাত্র কারণ হলো, তারা বিশ্বাস করে। ধর্মের প্রতি তাদের দুর্বলতা আছে, আমাকে তারা নতুন একটা ধর্মের প্রবর্তক বলে জানে, বিশ্বাস করে আমি তাদেরকে উদ্ধার করতে পারব, ঠাঁই দিতে পারব স্বর্গে। আমি চলে যাবার পর কাউকে

কোন নতুন নির্দেশ বা টাকা দিতে হবে না, কাজগুলো তারা করবে পবিত্র কর্তব্য হিসেবে।' ছোট্ট শব্দ করে হাসল পীর হিকমত। 'আপনাকেও স্বীকার করতে হবে, এ-ধরনের একটা চমৎকার আইডিয়া যার মাথা থেকে বেরিয়েছে নিশ্চয় সে একটা দুর্লভ প্রতিভা।'

'কিন্তু নির্বিচারে এভাবে মানুষ খুন করার মানেটা কি? আপনি এতটা কোল্ড-ব্লাডেড হতে পারেন কিভাবে? সত্যিকার একটা ধর্মীয় যুদ্ধ হলে কথা ছিল। কিন্তু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আর প্রতারণার ওপর ভিত্তি করে...'

'প্লীজ, হিপোক্রিট-এর ভূমিকা নেবেন না, মি. রানা। প্রতিটি পবিত্র ধর্মীয় যুদ্ধই হয়েছে লাভের কথা ভেবে। সেটা লক্ষ করেই আইডিয়াটা আমার মাথায় প্রথম ঢোকে। পবিত্র যুদ্ধে উপকরণ সরবরাহ করে বহু বছর ধরে লাভবান হচ্ছি আমি। তারপর ভাবলাম, শুধু অস্ত্র কেন, জনশক্তি সরবরাহে অসুবিধে কি? এক অর্থে, বহু মূল্যবান জীবন রক্ষা করছি আমি—ভাবাবেগতাড়িত মেধাবী তরুণ, যারা কোন আদর্শের স্বার্থে মরতে চায়, তাদেরকে মরার সুযোগ দিয়ে সমাজের মস্ত উপকার করছি। আজকের এই তরুণরা যদি বেঁচে থাকে, কাল এরাই তো হবে নেতা, ধর্মীয় কিংবা অন্য কোন যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবে, পিঁপড়ের মত মানুষ মারবে, তাই না? অসংখ্য, হাজার হাজার যুদ্ধের চেয়ে একটা যুদ্ধ ভাল না? বিশ্বাস করুন, আমার শুরু করা এই যুদ্ধ একবার শেষ হলে দুনিয়ায় আর কোন যুদ্ধ হবে না। পৃথিবীতে অপার শান্তি কায়েম করবে স্বর্গযাত্রীরা, সত্য সমিতি হবে সুপ্রীম কমান্ড। দুনিয়াটা হবে একটা মাত্র রাষ্ট্র। সত্য সমিতি ছাড়া আর কোন ধর্মীয় বা

রাজনৈতিক সংগঠনও দরকার হবে না।'

ঘৃণায় অবশ হয়ে এল রানার শরীর, দরজার দিকে পিছু হটল ও।

'যাবেন না, মি. রানা। শুনে আপনি খুশি হবেন এমন একটা কথা এখনও বলা হয়নি। স্বর্গযাত্রীদের থামাবার কোন উপায় আছে কিনা জানার খুব ইচ্ছে আপনার, তাই না? সত্যি কথা বলতে কি, উপায় একটা আছে বটে। আমি যদি ইচ্ছে করি, উপায়টা আপনার জানা হয়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার ধারণা ছিল, দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ লোকটার সাথে ইতিমধ্যেই আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনি আমার ভুল ভেঙে দিয়েছেন। আপনি আসলে একটা দুঃস্বপ্ন, বর্তমান যুগের অভিশাপ। আপনার দ্বারা কোন ভাল কাজ আমি আশা করি না। আপনার তুলনায় হিটলার...'

'যদি বলি, এই অপারেশনটা শেষ হবার পর, আমার ভক্তদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আর তাদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত সবকিছু জানিয়ে দেব আপনাকে, কি বলবেন আপনি? আপনি জানেন, আমি তা পারি। নাকি আমার কথা আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'তা যদি জানাতে চানও, বিনিময়ে এমন একটা কিছু চাইবেন যা দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই।'

'হয়তো আছে। কোন মানুষই আসলে জানে না কতটুকু তার দেয়ার ক্ষমতা। বন্ধুবর, দুনিয়ার অসৎপথে আপনার চেয়ে অনেক বেশি বছর ধরে হাঁটছি আমি। ভবিষ্যতের বিশদ পরিকল্পনা আপনাকে আমি জানাতে পারি, বিনিময়ে আপনি যদি আমার একটা উপকার করেন।' পীর হিকমতের চোখে ভীতিকর কিছুই

এখন আর নেই, যেন আন্তরিকতার সাথেই একটা প্রস্তাব দিতে চাইছে সে, যদিও রানার মনে কোন সন্দেহ নেই যে লোকটা ভণ্ড, কপট, মিথ্যেবাদী, তার যে-কোন প্রস্তাব ছল বা চাতুরি না হয়েই যায় না।

'ভেবে দেখুন না, সার্জেন্টের সাহায্য নিয়ে আপনাকে এখানে আনালাম কেন?' জিজ্ঞেস করল পীর হিকমত, ফিসফিস করে। নিচু, নিয়ন্ত্রিত তার এই কণ্ঠস্বর আধিভৌতিক একটা পরিবেশ তৈরি করল ডাইনিং হলের ভেতর।

'জানি না। আচ্ছা, আমি কেন...? আমাকে কেন জড়ানো হলো?'

'সহজ একটা উত্তর আছে। নয় কেন? বিপদে-আপদে, দুঃখে-শোকে, দুঃসময়ে আর কষ্টে পড়লেই মানুষ প্রশ্ন করে—আমাকে কেন? আমাকে কেন? আমাকে কেন?' প্রতিটি প্রশ্নের সাথে নিজের বুকে মুঠো করা হাত দিয়ে ঘুসি মারল পীর হিকমত। 'আর নিয়তি ওই বোকাদের প্রশ্নের উত্তরে বলে—তুমি নও কেন? আপনার বেলায়, মি. রানা, কারণটা হলো, ওখানে আপনি ছিলেন। ঘটনাচক্রে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়টিতে ছিলেন আপনি।

'আমার একজন ইনফরমারকে আপনার পাশে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল। সে যদি আপনার পাশে থাকে, আমাকে তথ্য যোগাতে পারবে, ফলে একপা এগিয়ে থাকব আমি। ঘটেছেও ঠিক তাই, মি. রানা। ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গায় ছিলেন আপনি। এখনও, মি. রানা, ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গায় আপনি আছেন।'

'কি রকম?'

'সে-কথা বলার আগে, আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আরও দুটো কথা বলে নিই। আপনাকে জড়িয়ে, সত্যি কথা বলতে কি, আসলে আমি এক ঢিলে দুটো পাখি মারছি। ইংল্যান্ডে আমার যে অপারেশন শুরু হয়েছে, আগে থেকেই জানতাম আমি, সেটা বানচাল করার দায়িত্বটা আপনাকেই দেয়া হবে। কারণটা সবাই জানে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস বর্তমানে একটা অশ্বডিম্ব। তা এই ঘোড়ার ডিমের উপদেষ্টা কে? মাসুদ রানা। মাসুদ রানা কে? বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম এক স্পাই। তাহলে আমি যে এরপর বাংলাদেশে অপারেশন শুরু করব, তখনও কি আমার প্রধান শত্রু এই মাসুদ রানা হবে? মি. রানা, আপনি আমার চিন্তাধারাটা ফলো করতে পারছেন তো? ঠিক এভাবেই চিন্তা করি আমি, আর সমাধানও পেয়ে যাই। একেই, এই লোককেই জড়াতে হবে, দুটো পাখি মারতে হবে এক ঢিলে। চিড়িয়া হয়তো আপনি একটাই, তবে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিলেন। সে-সুযোগ আর আপনার থাকল না।'

'এরপর সত্য সমিতি বাংলাদেশে অপারেশন শুরু করবে?'

'ওখানে সুবিধে হলো, একাত্তরের রাজাকারদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আমার ভক্তের সংখ্যা অগুনতি,' নিচু গলায়, সহাস্যে বলে চলেছে পীর হিকমত। 'শুধু বাংলাদেশে নয়, তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ধর্মীয় উন্মাদনা প্রবল। ক্ষেত্র তৈরি হয়েই আছে, দরকার শুধু সুষ্ঠু একটা পরিকল্পনা। ইংল্যান্ডে এটা আমাদের পরীক্ষামূলক অপারেশন, ইচ্ছে করেই কঠিন একটা ক্ষেত্র বেছে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে শুরু করব তৃতীয়

বিশ্ব দখল অভিযান।

‘এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিই। স্বর্গযাত্রীদের ভবিষ্যৎ অপারেশন সম্পর্কে সবই আপনাকে জানানো হবে, বিনিময়ে আপনি যদি শুধু আমার একটা ছোট্ট উপকার করেন।’

‘তার আগে অবশ্যই অকল্পনীয় ক্ষতি যা হবার হয়ে যাবে, তাই না?’ ভান করতে হবে, নিজেকে বোঝাল রানা, ভাব দেখাতে হবে লোকটার কথা যেন আমি বিশ্বাস করছি।

‘হ্যাঁ, স্বভাবতই চলতি অপারেশনটা শেষ হবার পর।’

‘তা ছোট্ট উপকারটা কি?’ মনে মনে জানে রানা, এমন একটা কাজের কথা বলবে পীর হিকমত, মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে ওকে।

‘বলছি। তার আগে কিছু ইকুইপমেন্ট দেখাই আপনাকে।’ কামরার দীর্ঘতম দেয়ালের দিকে এগোল পীর হিকমত। দেয়ালটার সামনে জিঙ্কবার দাঁড়িয়ে রয়েছে, বারের ওপর ঝুলছে দুটো ফ্রেমে বাঁধানো বিখ্যাত শিল্পীর একজোড়া তৈলচিত্রের রিপ্রোডাকশন। বারের নিচে হাত গলাল পীর হিকমত, এক সেকেন্ড পর ছবি দুটো ওপর দিকে উঠে গেল, বেরিয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ। বারের নিচ থেকে একটা ড্রয়ার টেনে বের করল সে, ড্রয়ারের গায়ে অনেকগুলো সুইচ রয়েছে। একটা সুইচে চাপ দিল সে। সাথে সাথে ম্যাপের গায়ে একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোটা মিটমিট করছে ঠিক গ্লাসটনবারিতে।

‘দেখতে পচ্ছেন?’ রানার মনে হলো, পীর হিকমতের চোখে আগের সেই জাদুকরী দৃষ্টির কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ‘টেন পাইনস প্ল্যানটেশন থেকে কেউ কখনও পালাতে পারে না, তাই

এটা আপনাকে দেখতে দিয়ে আমি কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। অপারেশনটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে আপনি থাকছেন, মেক নো মিসটেক অ্যাবাউট দ্যাট। এই দেয়ালগুলোর বাইরে কি আছে, আপনি জানেন? শুধু মৃত্যু নয়, মি. রানা, বীভৎস আর তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। কাজেই, আমি কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। প্রথমে, দেখতেই পাচ্ছেন, ছোট্ট একটা সুন্দর শহর গ্লাসটনবারি–তবে ওখানে কি ঘটেছে আপনি জানেন। ওখানে আর শিচেস্টারে।' ম্যাপে আরও একটা আলো জ্বলে উঠল। 'ওখানে কি ঘটেছে তাও আপনি জানেন। ভাবছি কয়েক ঘণ্টা আগে নিউক্যাসল-এ কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কি না।' আরও একটা আলো জ্বলে উঠল, সেই সাথে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আর লেবার পার্টির প্রার্থী ভদ্রলোকের নাম উচ্চারণ করল পীর হিকমত। 'আর কোথায়? আর কোথায় কি ঘটবে? আর কি ঘটনা ঘটতে চলেছে যা আমি থামাতে পারি না? আসুন, দেখা যাক।' বারের সাথে সংযুক্ত ড্রয়ারের আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে। ম্যাপের গ্যায়ে ম্যানচেস্টার আলোকিত হয়ে উঠল, প্রাক্তন একজন কেবিনেট মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করল সে। 'এটা কাল ঘটবে,' বলল হিকমত, যেন ব্যাখ্যা করছে কিভাবে ছুটি কাটাবে, এর সাথে প্রভাবশালী কোন রাজনীতিকের বা তার সাথে নিরীহ পনেরো-বিশজন লোকের মৃত্যুর প্রসঙ্গ জড়িত নয়। আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে–বারমিংহাম–ওখানে খুন হবেন পার্লামেন্টের একজন সদস্য। অক্সফোর্ড–দু'জন প্রার্থীকে পরপারে পাঠানো হবে, দু'জনেই নির্বাচন প্রার্থী, লেবার আর কনজারভেটিভ পার্টির। 'একই দিনে

দু'জন, হেডিং হওয়া উচিত।'

এভাবে একের পর এক বোতামে চাপ দিল পীর হিকমত। তার এই পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন আছে বলে মনে হলো না, সব পার্টির লোককেই বেছে নেয়া হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দু'জন সাবেক চীফ হুইপ, লর্ড চ্যান্সেলর। লন্ডন, গ্লাসগো, এডিনবার্গ, আবার লন্ডন। কেনসিংটন, আগের রাতে রানা যেখানে গা ঢাকা দিয়েছিল তার কাছাকাছি। তারপর কেমব্রিজ, ক্যানটারবারি, লিডস। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড আর ওয়েলসের কোন বড় শহরকেই বাদ দেয়া হয়নি। বেলফাস্টও আছে। প্রতিটি আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে তারিখগুলোও পড়া গেল। টার্গেট বাছাইয়ের কাজও শেষ। প্রতিটি মিটমিটে আলোর পাশে নির্বাচিত ভিক্টিমদের নাম লেখা রয়েছে, প্রতিটি নামের নিচে লেখা রয়েছে আরও একটা করে নাম—অক্ষরগুলো এত ছোট যে এতটা দূর থেকে পড়া গেল না। সন্দেহ নেই, ওগুলো স্বর্গযাত্রীদের নাম। সুইসাইড মিশনের সদস্য।

'সময় বা তারিখ বদল হতে পারে, তখন কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওর তলপেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে।

'সময় আর তারিখ বদলেছে ওরা।' রানার মুখের ওপর হাসল পীর হিকমত। আবার তার দৃষ্টি রানার মনে গেঁথে যাচ্ছে। অসতর্ক ছিল রানা, কাজেই তাড়াতাড়ি মাথাটা একদিকে কাত করে কল্পনা করল, পীর হিকমত তার নিজের তৈরি বোমায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। 'সময় আর তারিখ তারা বদলেছে বটে, কিন্তু নতুন তালিকাও ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি আমরা।'

'কি করে বুঝলেন ওটা নির্ভুল? তালিকাটা?' আসলে উত্তরটা

জানাই আছে রানার। দাম্ভিক লোকটা স্রেফ নিজের ক্ষমতা জাহির করছে।

'আমি জানি তালিকাটায় কোন ভুল নেই। কারণ তথ্যগুলো এসেছে আমার বিশ্বস্ত ইনফরমারের কাছ থেকে।'

'আপনার নিজের সম্পর্কে যে তথ্য আসে, আপনি তো সেগুলোই বিশ্বাস করেননি!'

'না, করিনি! না করাটা আমার মস্ত বোকামি হয়েছে। প্রথম নিয়মটাই তো তাই, নয় কি? এত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি একজন অপারেটর, আপনার জানার কথা। প্রথম নিয়মটাই হলো, তুমি যা বিশ্বাস করতে চাও তার বিপরীত কোন তথ্য পেলে সেটাকে বাতিল করে দিয়ো না। তুমি যা বিশ্বাস করতে চাও, শুধু সেগুলোর সমর্থনে প্রাপ্ত তথ্যে বিশ্বাস রেখো না। ঠিক?'

'ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু আমি লক্ষ করছি, ভিক্টিমদের মধ্যে এমন একজন নেই যার অবশ্যই থাকার কথা।'

'তাই? কে হতে পারে সে?'

'ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার। নাকি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার বিশেষ কোন কারণ আছে?'

চেহারায় উল্লাস ফুটে উঠল পীর হিকমতের, হাসল সে। 'ওহ্ নো, মি. রানা। প্রাইম মিনিস্টারের কথা ভুলে যাওয়া হয়নি। ম্যাপে নেই সত্যি, তবে তাঁর জন্যে অত্যন্ত স্পেশাল ধরনের আয়োজন করা হয়েছে।'

রানার চোখ আর মন; দুটোই দ্রুত কাজ করছে—মানচিত্রের লেখাগুলো গেঁথে নিচ্ছে মনের পর্দায়। আশা, সত্যবাবার এই কারাগার থেকে কোন না কোন ভাবে বেরুতে পারবে ও, সতর্ক

করে দিতে পারবে কর্তৃপক্ষকে। 'আপনি তখন বললেন, অপারেশনটা থামাবার কোন উপায় আপনার হাতেও নেই।'

'ঠিকই বলেছি।'

'তাহলে যাদেরকে মৃত্যু কাজ দেয়া হয়েছে তাদেরকে আপনি তারিখ আর সময় বদলের কথা জানাতে পারেন কিভাবে?'

'খুব সহজেই। আমি জানি কোথায় তারা আছে। আমার পক্ষে যোগাযোগ করা সম্ভব। পরিবর্তিত সময় আর লোকেশন জানিয়ে দিতে পারি আমি। প্রত্যেকের একটা করে নির্দিষ্ট টার্গেট আছে, শুধু সেটাই আমি বদলাতে পারি না।' এরপর পীর হিকমত ব্যাখ্যা করল কিভাবে স্বর্গযাত্রীদের আটকানো হয় জালে। বাছাই পর্বেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, কারণ সবাইকে সম্মোহিত করা যায় না বা নতুন ধর্মের প্রতি সবারই ভক্তি আসে না। বাছাই করার পর তাদের নিয়ে কাজ করা হয়। প্রথম কাজ সত্যবাবার ধর্মের প্রতি ভালবাসা আর ভক্তি জাগানো। তারপর তাদের মন থেকে মৃত্যুভয় মুছে ফেলা হয়। বলা হয়, মৃত্যুর পর স্বর্গে চলে যাবে তারা। 'এসবই বলা যেতে পারে বেশ সহজ কাজ,' তার ভাব দেখে মনে হলো নীরস ইতিহাসের ওপর মহাপণ্ডিত কোন অধ্যাপক লেকচার দিচ্ছে। 'তবে, টার্গেট বরাদ্দের সময় যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেটা অত্যন্ত জটিল, পদ্ধতিটিতে কোন ভুলত্রুটি থাকলে চলবে না। আমার হিউম্যান মিসাইলের সাবকনশাসের অত্যন্ত গভীরে টার্গেটের পরিচয় গেঁথে দেয়া হয়, এতই গভীরে, যে সচেতন মনের অগোচরেই থেকে যায় ব্যাপারটা। কোন দুর্বল হিউম্যান মিসাইল যদি গ্রেফতার হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ইন্টারোগেট করা হলেও টার্গেটের নাম

বলতে পারবে না সে। কয়েকটা ক্ষেত্রে ইন্টারোগেটররা হয়তো অনুমান করতে পারবে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারবে না।'

'এবং আপনি বলছেন, এই অপারেশন বা ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বন্ধ করা আপনার দ্বারা সম্ভব নয়?'

'না, বন্ধ করতে পারি না। বন্ধ করবও না। জায়গার নাম, সময় আর নামগুলো যদি আপনাকে বা আপনার মত কাউকে বলে দিই, তারপর বলে দিই কারা কোন কাজটা করবে, তাহলে হয়তো...'

'কিন্তু টার্গেট যদি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির না হয়? তাহলে কি ঘটবে?'

'আমার মিসাইল তার টার্গেট ঠিকই খুঁজে নেবে। শুধু তার জন্যে বরাদ্দ করা টার্গেটকেই খুঁজে নেবে সে। প্রতিটি টার্গেটই আসলে ইতিমধ্যে মারা গেছে, কারণ একজন লোক তাকেই শুধু খুঁজছে, তার জন্যে বরাদ্দ করা টার্গেটকে। সময় যতই বয়ে যাক–এক হপ্তা, এক মাস, এক বছর–এক সময় না এক সময় আমার কোন সাহায্য ছাড়াই টার্গেটকে ঠিকই খুঁজে পাবে সে। তারপর কি হবে? বুম!' ডান হাতের চারটে আঙুল একসাথে ফোটাল পীর হিকমত। 'বিস্ফোরণ!'

ইতোমধ্যে নিজের মাথায় সমস্ত তথ্যই গেঁথে নিয়েছে রানা। ওর স্মৃতিতে ওগুলো গাঁথা থাকবে–স্থান, কাল, পাত্র। কাজটায় এত মনোযোগী ছিল ও, কয়েক মুহূর্ত শুনতেই পায়নি কি বলছে পীর হিকমত।

'ওই দেখুন!' ম্যাপের গায়ে বারো নম্বর টার্গেটটা দেখাল পীর হিকমত। গোটা ম্যাপটাই এখন ক্রিসমাস ট্রির মত ঝলমল

করছে। 'ওখানে, ওই জায়গায়, সম্পূর্ণ অন্য রকম একটা জিনিস বিস্ফোরিত হবে। আগুনে ঝাঁপ দেবে আরেকটা পোকা।'

'কি ধরনের পোকা?'

'না, মানে, ওটা আসলে একটা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এনে দেবে।'

'আপনি বোধহয় অ্যাভং কার্ট আর লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ডের অ্যাকাউন্টের কথা বলছেন...?' কথার মাঝখানে থেমে গেল রানা, কারণ দরজা খুলে তৃতীয় একব্যক্তি কামরায় ঢুকেছে।

'লর্ড চেস্টারফিল্ড? আহ্-হাহ্। লর্ড চেস্টারফিল্ড তো, মহিলা ডিটেকটিভ লেখিকারা যাকে বলেন–আ লিটল হেরিং। দুটো অ্যাভং কার্ট দেখেছেন আপনি, মি. রানা। কিন্তু জানেন কি, ওগুলোর ভেতরে সূক্ষ্ম ফাইনানশিয়াল বোমা তৈরি করা আছে? লর্ড চেস্টারফিল্ডের কথা আমরা ভুলে যেতে পারি, কি বলো, ডার্লিং?' রানাকে ছাড়িয়ে দরজার দিকে চলে গেল পীর হিকমতের দৃষ্টি। 'আপনার সম্ভবত, মি. রানা, আমার স্ত্রীর সাথে আগেই পরিচয় হয়েছে, তাই না? যদি না হয়ে থাকে, আসুন, মিসেস হিকমতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।'

'হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছে আমাদের। সত্যি কথা বলতে কি, পরিচয় হয়েছে সে এক মজার পরিবেশে। আর হিকমত ঠিকই বলেছে, বেচারা ড্যাডির কথা আমরা ভুলে যেতে পারি,' বলল ডোনা চেস্টারফিল্ড। সম্পূর্ণ সুস্থ আর প্রাণচঞ্চল দেখাচ্ছে তাকে। 'এবার তাহলে ডিনারে বসতে পারি আমরা, কেমন? মি. রানা, আমার ধারণা, হিকমত আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেবে।'

সাত

'আচ্ছা, লন্ডনে ও-সব তাহলে তোমার ভান ছিল? আর সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর–বাবাদের রক্ত ঝরবে সন্তানদের ওপর? কোমা, হিস্টিরিয়া, সবই তাহলে অভিনয় ছিল?' প্রথমে সত্যবাবা, তারপর অনারেবল ডোনা চেস্টারফিল্ডের দিকে তাকাল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল ডোনা। 'অভিনয়ে অতটা পাকা নই আমি।' পীর হিকমতের বাহুতে মৃদু চাপ দিল সে।

রানা লক্ষ করল, স্বামীর বাহু ধরতে যাওয়ার সময় ডোনার হাতটা সামান্য কাঁপল। মেয়েটা কি সত্যি পীর হিকমতের স্ত্রী?

লন্ডনে যে-ক'বার ডোনাকে দেখেছে রানা, ওদের বাড়িতে বা বি.এস.এস-এর সারে ক্লিনিকে, হয় অজ্ঞান অবস্থায় ছিল মেয়েটা, নয়তো অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়, চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল শরীর। তবু, তার কাঠামো লক্ষ করে আন্দাজ করতে অসুবিধে হয়নি রানার, অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী সে, যে-কোন প্রথম শ্রেণীর ফ্যাশন ম্যাগাজিনে মডেল হবার সব রকম গুণ তার আছে। ওর অনুমান মিথ্যে নয়। নাটকীয় কাটিং-এর একটা ড্রেস পরেছে সে, রঙটাও নাটকীয়, টকটকে লাল। তার লম্বা চুল সম্প্রতি ছাঁটা হয়েছে, বদলে ফেলা হয়েছে আগের স্টাইলটা। আরও একটা উৎকট ব্যাপার চোখে না পড়ে উপায় নেই। তা হলো, মেকআপ। চোখে মুখে উদার হস্তে ব্যবহার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে কোনভাবেই

মানায় না।

সুগঠিত চোয়াল, সরু নাক, সুডৌল চিবুক, বাদামী চোখ, চওড়া আর সরু ঠোঁট, গায়ের দুধে-আলতা রঙ–এত কিছুর পর কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মেয়ে, এভাবে সঙ সাজতে পারে না। আরও একটা ব্যাপার রানার চোখ এড়াল না। কি কারণে কে জানে, উত্তেজিত হয়ে আছে মেয়েটা। যখনই সে কথা বলল, হয় হাত বাড়িয়ে ধরল পীর হিকমতকে, নয়তো তার দিকে একবার তাকিয়ে নিল, যেন অভয় পেতে চাইছে।

'ব্যাপারটা অভিনয় ছিল না, ছিল কি, ডিয়ার হার্ট?' ডোনার নখগুলো পীর হিকমতের বাহুতে দেবে গেল, সজোরে ঝাঁকি দিয়ে বাহুটা ছাড়িয়ে নিল সে, তারপর ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল হাতটা, ওটা যেন অস্বস্তিকর একটা পোকা।

'ডোনা ভলান্টিয়ার ছিল,' বলল পীর হিকমত, তার কণ্ঠস্বর আগের মতই শান্ত, ঠাণ্ডা ও নিচু।

ডোনা চেস্টারফিল্ডের আকস্মিক আবির্ভাবে আগের চেয়ে সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। পীর হিকমতের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে ও।

'বেচারি নাদিরা রহমানের প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। তাকে নাহয় পাঠালাম আমরা, কিন্তু একটা ব্যাকআপ থাকতে হবে তো? বেচারি মারা যাবে, এ আমরা কল্পনাও করিনি। নাদিরার মৃত্যু আমাদের জন্যে বিরাট আঘাত হয়ে দেখা দেয়।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি খুবই স্পর্শকাতর।'

রানার তিক্ত মন্তব্যে কান দিল না পীর হিকমত। 'নাদিরা

সত্যিসত্যি ধরে নিয়েছিল, সে পালিয়ে যেতে পারছে। আসলে আমরা তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। আমাদের কর্মসূচী সম্পর্কে খানিকটা আঁচ করতে পারে সে, আমরাই তাকে জানার সুযোগ করে দিই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েটাকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো। আপনি তো জানেনই, নাদিরা যখন আমাদের আস্তানা ছেড়ে চলে গেল, তার সাথে কিছু ক্লু দিয়ে দিই আমরা—যেমন, আপনার টেলিফোন নম্বর। আমাদের কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে যখন খবর এল, নদীতে ডুবে মারা গেছে সে, খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভয় পেলাম, তার সাথে ক্লুগুলোও হারিয়ে যায়নি তো?'

'ক্লু মানে তো শুধু আমার টেলিফোন নম্বর?'

'ওটা, তারপর যেটাকে আপনি হেঁয়ালি বা স্লোগান বলছেন—বাবাদের রক্ত ঝরবে সন্তানদের ওপর। ওটা আমি নাদিরার সাবকনশাসে গেঁথে দিই। ওই সময়, মি. রানা, আমার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সজাগ করে তোলা। প্রথম মৃত্যুকাজটা সফল হবার পর আমি আশা করলাম, নিশ্চয়ই তারা উপলব্ধি করবে যে অপরাজেয় একটা শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাদের। কাজটার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল আতঙ্ক ছড়ানো, সবাই যাতে সিকিউরিটি সিস্টেমের অকার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারে, যার ফলে আপনাআপনি বাতিল হয়ে যাবে সাধারণ নির্বাচন।'

ব্যাখ্যা বা গল্পটা মেনে নিতে পারল না রানা। এই প্রথম পীর হিকমতের কথায় অনিশ্চিত একটা সুর অনুভব করল ও। যেন বানানো একটা কাহিনী শোনাচ্ছে সে। কিন্তু এই পর্যায়ে লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করা নেহাতই বোকামি হবে। লোকটা এরই

মধ্যে প্রমাণ করেছে যে জাদুকরী, মহা ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা রয়েছে তার আঙুলের ডগায়। ভান করে যাও, নিজেকে বলল রানা। এমন ভাব দেখাও তার প্রতিটি কথা তুমি বিশ্বাস করছ।

'ওই সময়টায় বিভিন্ন মহলের সাথে চুক্তিতে আসার কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমি, আলোচনা হচ্ছিল সত্য সমিতির সদস্যরা কিভাবে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পারে সন্ত্রাস। সত্য সমিতির কিছু অসুবিধে আছে, তার মধ্যে একটা হলো, সদস্য সংখ্যা–আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্যে যথেষ্ট নয়, বিশেষ করে ইউরোপের অন্যান্য দেশে। সদস্য সংখ্যা আশানুরূপ হারে বাড়ছে না দেখে ভাবলাম, আমার স্বপ্ন কিছু কাটছাঁট করা দরকার...' হিকমতের চোখ দুটো যেন মরা মানুষের, কথাগুলো যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

'কি কাটছাঁট করা দরকার, ডার্লিং?' ডোনার মেকআপ করা চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠল।

'তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কোন ব্যাপার নয়, মাই ডিয়ার।' ডোনার হাতটা চাপড়াল পীর হিকমত, হাতটা একটু একটু কাঁপছে।

'আমার উদ্বেগ শুধু তোমাকে নিয়ে, ডার্লিং।' স্বামীর দিকে তাকাল সে, পরমুহূর্তে ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

গোটা ব্যাপারটা, ওদের দু'জনের সম্পর্ক আর কথাবার্তা, অবাস্তব বলে মনে হলো রানার। 'তারমানে ডোনাকে আপনি পাঠিয়েছিলেন ব্যাকআপ হিসেবে...?'

'ও তো বললই, দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় নিয়েছিলাম আমি,' বলল

ডোনা, হাসছে সে। 'আসলে ওর প্রতি আমি চিরঋণী হয়ে আছি, মি. রানা। অন্ধকার থেকে এই যে আলোয় এসেছি আমি, সম্পূর্ণ ওর কৃতিত্ব। আমার যখন কোন আশাই ছিল না, ড্রাগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আমাকে ও।'

'সবই বুঝলাম, কিন্তু তোমার মত একটা মেয়ে ওর মত একজন লোককে স্বেচ্ছায় বিয়ে করবে, ভাবা যায় না। বয়সের পার্থক্যটা না হয় ছেড়েই দিলাম...'

'ওকে যখন প্রথম বললাম, তোমাকে আমি ভালবাসি, ভারি চিন্তায় পড়ে গেল ও,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল ডোনা। 'সাইকিয়াট্রিস্টরা যেটাকে ট্যান্সফারেন্স বলে, ওর ধারণা হলো, আমারও তাই হয়েছে। একজন রোগিণী যেমন অসুস্থতার বিকল্প হিসেবে তার ডাক্তারের প্রেমে পড়ে। মাদকাসক্তির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলাম আমি, তার বদলে আমার ভেতর মাথাচাড়া দিল প্রেম।' এত কথা একসাথে বলার অনুমতি ডোনাকে এই প্রথম দিল পীর হিকমত।

'বুঝতে পারছি,' বলল রানা, সত্যবাবার দিকে ফিরল। 'ড্রাগ অ্যাডিক্টদের সত্যি আপনি সুস্থ করতে পারেন। কিভাবে, হিকমত? রহস্যটা কি আসলে?'

'আমার এই পদ্ধতি নতুন কিছু নয়, অনেক ক্লিনিকেও ব্যবহার করা হয়। কেউ যদি সত্যি বেঁচে থাকতে চায়, তার নেশা ছাড়ানো আসলে কোন সমস্যা নয়। ভিটামিন ইঞ্জেকশন, ডিসিপ্লিন, মেথাডোন, আর সাইড এফেক্ট কাটাবার জন্যে অত্যন্ত গভীর হিপনোসিস।' থামল সে, যেন আশা করছে মুগ্ধ বিস্ময়ে হাততালি দিয়ে উঠবে রানা। প্রায় বিশ সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর আবার

শুরু করল সে।

'এমন হতে পারে, কৃতিত্বটা আসলে আমার বিশেষ ধরনের হিপনোসিসের। ক্লিনিকগুলোয় সুস্থ হতে রোগীদের অনেক কষ্ট পেতে হয়, আমার চিকিৎসায় কোন কষ্ট নেই। তবে এমন অনেক কেসও আছে, যাদের সাহায্য করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়—যারা বাঁচুক বা মরুক গ্রাহ্য করে না। ওদেরকে আমি ডেথ-উইশ অ্যাডিক্ট বলি। ওরা হয়তো কিছুদিনের জন্যে সুস্থ হয়। আমি যাদের মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করেছি, তারা বেশিরভাগই এই শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে, চলুন এবার খাবার টেবিলে বসা যাক।'

বোতামে চাপ দিতেই ম্যাপটা আবার জোড়া তৈল চিত্রে ঢাকা পড়ল। বোতামটা কোথায় লুকানো আছে, অন্যমনস্কতার ভান করে সেটা দেখে নিতে ভুল করল না রানা। পরে এক সময় এই কামরায় একা ফিরে আসার দৃঢ় একটা সংকল্প রয়েছে ওর মনে, যাদের মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের নামের তালিকাটা নোট করবে। ও বিশ্বাস করে, টেন পাইনস প্ল্যানটেশন থেকে জীবিত ফিরে যাবে ও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

বারের এক কোণের একটা বোতামে চাপ দিয়ে বেল বাজাল পীর হিকমত। ধূসর রঙের স্যুট পরা দেহরক্ষীরা ওয়েটার হিসেবে দায়িত্ব পালন করল। মোট ছ'জন ওরা, তাদের ফ্যাশন দুরস্ত পোশাক নিচের ফোলা ভাবগুলো ঢাকতে পারেনি, বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সবাই ওরা সশস্ত্র।

কামরার ভেতর সুরুচির স্বাক্ষর বহন করছে শুধুমাত্র ক্যারোলিন ডাইনিং টেবিলটা, মর্যাদার প্রতীক সাথের

চেয়ারগুলোও নকল নয়। বারোজনের বসার মত যথেষ্ট জায়গা রয়েছে টেবিলের চারধারে। তবে আজ রাতে টেবিলটা সাজানো হয়েছে মাত্র তিনজনের জন্যে। ডিশ, প্লেট, পিরিচ, চামচ ইত্যাদি দেখে মনে হলো জর্জিয়ান সিলভারওয়্যার, গ্লাসগুলো সম্ভবত ওয়াটারফোর্ড ক্রিস্টাল। দেহরক্ষী জনি ঘোষণা করল, ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে। বিরাট একটা রূপালি পাত্র টেবিলের মাঝখানে রেখে পিছিয়ে গেল দু'পা। পাত্রটা থেকে সবাইকে সামার সুপ পরিবেশন করল ডোনা–বরফশীতল, সাথে টমেটো, পিঁয়াজ, রসুন আর মরিচ।

'আশা করি সুপটা আপনার ভাল লাগবে, মি. মাসুদ রানা। নাকি তোমাকে আমি শুধু রানা বলে ডাকব?'

'অসুবিধে কি, ডোনা। অচিরেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব দরকার হবে তোমার।'

ঝট করে মুখ তুলল ডোনা, প্রায় চমকে উঠেছে, চামচ থেকে ছলকে উঠল খানিকটা সুপ। 'কি বলতে চাও তুমি?' চোখে পরিষ্কার আতঙ্ক, গলাটাও চড়ল।

'ওঁর কথায় কান দিয়ো না, ডিয়ার,' অভয় দিল পীর হিকমত। 'আমাকে পছন্দ করেন না উনি, সত্য সমিতির বিরুদ্ধে আক্রোশ রয়েছে। সেজন্যেই তোমাকেও ওঁর পছন্দ নয়। এটা কোন ব্যাপারই না। প্রতিটি পুরুষ তোমাকে ভালবাসবে, তাই কি হয়?'

মশলাদার সুপ পরিবেশন করা হলো রানাকে। মুখ তুলে পীর হিকমতের দিকে তাকাল রানা। 'আপনি আমার সুপ টেস্ট করবেন?'

‘তার কি কোন প্রয়োজন আছে? আমার স্ত্রীই তো আপনার সাথে খাচ্ছেন।’

‘তখন কি বললাম মনে নেই আপনার? শয়তানের সাথে খেতে বসলে সতর্ক থাকতে হয়।’

ছোট্ট করে কাঁধ ঝাঁকাল সত্যবাবা, রানার পেয়ালায় চামচ ডোবাল। এক চামচ সুপ খেয়ে হাসল সে। ‘সন্তুষ্ট?’

‘হ্যাঁ।’

‘এটা ভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে না,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল ডোনা, হঠাৎ যেন রাগ হয়েছে তার। ‘ভুলে যেয়ো না, হিকমতের অতিথি তুমি। কোন অতিথি এ-ধরনের আচরণ করে না।’

‘আমাদের দেশে একটা কথা আছে–যেমন কুকুর তেমনি মুগুর,’ বলল রানা। ‘আচরণের কথা যদি বলো, তোমার স্বামীর যেমন আচরণ প্রাপ্য ঠিক তেমনটিই পাচ্ছেন। উনি যদি সন্ত্রাস সৃষ্টির বর্তমান অপারেশনটা বাতিল করে দেন, যদি স্বর্গযাত্রীদের নামের তালিকা আমাকে লিখে দেন, তাহলে হয়তো আরও ভাল আচরণ পেতে পারেন উনি–বিশেষ করে আমি যখন তোমাদের দু’জনের সাথে দেখা করার জন্যে জেলখানায় যাব।’

‘ওই একটা জায়গায় কখনোই আমাদের যেতে হবে না,’ দ্রুত বলল পীর হিকমত, চোখ ঘুরিয়ে তাকাল ডোনার দিকে। কথা শেষ করে হাসল সে, কেন কে জানে তার কথা বিশ্বাস করল রানা। সন্ত্রাস আর মৃত্যু যার খেলার বস্তু, এমন একটা উন্মাদ যদি ধরা দেয়ার চেয়ে আত্মহত্যাকে শ্রেয় জ্ঞান করে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এত লোককে মারছে, প্রিয় সঙ্গিনীকে মারতেই বা তার বাধবে কেন?

তবে আত্মহত্যার প্রশ্ন আসবে একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন আর কোন বিকল্প থাকবে না।

মেইন ডিশ আসার আগে টুকটাক গল্প করল ওরা। রোজমেরি ও অন্যান্য সবজির সাথে রান্না করা বাচ্চা ভেড়ার মাংস পরিবেশন করা হলো, সাথে রোস্ট করা আলু আর বীন।

'নিন, শুরু করুন,' উৎফুল্লকণ্ঠে বলল পীর হিকমত। 'আপনি ইংরেজ নন, তবে ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছেন, সেজন্যেই ইংলিশ ডিশের আয়োজন করতে বলেছিলাম। সমস্ত আয়োজন আপনার কথা মনে রেখে করা হয়েছে, মি. রানা। হেলপ ইওরসেলফ। ওই একই ডিশ থেকে আমরাও খাব। আপনি হয়তো ভাবছেন ওয়াইনের সাথে ভয়ঙ্কর কোন বিষ মেশানো আছে, তাই ওটাও টেস্ট করব আমি।' আবার শব্দ করে হাসল সে, রানা অনুভব করল, হাসিটার মধ্যে ভীতিকর কি যেন একটা আছে।

নিজেই উঠে গিয়ে জিঙ্ক বার থেকে ওয়াইনের দুটো বোতল নিয়ে এল সত্যবাবা। দুটো থেকেই এক ঢোক করে ওয়াইন খেলো সে।

সবশেষে, মনে মনে স্বীকার করল রানা, এত ভাল ডিনার অনেক দিন খায়নি ও। ভেড়ার মাংসটা ছিল অত্যন্ত নরম আর সুস্বাদু।

খানাপিনা চলছে, এটা-সেটা অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করল রানা, বিশেষ করে ডোনার বাড়ি ফেরা প্রসঙ্গে। 'আমি তো ওকে অসহায়, অসুস্থ অবস্থায় দেখলাম, মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে।'

‘ঝুঁকি হয়তো ছিল, তবে সামান্যই,’ জবাব দিল সত্যবাবা। ‘ঝুঁকিটা নেয়ার ব্যাপারে দু’জনেই একমত হই আমরা। আসলে, ওর মনে যে কথাগুলো গেঁথে দিই আমি সেগুলোর অর্থ জানত ও। ডোনা তো সত্য সমিতির অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন সদস্যা, সেই প্রথম থেকে। আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ওর।

‘প্যাঙবোর্ন থেকে লন্ডনে ফেরার পথে আমি ওর সাথে গাড়িতে ছিলাম, এলএসডি-র ফাইন্যাল ডোজটা তখনই দেয়া হয় ওকে, ওর বাবার বাড়ির কাছাকাছি এসে। ওকে আমি সাতদিন গভীরভাবে সম্মোহিত করে রাখি।’ ঠোঁট টিপে মিটিমিটি হাসল পীর হিকমত।

‘ওর বাবার সাথে আপনার সম্পর্কটা কি?’ জানতে চাইল রানা।

‘সম্পর্কটা ঋণের, আরও পরিষ্কার করে বলতে হলে বলা উচিত, ঋণ পরিশোধের। তিনি আমার অমর্যাদা করেন। অ্যাভং কার্ট ভেঞ্চারটা তাঁর ব্যাংক যদি সমর্থন করত, আমার অনেক উপকার হত।’

‘তাহলে বি.এস.এস-এর সারে ক্লিনিকে আপনার লোকেরা ডোনাকে ছিনিয়ে আনতে গিয়েছিল, এই সময় ওদেরকে পালিয়ে আসতে হয়? অথচ আমরা ভেবেছিলাম, ওরা ডোনাকে খুন করতে গিয়েছিল।’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। ডোনাকে উদ্ধার করাটাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল। আমার লোকেরা তাকে খুন করতে চাইবে কেন? তবে, গোটা ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। সার্জেন্ট রেম্যান ওখানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু সব গোলমাল করে দিল নিনি খন্দকার। নিনির প্রসঙ্গ

যখন উঠল, মি. রানা আবার আপনাকে সেই প্রস্তাবটা দিতে হচ্ছে। আপনি যদি আমার ছোট্ট একটা উপকার করেন, তাতে লাভ হবে আপনার।'

'প্রস্তাবটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা, ভাব দেখাল হিকমতের দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেছে ও। আসলে ভোলেনি। ও জানে, পীর হিকমত তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করবে না, কিংবা ছোট্ট কোন উপকার চাওয়ার লোকও সে নয়।

আগের সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করল পীর হিকমত, 'ছোট, নগণ্য একটা উপকার চাইছি আমি। বিনিময়ে স্বর্গযাত্রীদের নাম-ঠিকানা আপনাকে জানিয়ে দেব। এমনকি এখানে যারা আছে, তাদের নাম-ঠিকানাও। তবে, এখনকার অপারেশন শেষ হবার পর।'

হাসল রানা, তাকিয়ে রয়েছে খালি প্লেটটার দিকে। 'এরকম ভুরিভোজনের পর ব্যবসা নিয়ে আলোচনা থাক। আপনার প্রস্তাবটা পরে শোনা যাবে, হিকমত।'

'আপনার যেমন খুশি। বারের সামনে চলুন, ওখানে পুডিং দেয়া হয়েছে। এবারও, সবাই আমরা একই ডিশ থেকে খাব।'

'তুমি ওকে মাথায় তুলছ, হিকমত,' রাগতঃকণ্ঠে বলল ডোনা।

হাসল পীর হিকমত। 'বলো, গাছের মাথায়, মাই ডিয়ার। মইটা কার হাতে, তুমিই বলো? ওটা কেড়ে নিতে কতক্ষণ?'

বারের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পীচ ফল চিনির সিরাপে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে কয়েক ঘণ্টা ধরে। কথামত, পুডিঙের স্বাদ প্রথমে পীর হিকমতই নিল, তারপর রানা আর ডোনা।

'আচ্ছা,' খেতে খেতে বলল রানা, 'আপনি বললেন, এখান থেকে আমি নাকি কোনদিন পালাতে পারব না। কারণটা কি?'

'মি. রানা, পালাবার কথা আপনি চিন্তাও করবেন না।'

'কেন?'

'আপনাকে বললেও কিছু আসে যায় না। টেন পাইনস প্ল্যানটেশন থেকে পালাবার কোন উপায়ই নেই, আমি যদি অনুমতি না দিই।'

'গেস্টরূমের জানালা দিয়ে সৈকত আর সাগর দেখা যায়। কাঁচের স্লাইডিং ডোর দেখেছি আমি, তালা দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। দরজা খুলে আমি যদি বেরিয়ে যাই? সৈকত পেরিয়ে সাগরে নামতে পারি। আমি সাঁতার জানি। পালাতে অসুবিধে কি? নাকি সশস্ত্র গার্ডরা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে?'

'ওটা বাড়ির পিছন দিক, ওদিকে কোন গার্ড নেই। গার্ড শুধু বাড়ির সামনের দিকে আছে।' মিটিমিটি হাসছে পীর হিকমত, যেন রানার সাথে কৌতুক করছে সে। 'বাড়ির সামনের দিকে বড় বড় গাছপালাও নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন, ওখানে শুধু সশস্ত্র গার্ড নয়, ট্রেনিং পাওয়া কুকুরও আছে–অচেনা কাউকে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সাগরের দিকে গার্ড বা কুকুর কোনটাই দরকার নেই। কারণ? কারণ ওদিকটা পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা প্রকৃতিই করে রেখেছে। প্রকৃতির ব্যবস্থার সাথে আমার নিজস্ব কিছু ব্যবস্থাও যোগ হয়েছে।'

'যেমন? হাঙর?'

'এদিকের সাগরে হাঙর নেই। আসলে বাড়ির পিছন আর মূল সৈকতের মাঝখানে খানিকটা জলাভূমি আছে, আগাছায় ভরা–বড়

বড় নোটিস বোর্ড রাখা হয়েছে, ট্যুরিস্টদের সাবধান করে বলা হয়েছে, ওদিকে পা বাড়ানো মানে নির্ঘাত মৃত্যু। বোকা মানুষদের কথা কি আর বলব, তারপরও দুর্ভাগ্যজনক অ্যাক্সিডেন্ট প্রায়ই ঘটে। আজ পর্যন্ত কোন লোক—কোন লোকই—ওই জলাভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে সৈকতে পৌঁছুতে পারেনি। জলাভূমি তো নয়, ওটাকে নরকই বলতে পারেন। মি. রানা, আপনি নিশ্চয়ই ওয়াটার মোকাসিনের কথা শুনেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সাধারণত ওগুলোকে কটনমাউথ বলা হয়—হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনি আমার সাথে একমত যে ওগুলো বিপজ্জনক সাপ?'

'একমত, যদি না আপনি খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন।'

'ঠিক তাই। ওয়াটার মোকাসিনের বিষ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়, হেমোরেজিক কন্ডিশনের চিকিৎসায়। লাল রক্তকণিকা ধ্বংস করে ওটা, রক্তকে জমাট বাঁধায়। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না হলে একটা কামড়ই বিপজ্জনক। একাধিক কামড়ে মৃত্যু অনিবার্য।'

'একাধিক?'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল পীর হিকমত। 'বাড়ির পিছনের জলাভূমিটা, দু'পাশ থেকে দশ ফুট উঁচু ইস্পাতের প্লেট দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। মি. রানা, ওই ঘেরা জলাভূমিতে ওয়াটার মোকাসিনের একটা কলোনি তৈরি করেছি আমরা। কলোনিটা বেশ কয়েক বছর আগে তৈরি করা হয়েছে। সাপগুলো নিরুপদ্রবে বাস করছে ওখানে। ওগুলোর কথা এলাকার লোকজন খুব ভাল

করেই জানে।’

‘জলাভূমি থেকে এগুলো সাগরে বেরিয়ে যায় না?’

‘না, ওগুলোকে নিশাচর প্রাণী বলা যায়, সাগরের প্রতি খুব একটা টান নেই। দু’বছর পরপর প্রতিটি নারী মোকাসিন পনেরোটা করে বাচ্চা পয়দা করে। এবার আপনি বুঝে নিন, কেন ওদিকে সশস্ত্র গার্ড রাখার দরকার হয় না।’

শিউরে উঠল ডোনা, অভয়দানের জন্যে তার কাঁধে একটা হাত রাখল পীর হিকমত। ‘আমার তরুণী স্ত্রী ওগুলোকে অসম্ভব ভয় পায়। প্রথম যেদিন এখানে এল ও, একটা ঘটনা ঘটে যায়। এক লোককে, আমাদের কাছে তার কোন গুরুত্ব ছিল না, কামড় দেয় ওয়াটার মোকাসিন। সর্বমোট চল্লিশবার কামড় খায় সে। ওর ভয় পাবার কারণটা, আশা করি, আপনি বুঝতে পারছেন, মি. রানা? ওয়াটার মোকাসিন সম্পর্কে সরকারী সতর্কবাণী লেখা নোটিসবোর্ড আছে এলাকায়, কিন্তু র‍্যাটলার, ব্ল্যাক উইডো, স্করপিয়ন বা এরকম আরও বিপজ্জনক সরীসৃপ সম্পর্কে কোন সতর্কবাণী এলাকার কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না–অথচ ওগুলোরও কোন কমতি নেই আমাদের জলাভূমিতে।’ আবার ঠোঁট টিপে হাসল সে। ‘পেলিক্যান আর সান্ড পাইপার দেখতে ভারি সুন্দর, কিন্তু ওগুলোও দেখতে এসে ট্যুরিস্টরা ভুলেও জলাভূমির কিনারায় পা ফেলে না। এলাকার হোটেল কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করে, তারপরও তো প্রায় গলফারদের তাড়া করে অ্যালিগেটরগুলো। খবরদার, ওগুলো ধাওয়া করলে ভুলেও সোজা দৌড়াবেন না। কাকে কি বলছি, এ-সব নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে?’

'আমি যতটুকু জানি, ওগুলোকে উত্তেজিত করা হলে খুব জোরে ছুটে আসে, তবে সোজা একটা পথ ধরে। আপনি যদি এঁকেবেঁকে ছোটেন, ভয়ের কোন কারণ নেই।'

'ডিনারটা তুমি উপভোগ করেছ, রানা?' জানতে চাইল ডোনা, যেন প্রসঙ্গটা বদলাতে চাইছে সে।

রানা জানাল, হ্যাঁ, খুবই। কফি দেবে কিনা জানতে চাইল ডোনা, প্রত্যাখ্যান করল রানা।

'কাজেই, মি. রানা,' পীর হিকমত সেই একই প্রসঙ্গের খেই ধরে বলল, 'পরে আপনি দুঃখ করে বলতে পারবেন না যে আপনাকে আমি সাবধান করে দিইনি। নিজেকে যদি মরণশীল বলে মনে না করেন তাহলে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো পালাবার চেষ্টা করবেন। তবে, আমার পরামর্শ হলো, এভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনাটা আপনার জন্যে ঠিক মানানসই হবে না। সাপের কামড় খেয়ে মারা গেছে মাসুদ রানা, লোকে শুনলে হাসবে যে!' রানা বুঝল, পীর হিকমত মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। তবে, ভাবল ও, বিপদসংকুল বলেই, সাগরের দিকে যাবার কোন না কোন পথ বা উপায় এককালে ওখানে নিশ্চয়ই ছিল। সেই উপায় বা পথটা ওর পক্ষে হয়তো ব্যবহার করা সম্ভব হবে, জেসমিনের গুছিয়ে দেয়া ইমার্জেন্সী প্যাক-এর সাহায্যে, ব্রীফকেসের ভেতর যেটা লুকানো আছে।

'ভোজনপর্ব শেষ হয়েছে,' যেন জানা কথাটাই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইল পীর হিকমত।

'কাজেই?'

'কাজেই আমার প্রস্তাবটা নিয়ে এবার আলোচনা হওয়া

দরকার নয়?'

'কি জানি।' উন্মাদ লোকটার সাথে কোনরকম চুক্তিতে আসার কথা ভাবতেও ঘৃণা বোধ করছে রানা, তাকে এমনকি মানুষ বলেও ভাবতে পারছে না ও।

'আসুন,' রানার বাহুতে চাপড় দিল পীর হিকমত, তার স্পর্শে রী-রী করে উঠল রানার গা। 'আসলে কি জানেন, আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার পর, আমি উপলব্ধি করতে পারছি, সত্য সমিতির আর কোন তাৎপর্য নেই। স্বর্গযাত্রীদের দ্বারা আমার আর কোন কাজ হবে না। তাদের ভবিষ্যৎ আপনার হাতে তুলে দিতে চাই আমি, দেখব তাদের সবাইকে জালে আটকানোর মত বুদ্ধি আপনার আছে কিনা। আপনি বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই না? ঠিক আছে, প্রস্তাবটা অন্তত শুনতে আপত্তি কি?'

শয়তান যেন মধু ঢালছে রানার কানে, বিষ মেশানো মধু। রানার ধারণা হলো, লোকটা ওকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে প্রতারিত করার চেষ্টা করবে। তবু, আশাবাদী হয়ে ওঠার প্রচুর উপাদান রয়েছে তার কথায়। রানা হয়তো আরও সন্ত্রাস, আরও মৃত্যু ঠেকাতে পারবে। সত্যি হোক আর মিথ্যে, শুনতে অসুবিধে কি? শেষ পর্যন্ত ভান করে যেতে হবে ওকে। 'ঠিক আছে, বলুন। কি উপকার চান আপনি?'

'দীর্ঘ ভূমিকা করে আমি আপনার বিরক্তি উৎপাদন করব না। ব্যাপারটা নিনি খন্দকারকে নিয়ে।'

মেয়েটা বলেছে ওকে, তাকে যদি বিয়ে করে ও, পীর হিকমত ওদেরকে স্বর্গযাত্রীর সাথে শান্তিতে বেঁচে থাকতে দেবে। কথাটা

বিশ্বাস করেনি রানা। এখন বুঝতে পারছে, সেই প্রসঙ্গটাই তুলতে চাইছে পীর হিকমত।

'সে বহু বছর আগের কথা,' বলে চলেছে সত্যবাবা, তার গলা খাদে নেমে গেল, খসখসে একটা কর্কশ ভাব ফুটল, কেমন যেন অনিশ্চিত একটা সুর। 'এইটুকুই বলা যথেষ্ট যে নিনির বাবার কাছে এক সময় আমি ঋণী ছিলাম। কাকতালীয় ব্যাপারে কারও হাত নেই।' রানার মনে হলো, সুদূর অতীতে ফিরে গেছে লোকটা। 'আপনার কাছে হয়তো অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনা সত্য। নিনি আমার মেয়ে—আমি ওর ধর্মের বাবা, ইংরেজিতে যেমন বলা হয় গডচাইল্ড। আমার স্বাধীনতা আর জীবন, বলতে পারেন এ-সব নিনির বাবার দান। তিনি আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন। নিনি তখন ছোট্টটি, ওর বাবা আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন, আমি যেন নিনিকে দেখি, তার ভাল-মন্দ সম্পর্কে খোঁজ রাখি। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল, শত্রু ও মিত্রের দুটো আলাদা ভূমিকা নিয়ে আজ আমাদের দেখা হয়েছে অনেক বছর পর। কি করে জানব আমি, বাংলাদেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসবে মেয়েটা? কি করে জানব, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিসের একজন এজেন্ট হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করবে সে?

'নিয়তির নির্মম পরিহাস নয়, আইআরএস আমাকে ধরার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে? তবে আমাকে ওরা কোন দিনই ধরতে পারবে না। তাছাড়া, নিনিও আমার হাতে বন্দী। কি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? নিনি তার ধর্মপিতার হাতে বন্দী। কিন্তু এখন আমি কি করব? কি করব নিনিকে নিয়ে?

‘আমার হাতে আপনিও বন্দী, মি. রানা। নিজের বুদ্ধির ওপর যদি সামান্যতম শ্রদ্ধাও আমার থাকে, আপনাকে আমার এই মুহূর্তে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত। কারণ, আপনি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি। তবে, এ কথাও ঠিক, যতদিন খুশি এখানে আমি আপনাকে বন্দী করে রাখতে পারি।

‘আমি চলে যাব, তার আর বেশি দেরিও নেই, কিন্তু যাবার সময় অপরাধবোধে ভুগতে চাই না। আমি চাইছি, বিবেকের একটা অংশ যেটুকু পারা যায় পরিষ্কার করে নেব। আমি যে-সব তথ্য দেব আপনাকে, বর্তমান অপারেশন শেষ হবার পর, তার বিনিময়ে আমি আপনার কাছে প্রস্তাব রাখছি, মি. রানা, নিনি খন্দকারকে বিয়ে করুন আপনি।’

ব্যাপারটা অচিন্তনীয়, সময় দরকার রানার। ‘এসব কি নিনি জানে?’

‘এসব মানে?’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত দুটো দুদিকে মেলে দিল পীর হিকমত।

‘আপনি তার ধর্মপিতা, তার বাবার সাথে আপনার সম্পর্ক ইত্যাদি?’

‘না! না, তাকে বলাও যাবে না।’ তাড়াতাড়ি বলল হিকমত, গলার সুরে উদ্বেগ। যেন কাঁচা কোন স্নায়ুতে খোঁচা লেগেছে। সন্দেহ নেই, পীর হিকমতের স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ।

‘কেন, বলা যাবে না কেন?’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সত্যবাবা। ‘কারণ, তাহলে দুনিয়ার সামনে আমার অন্য একটা চেহারা প্রকাশ পেয়ে যাবে। সাধারণ, দুর্বল মানুষ হিসেবে দেখা হবে আমাকে। আমার দাম

কমে যাবে, ব্যবসার ক্ষতি হবে। আমি নির্মম, পাষাণ, আমার কোন ভাবাবেগ নেই, এ-সব লোকে বিশ্বাস করে বলেই সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজগুলো আমাকে দিয়ে করানোর কথা ভাবা হয়।'

'এ-সব অমানবিক কাজ ছেড়ে দেয়ার কথা আপনি ভাবছেন না?'

'প্রশ্নই ওঠে না। এভাবে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমি। শান্তিময় পরিবেশ আমার জন্যে নরকতুল্য। কোথাও যদি অশান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ না থাকে, আলপিন দিয়ে নিজেকে খোঁচাব আমি।' কথা শেষ করে গলা ছেড়ে হেসে উঠল পীর হিকমত, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল ও, 'অনুষ্ঠানটা কখন করতে চান আপনি?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মেয়েকে আমিই আপনার হাতে সঁপে দেব, স্বভাবতই।'

খানিকটা আশার আলো দেখতে পেল রানা। বিয়েটা যদি পীর হিকমতের উদ্যোগ আর আয়োজনে হয়, সত্য সমিতির বাইরে তার কোন আইনগত বৈধতা থাকবে না।

সময় দরকার ওর। সম্ভবত হার্বার্ট রকসনের লোকজনকে ইতোমধ্যে সতর্ক করা হয়েছে। সময়। কিন্তু পীর হিকমত ওকে সময় দিতে ইতস্তত করছে না কেন? গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য আর উদ্ভট লাগছে ওর। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব? কত তাড়াতাড়ি?' জানতে চাইল ও।

'আজ রাতেই নয় কেন?'

হিকমতের কোন কথাই বিশ্বাস করছে না রানা। নিনির

ধর্মপিতা? অসম্ভব। নিনির বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল না ছাই। হিকমতের মত নরপিশাচ একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারে না। তাহলে এ-সবের পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কি?

সবচেয়ে সহজ উত্তর হতে পারে, রানা আর নিনিকে খুশিমনে ব্যস্ত রাখতে চায় পীর হিকমত, সেই ফাঁকে সন্ত্রাস সৃষ্টির শেষ পর্যায়ের কাজটা সেরে ফেলবে সে।

বিবেচনা করার মত আরও ব্যাপার আছে। ওর জানা নেই, নিনি আসলে পীর হিকমতের স্পাই কিনা। তবে, ওর বিশ্বাস, মেয়েটা ওকে সব সময় সত্যি কথাই বলেছে।

ডোনা চেস্টারফিল্ডের কাহিনীও বিশ্বাস করার মত নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা মেনে নেয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে রানার। বুঝতে পারছে না কাকে বিশ্বাস করা যায় বা কাকে বিশ্বাস করা যায় না। শুধু একটা ব্যাপারে কোন দ্বিধা বা সন্দেহ নেই ওর মনে—পীর হিকমতকে ধ্বংস করতে হবে। নিজের হাতে।

আবার কথা বলল পীর হিকমত, গলার আওয়াজ আগের চেয়েও নিচু, 'আজ রাতেই নয় কেন?'

তার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল রানা, 'নয় কেন?' সময় পাবার চেষ্টা করো। সময় পেলে দু'একটা সুযোগ এসে যেতে পারে। তবু, প্রস্তাবটা গ্রহণ করার সময়, অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করল রানা, নিজের মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করছে ও। পীর হিকমতের দুঃস্বপ্নময় জগতে আর কিছু সম্ভব বলে মনে হয় না।

আট

সময়টা যেন অবাস্তব স্বপ্নের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে। উপাসনালয়ে রয়েছে ওরা, চারদিকে ফুলের স্তূপ, আড়াল করা স্পীকার থেকে সানাইয়ের করুণ সুর ভেসে আসছে। বর পক্ষের লোক বলতে একা সার্জেন্ট বিল রেম্যান, রানাকে নিয়ে মঞ্চের গোড়ায়, ধাপের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মঞ্চটা সাজানো হয়েছে ফুল আর সোনালি-রূপালি জরি দিয়ে, মঞ্চের ওপর ধবধবে সাদা সিল্কের আলখেল্লা পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পীর হিকমত, আহলাদে আটখানা চেহারা।

এর আগে, আজ রাতেই, বিয়ের প্রস্তাবটা রানা গ্রহণ করার সাথে সাথে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ায় পীর হিকমত। প্রায় আঁতকে উঠে তাকে বাধা দেয় রানা। 'দাঁড়ান!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ও। 'কি করছেন?'

'আজ রাতে বিয়ে, যোগাড়-যন্ত্র লাগবে না?' বিস্মিত হয়ে জানতে চায় সত্যবাবা।

'যোগাড়-যন্ত্র পরে করলেও চলবে,' শান্তভাবে বলল রানা।

'তারমানে?' হিকমতের গলায় উদ্বেগ। 'এখন আর আপনি পিছিয়ে যেতে পারেন না!'

'কে বলল পিছিয়ে যাচ্ছি? নিনিকে বিয়ে করতে হলে, তার অনুমতি নিতে হবে না?'

‘কোন প্রয়োজন নেই। সে আপনাকে বিয়ে করবে। আমি জানি তার কোন আপত্তি নেই।’

‘কথাটা আমি তার মুখ থেকে শুনতে চাই।’

‘ডোনা,’ আজ সন্ধ্যায় এই প্রথম পীর হিকমতের গলা চড়ল। ‘যাও, নিনিকে এখানে নিয়ে এসো। এখুনি।’

‘না!’ হাত তুলল রানা। ‘তার সাথে আমি একা কথা বলতে চাই। গেস্টরুমে। তা না হলে, এ বিয়েতে আমি রাজি নই, হিকমত। ভেবে দেখুন। আপনি যদি চান বিয়েটা হোক, তাহলে তার সাথে একা কথা বলতে দিতে হবে আমাকে। তাকে আমার প্রস্তাব দিতে হবে, পুরুষ যেমন মেয়েকে প্রস্তাব দেয়। তাছাড়া, এ-কথাও তাকে বুঝতে দিতে হবে কেন বিয়েটা হচ্ছে, বিয়ের পরই বা কি ঘটবে।’

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পীর হিকমত, তারপর ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকাল। ‘বেশ। তবে আমি জানি আপনাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই তার।’

একটা শব্দ শুনে রানার সন্দেহ হলো, ডোনা চেস্টারফিল্ডের গলায় কি যেন আটকে গেছে, বিষম খাওয়া থেকে একটুর জন্যে বেঁচে গেল সে। মেয়েটার দিকে ফিরল ও, দেখল পুরু মেকআপ থাকা সত্ত্বেও ম্লান দেখাচ্ছে চেহারা। আবার ভাবল ও, কেন? ওদের বিয়ে হলো কেন? পীর হিকমতের এক ধরনের কৌতুক? সূক্ষ্ম কোন টরচার? পরিষ্কার বোঝা যায়, স্বামীকে ভয় করে ডোনা। সন্ত্রস্ত একটা মেয়েকে নিয়ে সুখী হওয়ার কথা ভাবা যায় না। সেক্ষেত্রে, কেন এই প্রহসন?

দরজায় নক হলো। ভেতরে ঢুকল দেহরক্ষী জনি। তাকে

নির্দেশ দেয়া হলো, রানাকে গেস্টরূমে দিয়ে এসো। গেস্টরূমের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

'ভুল করছ...' রানার দিকে কাতর চোখে তাকাল ডোনা। '...কাজটা ভাল করছ না। সত্যি উচিত হচ্ছে না...'

'কি উচিত হচ্ছে না, ডোনা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' প্রশ্ন করল পীর হিকমতও, তার বলার সুরে নগ্ন হুমকি। 'মি. রানার কোন্ কাজটা উচিত হচ্ছে না, ডোনা?'

'নিনিকে তোমার দেখা উচিত নয়,' ফুঁপিয়ে উঠল ডোনা। 'বিয়ের দিন কনেকে দেখলে মারাত্মক অমঙ্গল হয়। কোন অবস্থাতেই বিয়ের দিন কনেকে দেখতে পারবে না বর।'

'কুসংস্কার নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের পোষাবে না,' বলল হিকমত। রানাকে সমর্থন করছে সে।

'তার সাথে আমার কথা বলা দরকার, ডোনা। প্রস্তাবটা আমার মুখ থেকে শোনা দরকার তার।'

চোখ ভরা পানি, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ডোনা।

'শান্ত হও, ডোনা। প্লীজ।'

'ঠিক আছে...' বিড়বিড় করে বলল ডোনা। 'ঠিক আছে। আমি...মানে...বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে কেন যেন ইমোশনাল হয়ে পড়ি...'

ডোনা কি নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করে অস্থির হয়ে উঠেছে? সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে তার কাঁধটা মুহূর্তের জন্যে স্পর্শ করল ও। কিন্তু আঁতকে উঠে, এক রকম ছিটকে দূরে সরে গেল মেয়েটা, রানা যেন কুষ্ঠরোগী।

গেস্টরূমে এসে রানা দেখল, নিজের বিছানায় শুয়ে রয়েছে নিনি, শরীরটা মোটা আর নরম তোয়ালের কাপড় দিয়ে তৈরি আলখেল্লায় ঢাকা। আলখেল্লার পকেটে একটা লোগো দেখা গেল, তাতে লেখা হিলটন হোটেল ডিজনি ভিলেজ।

'রানা! অনন্তকাল তোমার সাথে দেখা নেই!' বিছানার ওপর উঠে বসল নিনি, পা দুটো ঝুলিয়ে দিল খাট থেকে, কোল থেকে পড়ে গেল একটা বই। রানা দেখল, বইটা ফ্রেডরিক ফরসাইথ-এর দ্য ডে অভ দ্য জ্যাকল।

বইটার দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'তুমিও দেখছি স্পাই থ্রিলারের ভক্ত। যাক, অন্তত একটা বিষয়ে দু'জনের মিল আছে।' কথা বলার সময় একটা হাত দিয়ে একদিকের কান ঢাকল রানা, মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল, তর্জনী দিয়ে বৃত্ত রচনা করে সিলিং, দেয়াল, টেলিফোন, ল্যাম্প ইত্যাদি আরও কয়েকটা জিনিস ইঙ্গিতে দেখাল, বোঝাতে চাইল ওগুলোরও কান থাকতে পারে।

মাথা ঝাঁকাল নিনি, রানার কথা বুঝতে পেরেছে সে। ব্যাপারটা নিয়ে আগেও একবার নিজেদের মধ্যে কথা হয়েছে ওদের। শব্দ চুরির সরঞ্জাম এই কামরায় আছে, নিনির বিশ্বাস, তবে সম্ভবত কোন ক্যামেরা নেই। এই পরিস্থিতিতে ভাব বিনিময়ের একটাই মাত্র উপায় আছে। রানার মত লোকেদের প্রায়ই সেটা ব্যবহার করতে হয়।

'নিনি, মাই ডিয়ার,' শুরু করল ও, তার হাত ধরে কামরার এক কোণে চলে এল, বড়সড় একটা আর্মচেয়ার রয়েছে এদিকে। 'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সত্যি কঠিন। এই দেখো, আমার হাতের

তালু ঘামছে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে এই প্রথম পড়লাম কিনা, নার্ভাস ফিল করছি।' কথা বলার ফাঁকে পকেট থেকে চামড়া মোড়া নোটবুক আর রূপালি পেন্সিল বের করল ও। আর্মচেয়ারটায় নিজে বসল, কোমর ধরে টান দিয়ে নিনিকে বসাল হাঁটুর ওপর। 'এর আগে এ-ধরনের কাজ একবার মাত্র করেছি।'

'মাত্র একবার, রানা?' কৃত্রিম, বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটল নিনির ঠোঁটে। 'আ গুড-লুকিং, ওয়েল-মেড ম্যান লাইক ইউ? আমার তো ধারণা ছিল, দুনিয়ার তাবৎ মেয়ে তোমাকে দেখামাত্র মজে যায়, আর তুমিও তাদের ফাঁদে পা দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করো না...' রানার গলাটা এক হাতে পেঁচিয়ে ধরল সে, নিজের মাথাটা রানার মাথার কাছাকাছি সরিয়ে আনল। আলখেল্লা ঢাকা তার ঊরুর ওপর নোটবুকটা রাখল রানা, লিখতে শুরু করল।

'আমাদের হোস্টের সাথে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে,' মুখে বলল রানা। 'সঙ্গত কারণ থাকায় সব কথা এই মুহূর্তে তোমাকে বলা যাচ্ছে না, তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছি যে আমাদের ইমিডিয়েট ফিউচার নিরাপদ হতে পারে শুধু যদি...'

'থামলে কেন, রানা? বলো।' মুখ নামিয়ে রানা কি লিখেছে পড়ল নিনি।

"ডোনা চেস্টারফিল্ডের সাথে পীর হিকমতের বিয়ে হলো কবে?"

রানার হাত থেকে পেন্সিল নিয়ে লিখতে শুরু করল নিনি, রানা বলল, 'শুধু যদি আমাদের বিয়ে হয়।'

"ওদের বিয়ে হয়েছে! আমি জানতাম না।" লিখল নিনি, রানা

দেখল মেয়েটার চেহারা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

নিনি বলল, 'বিয়ে? তোমাকে তো আমি বলেইছিলাম, রানা। বলেছিলাম, উনি চাইছেন আমাদের বিয়ে হোক। এবার আমার কথা বিশ্বাস করছ তো?' মুখে যা-ই বলুক, নিঃশব্দে মাথা নাড়ছে সে, ভুরু দুটো কুঁচকে আছে, চেহারায় উদ্বেগ, অন্য কি যেন বলার চেষ্টা করছে রানাকে।

'হ্যাঁ।' পেন্সিলটা নিনির হাত থেকে নিল রানা। 'হ্যাঁ, কিন্তু এসব ব্যাপারে আমাকে তুমি আনাড়ি বলতে পারো। তাছাড়া, ব্যাপারটা খুবই জটিল। একটা কথা ঠিক, তোমাকে অত্যন্ত ভাল লাগে আমার। সাংঘাতিক ভাল লাগে।' মেয়েটার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, তার নগ্ন শরীর আর ওর মাঝখানে আবরণ বলতে শুধু কোমল আলখেল্লাটা, অস্বস্তি আর উত্তেজনার কারণ হয়ে উঠছে।

'তা তো বুঝতেই পারছি।' ঝুঁকে পড়ল সে, রানার নতুন লেখাটা পড়ল।

''আমাদের বিয়ে হলে, যেভাবে হোক পালাবার একটা উপায় ঠিকই আমি বের করে ফেলব, তুমিও আমার সাথে যাবে।''

'আমি আসলে বলতে চাইছি, নিনি, আমি যদি তোমাকে প্রস্তাব দিই, আর তুমি যদি প্রস্তাবটা গ্রহণ করো, তাহলে বিয়েটা হবে পারস্পরিক উদ্ধারের স্বার্থে। আমাদের দু'জনের মঙ্গলের জন্যে।'

নোটবুকে রানা লিখল, ''অন্তত আপাতত।''

পেন্সিলটা আবার নিল নিনি। 'অবশ্যই, রানা।' লিখতে শুরু করায় অনেকক্ষণ আর কথা বলল না সে।

''বিয়ের পর একা পালাতে চেষ্টা করলে আমি তোমার কান দুটো দাঁত দিয়ে কেটে নেব।''

মুখে বলল, ‘রানা, তুমি আসলে বলতে চাইছ যে মাসুদ রানা নিনি খন্দকারের প্রেমে পড়েনি, ঠিক?’

‘ঠিক।’ নোটবুকে লিখল রানা। “বিয়ের অনুষ্ঠানটা আজ রাতেই করতে চাইছে হিকমত। বুঝতে পারছ তো, ঘটনাটার কোন আইনগত ভিত্তি বা সামাজিক কোন বাঁধন থাকবে না?”

‘আর?’ জানতে চাইল নিনি, পেন্সিলটা ছিনিয়ে নিয়ে লিখতে শুরু করল।

‘আর, তাসত্ত্বেও, তোমাকে আমি ব্যাপারটা মেনে নিতে অনুরোধ করছি...মানে, তোমাকে আমি বিয়ে করার প্রস্তাব দিচ্ছি।’

নিনি লিখেছে, “ব্যাপারটা আমি বুঝি, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই। তোমার জানা উচিত, উনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন!”

‘বেশ প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করলাম।’ রানার চোখে চোখ রেখে স্মিত হাসল নিনি, যেন ঘন কালো মেঘ সরে গিয়ে উঁকি দিল ঝলমলে রোদ।

‘ধন্যবাদ। আমি কি...?’ রানা লিখেছে, “আর তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করো?”

‘অনুষ্ঠানটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো না?’ চোখ নামিয়ে রানার লেখা প্রশ্নটা দেখল নিনি, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল, হালকা সুরে কথা বললেও চেহারা আবার গম্ভীর আর বিষণ্ন হয়ে উঠল। পেন্সিলটা আবার নিল সে। লিখল, “হ্যাঁ। আমি প্রত্যাখ্যান করাতেই প্রতিশোধ হিসেবে তোমার সাথে

আমার বিয়ে দিচ্ছেন উনি। সব কথা পরে শুনো। কি প্রসঙ্গে যেন কথা বলছিলে?”

‘আমি তোমাকে চুমো খেতে পারি কিনা জানতে চাইছিলাম।’

রানার কথা শেষ হতে যা দেরি, নরম ঠোঁট দিয়ে ঘন ঘন চুমো খেলো নিনি। রানার মনে হলো, নিনি খন্দকার হয় একজন চুম্বন বিশেষজ্ঞ, নয়তো কখনোই কাউকে চুমো খাওয়ার অভিজ্ঞতা তার হয়নি।

দম নেয়ার অবসর পেয়ে রানা উপলব্ধি করল, সম্ভাব্য দুটো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। নির্বিঘ্নে নিজের কাজ সারার জন্যে নিনিকে ওর সাথে ভিড়িয়ে দিচ্ছে হিকমত, ওকে যেন ব্যস্ত রাখে মেয়েটা। আরেকটা ব্যাখ্যা হতে পারে, যৌন তাড়নার কারণে ওকে দরকার নিনির। কে জানে, হয়তো হাতে-পায়ে ধরে হিকমতকে রাজি করিয়েছে সে।

‘ওহ্, রানা!’ রানার কানে কানে ফিসফিস করল নিনি। ‘বিয়েটা আজ রাতেই হচ্ছে বলে আমি কৃতজ্ঞ। এখানে আমার করার কিছু নেই, সময় কাটে না...’

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। নোটবুকে লিখল, “আজ রাতে পালাবার প্ল্যান করব আমরা।”

সজোরে নিঃশ্বাস ফেলছে নিনি, অদৃশ্য শ্রোতাকে বোঝাতে চাইছে পরস্পরকে আলিঙ্গনের মধ্যে ধরে রেখেছে ওরা। সে লিখল, “ঠিক আছে, তবে ভুলে যেয়ো না যে আমার শরীরে বাঙালীর রক্ত বইছে। বিয়েটাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদন দিতে হলে কিছু আয়োজন দরকার হবে, রীতিনীতি মানতে হবে। যেমন, ফুলশয্যা ইত্যাদি। বলা যায় না, গোটা ব্যাপারটা থেকে

স্মরণীয় কিছু একটা পেয়েও যেতে পারি আমরা।”

মুখে বলল, ‘রানা, তুমি জানো না, সেই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই এটা চেয়েছি আমি।’ তার কথা আর সুরে এতটাই আন্তরিকতা প্রকাশ পেল যে রানার মনে হলো, সত্যি কথাই বলছে সে। আসলেও হয়তো অন্তরের কথা বেরিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি রানা লিখল, “বুঝেছি। তুমি সত্যি খুব ভাল মেয়ে।”

ওদেরকে বিয়ের বাঁধনে কেন জড়াচ্ছে হিকমত? প্রশ্নটার সম্ভাব্য একটা উত্তর ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় প্রতিশোধ নিচ্ছে লোকটা। সত্যিই কি তাই? শুধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওদের বিয়ে দেয়ার জন্যে এতটা উতলা হয়ে উঠেছে পীর হিকমত? তারপর ভাবল রানা, নিনি সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানা নেই ওর। আজ রাতেই পালাবার প্ল্যান তৈরি করা হবে, এ-কথা জানিয়ে দেয়ায় মেয়েটার সত্যিকার উদ্দেশ্য প্রকাশ পেতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। নিনি যদি হিকমতের চর হয়, হিকমতকে রানার প্ল্যানের কথা বলে দেবে। শুধু তাই নয়, রানার বিপজ্জনক প্ল্যানের সাথেও নিজেকে জড়াবে না। আর যদি মার্কিন সরকারের এজেন্ট হয়, রানার পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে সে, যাতে তার অ্যাসাইনমেন্ট সফল করতে পারে। অচিরেই জানতে পারবে রানা, নিনিকে বিশ্বাস করা যায় কিনা।

‘ওমা, এখন কি হবে!’ প্রায় আঁতকে উঠে রানার হাঁটু থেকে উঠে দাঁড়াল নিনি, এক হাতে চুল সরাল চোখ থেকে। মনে মনে স্বীকার করল রানা, মেয়েটা যতটা না সুন্দরী, তারচেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়া–কারণটা দু’কূল উপচানো নদীর মত যৌবন।

‘কি ব্যাপার?’

‘আমার তো পরার কিছু নেই, বিয়ে হবে কি করে?’ মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল নিনি, দুষ্ট হাসি ফুটল ঠোঁটে। ‘পরে কিছু এসে যাবে না, না হলেও চলবে, কিন্তু অনুষ্ঠানে কি পরব বলো তো?’

‘সত্যবাবা নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা করবেন,’ বলল রানা।

‘বোধহয়, হ্যাঁ।’ ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করল নিনি। ‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ–সব ব্যবস্থাই করবেন উনি, বিয়ে থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত। উনি আমাদের বাঁচতে দেবেন না, রানা। তুমিও তা জানো, তাই না?’

নিনির দিকে পিছন ফিরল রানা, ওর চোখের দৃষ্টি দেখতে দিতে চাইছে না। ‘সেক্ষেত্রে ঠেকাবার কোন একটা ব্যবস্থা করতে হবে,’ বলল ও।

পরে দেখা গেল, পীর হিকমত ওদের জন্যে আসলেও সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। প্রথমেই সে জানিয়ে দিল, বিয়েটা হবে সত্য সমিতির রীতি অনুসারে। বোঝা গেল, সেটা পাঁচমিশালী একটা ব্যাপার। কোত্থেকে বা কিভাবে কে জানে, রানার জন্যে পুরোদস্তুর চোস্ত পা'জামা, শেরওয়ানি আর স্বর্ণখচিত মুকুটের ব্যবস্থা করেছে সে। নাগরা পর্যন্ত বাদ পড়েনি।

এই মুহূর্তে, অনুষ্ঠানের জন্যে সাজানো উপাসনালয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে, রানাকে স্বীকার করতে হলো, হিকমতের ক্ষমতাকে ছোট করে দেখেছিল ও।

সানাইয়ের করুণ সুর থেমে গেল, তার বদলে অর্গ্যান-এ বেজে উঠল ব্রাইডাল মার্চ। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ল কামরার

সবগুলো আলো, মাঝখানের প্যাসেজটায় উজ্জ্বল আলো পড়ল স্পটলাইটের।

এ-সব দেখে অবাক হওয়ারই কথা রানার। প্রস্তুতির জন্যে মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় পেয়েছে হিকমত। তারমানে বিয়ের প্রস্তাবটা রানা গ্রহণ করার আগেই কাজ শুরু করেছে সে। ব্যাপারটা স্বস্তিকর নয়।

সুদর্শন লোকটা, দেহরক্ষী জনি, নিনির হাত ধরে প্যাসেজে উদয় হলো। খাঁটি সাদা সিল্কের একটা গাউন পরেছে নিনি, কোমরে গোঁজা গাউন বা স্কার্টটা অত্যন্ত চওড়া, কোমরের ওপর সেটা লো-কাট বডিস-এ রূপান্তরিত হয়েছে, তাতে এমব্রয়ডারির সূক্ষ্ম কাজ করা হয়েছে, অসংখ্য খুদে মুক্তোর সাহায্যে। তার মাথায় ইংরেজ কনেরা যেমন পরে, পাতলা ফিনফিনে একটা কাপড়ের আবরণ, তাতে মুখটাও ঢাকা পড়েছে, ঝুলে আছে দুই কাঁধ থেকে, তার পিছনে প্যাসেজের মেঝে পর্যন্ত বিস্তৃত আনন্দে ঝলমল করছে লাবণ্যময়ী কনের চেহারা, সাদা পোশাক পরা স্বর্গের দেবী যেন মিলিত হতে চলেছে মর্ত্যের কোন এক ভাগ্যবান পুরুষের সাথে।

কনের বেশে নিনির এগিয়ে আসা দেখতে দেখতে রানার মনে ঝড় বয়ে গেল। কোন দিন ভাবেনি ও, এ-ধরনের একটা অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে ওকে। দু'জনেই একমত হয়েছে, এই বিয়ের আইনগত কোন স্বীকৃতি থাকবে না, তবু রক্ত-মাংসের মানুষ ওরা, ওদের মন আছে, আছে কল্পনা শক্তি আর ভাবাবেগ। ঠিক এই মুহূর্তে কি ভাবছে নিনি? সে কি ব্যাপারটাকে স্রেফ অভিনয় বলে নিতে পারছে?

রানা লক্ষ করল, লাল আর সাদা ফুলের একটা তোড়া রয়েছে নিনির হাতে। ক্রীম কালারের সিল্ক ড্রেস পরেছে ডোনা, তার মাথায় রয়েছে ফুলের তৈরি একটা মুকুট। তারই মত ক্রীম কালারের ড্রেস পরেছে সমিতির তিনজন নারী সদস্যা, তাদের সাথে সার্জেন্ট বিল রেম্যানের মেয়ে মেরিও রয়েছে।

শুধু নিজেদের নয়, ভাবল রানা, আরও অনেক লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এই আয়োজন মেনে নিয়েছে ওরা। ওর পাশ থেকে বিড়বিড় করে উঠল সার্জেন্ট রেম্যান, 'আমার মেরির দিকে তাকান, বস্। ওর দাদীমা যদি ওকে দেখত এখন, কি বলত? কেঁদে বুক ভাসাত না? ওর স্বামীটিকে দেখুন,' হাত তুলে মেরির তরুণ স্বামীকে দেখাল সে। লোকটার দাড়ি রয়েছে, বয়স খুবই কম, ম্লান চেহারা, অত্যন্ত রোগা। বসে আছে প্যাসেজের পাশের একটা চেয়ারে। মেরি তাকে পাশ কাটাবার সময় ঢুলুঢুলু চোখে তার দিকে তাকাল লোকটা। 'চিন্তা করুন, কাকে বিয়ে করেছে আমার মেয়ে! ওটা তো একটা নেশাখোর মাতাল!'

রানার পাশে পৌঁছুল নিনি, ফুলের তোড়াটা ধরিয়ে দিল ডোনার হাতে, রানার চোখে চোখ রেখে স্বচ্ছ আবরণের ভেতর দিয়ে হাসল—এ-ধরনের হাসি শুধু প্রাণপ্রিয় প্রেমিককেই উপহার দিতে পারে মেয়েরা। রানা হয়তো, নিনির কাছে তাই-ই। চিন্তাটা রানাকে উদ্বিগ্ন করল না, উদ্বিগ্ন করে রেখেছে ভবিষ্যৎ চিন্তা। এখন থেকে প্রতি মুহূর্ত স্মরণ রাখতে হবে ওকে—ব্যাপারটা সত্যি নয়, আইনসম্মত নয়, কিছুই নয়।

সামনে এগিয়ে এসে মঞ্চের কিনারায় দাঁড়াল পীর হিকমত, উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'প্রিয় স্বর্গযাত্রী ভাই ও

বোনেরা, আমরা এখানে মিলিত হয়েছি এদের দু'জনের–মাসুদ রানা ও নিনি খন্দকারের–বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। বিয়েটা হবে সত্য সমিতির রীতি অনুসারে, কারণ আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে এই পবিত্র বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে ওরা দু'জন স্বর্গযাত্রীদের দলে নাম লেখাবে, যার ফলে আমাদের সবার মত ওরাও ঠাঁই পাবে স্বর্গে...'

আধঘণ্টা ধরে চলল বিয়ের অনুষ্ঠান। শুধু ইসলামিক নয়, খ্রিস্টান, ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মের রীতি ও আচার পালন করা হলো। সিল্কের একটা রুমাল দিয়ে ওদের দু'জনের হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। দেহরক্ষী জনি, নিনির বাবা হিসেবে, ভেলভেটের তৈরি একটা পার্স হাতবদল করল, তাতে বাংলাদেশী মুদ্রায় হাজার দুয়েক টাকা রয়েছে। রানা আর নিনি আঙটি বদল করল, একই সিলভার কাপ থেকে ওয়াইনে চুমুক দিল তিনবার করে। পা দিয়ে কাপড়ে ঢাকা একটা ওয়াইনগ্লাস ভাঙতে হলো রানাকে। এটা হলো, ব্যাখ্যা করল হিকমত, খাঁটি একজন স্বর্গযাত্রী আর স্বর্গের মাঝখানে বাধাস্বরূপ দাঁড়ানো যে-কোন শত্রুকে ধ্বংস করার প্রতীক। যতদূর জানে রানা, এটা একটা ইহুদি রীতি–মন্দির ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো নবদম্পতিদের মনে করিয়ে দেয়া যে বিয়ের পবিত্রতা ঠিকমত রক্ষা করা না হলে দাম্পত্য জীবনও এভাবে ভেঙে যেতে পারে।

সবশেষে ওদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করল পীর হিকমত। নিনির মুখের আবরণ সরিয়ে দেয়া হলো, বরকে অনুমতি দেয়া হলো কনেকে চুমু খাওয়ার।

নয়

পার্টির আয়োজন করা হয়েছে বড়সড় অ্যান্টিরুমে। উপস্থিত সব ক'জন স্বর্গযাত্রী যোগ দিল পার্টিতে। মুক্তহস্তে শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হলো, একে একে এগিয়ে এসে সত্য সমিতির সদস্যরা অভিনন্দন জানিয়ে গেল নবদম্পতিকে। দু'একজন সত্য সমিতির আদর্শ ব্যাখ্যা করে ছোটখাট বক্তৃতাও দিল। নিনির চোখে গভীর অনুরাগ আর ভালবাসা, সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানা উপলব্ধি করতে পারছে, যেহেতু সত্যিকার অর্থে মেয়েটার প্রেমে পড়া ওর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়, কাজেই তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আর দরদ দেখাতে হবে ওকে। ওর ভব্যতাবোধই ওকে বলে দিল, মেয়েটা যাতে না ভোগে সেজন্যে সাধ্যমত সব কিছু করতে হবে ওকে।

ইতোমধ্যে রাত গভীর হয়েছে, প্রায় দুটো বাজে। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা, যদিও ওর এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্রিটেনে আরও কিছু লোক মারা যাবে, পালাবার প্ল্যানটা ভোর হবার আগে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে না। তবে, আসল কাজটা হয়ে গেছে। কিভাবে পালাবে, প্ল্যানটা তৈরি হয়ে আছে মনে।

ভোর মানে আলো। গেস্টরুমের জানালার বাইরে কি আছে দেখার সুযোগ পাবে ওরা।

প্রচুর হৈ-চৈ, হাততালি আর রুচিহীন কৌতুকের মধ্যে দিয়ে

নবদম্পতিকে পথ দেখানো হলো গেস্ট চেম্বারের। কামরাগুলো নতুন করে সাজানো হয়েছে, ওদের বিয়ে উপলক্ষ্যে। বেডরুম হিসেবে যে কামরাটা আগেই বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা বন্ধ দেখাল রানা, তালা মারা। ব্রীফকেসটা রাখা হয়েছে মেইন সিটিংরুমে। টেবিলের ওপর স্তূপ করা হয়েছে ফুল, শ্যাম্পেন আর চকলেট। দেহরক্ষীদের একজন বলে গেল, ভোরে ওদের ঘুম ভাঙানো হবে না। ইতোমধ্যে পীর হিকমত ওদেরকে আভাসে জানিয়ে দিয়েছে, ওদের সাথে অন্তত দুই কি তিনদিন তার দেখা হবে না।

উদ্বেগ, অনুষ্ঠানের ঝামেলা, অনিদ্রা ইত্যাদি কারণে ক্লান্তি বোধ করছে রানা। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল ও। দাঁত ব্রাশ করে, হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখল শুধু অন্তর্বাস পরে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিনি। 'দেখো, রানা!' নিঃশব্দ, দুষ্ট হাসির ঝিলিক তুলে বলল সে, 'পরার জন্যে কি কি পেয়েছি আমি।' প্রতিটি কাপড় আঙুল দিয়ে দেখাল সে। 'কয়েকটা নতুন, কয়েকটা পুরানো, কিছু ধার করা–সবই নীল।' রানার দিকে এগিয়ে এল সে, অর্ধনগ্ন শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল ওকে, বিছানার দিকে টানছে। তার এই আহ্বান ও আকর্ষণ শুধু বোধহয় মুনি-ঋষিদের পক্ষেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব, আর সবার আগে স্বীকার করবে রানা সাধুভাব ওর ভেতর খুব একটা শক্তিশালী বা সক্রিয় নয়।

নিনিকে প্রশ্ন করার জন্যে ভোরের প্রথম লগ্নটা বেছে নিল রানা। চাদরের অনেক নিচে রয়েছে ওরা, মাইক্রোফোনে ওদের আওয়াজ পৌঁছুবে না। 'তুমি বললে, হিকমত তোমাকে বিয়ে

করতে চেয়েছিল।'

'আমাকে সে রাজরানী হবার লোভ দেখায়। বলল, দুনিয়ার সবচেয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করার এই সুযোগটা ছেড়ো না। তবে...'

'তবে কি?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'সে জানে তার সঙ্গতি বা ক্ষমতা সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে আমার, তারপরও মনে হলো বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সে যেন নিজের কাছে কিছু একটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।'

'কি হতে পারে সেটা?'

'আইআরসি-র তরফ থেকে আমি তার শত্রু, শত্রুকে নিজের বাঁদী বা আজ্ঞাবহ বানাবার মধ্যে প্রতিশোধ চরিতার্থের একটা ব্যাপার আছে না? হিকমত যেন প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল তার যে বিপুল ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার বলে যে-কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে সে। লোকটা কেন যে আমাকে সরাসরি খুন করল না, সেটাই আশ্চর্য।'

'উত্তরে তুমি কি বললে?'

'বললাম, গো টু হেল।' চাদরের ভেতর চাপাস্বরে হাসল নিনি।

'অথচ লোকটা তোমাকে খুন করল না। ব্যাপারটা শেষ হলো কিভাবে?'

'রাগে থরথর করে কাঁপছিল। ভয় দেখাল, হুমকি দিয়ে বলল আমাকে প্রচণ্ড ভোগাবে সে। তারপর শান্ত হয়ে গেল, বলল, আমি যদি তাকে বিয়ে না করি, অন্য কারও সাথে আমার বিয়ে দেবে। তখনই আমি জানতাম, মানে আন্দাজ করেছিলাম,

তোমার কথা বলতে চাইছে।'

'তারপর?'

'বলল, সে প্রতিজ্ঞা করেছে, বিয়ের একটা অনুষ্ঠান হতেই হবে। ইচ্ছাটা যেন তার ঘাড়ে ভূতের মত সওয়ার হয়ে বসে। বদ্ধ উন্মাদ একটা লোক, তুমি বোঝো তো, রানা?'

'বুঝি বৈকি।'

'মনে হলো, তার প্ল্যানের সাথে বিয়েটার কি যেন একটা সম্পর্ক আছে। তুমি তো জানোই, সাংঘাতিক একটা অপারেশনের মাঝপথে রয়েছে সে, আর...'

'জানি।'

'...আর, ওই অপারেশন সফল করার জন্যে বিয়েটা খুব জরুরী, এ-ধরনের একটা কুসংস্কার তাকে পেয়ে বসেছে। যেন তার প্ল্যানের সাফল্য নির্ভর করছে আমার বিয়ে হওয়ার ওপর, কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠানটা হবার ওপর।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল রানা। বিয়ে রহস্যের একটা ব্যাখ্যা পাচ্ছে ও। ধর্ম-ব্যবসায়ী হলেও, নিজের বক্তব্য আর শ্লোগানে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে পীর হিকমত ওরফে সত্যবাবা। বড় ধরনের একটা অপারেশনে হাত দেয়ার পর প্রাচীন একটা কুসংস্কার পেয়ে বসেছে তাকে—বড় কোন সাফল্যের মুখ দেখতে হলে সৃষ্টিকর্তার নামে কিছু বলি দিতে হবে।

নিনি যেন বুঝতে পারল কি ভাবছে রানা, বলল, 'বিয়েটাকে স্যাক্রিফাইস হিসেবে দেখছে হিকমত। আমাকে বলল, দু'দিনের জন্যে জীবনটা ভোগ করার সুযোগ দেব তোমাকে।'

‘তারপর, আর কি বলল?’

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল নিনি। তারপর বলল, ‘রানা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কোন ইচ্ছে তার নেই?’

মাথা ঝাঁকাল রানা।

‘সে বলল, বিয়ের পর অপেক্ষা করবে, তারপর, অপারেশনটা শেষ হলেই, এমন ব্যবস্থা করবে যাতে বর আর কনে দু’জনেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। দুনিয়ার বুকে তার কি ক্ষমতা, আমাদের নাকি জানা দরকার। বলল, তোমরা মারা যাবে, তবে ধীরে ধীরে...,’ ঢোক গিলল নিনি, চোখে টলমল করছে পানি। ‘আমার ভয় করছে, রানা—ভীষণ ভয় করছে। আমাদের জন্যে সত্যি সাংঘাতিক কিছু ভেবে রেখেছে লোকটা। ও মানুষ নয়, রানা!’ রানাকে আঁকড়ে ধরল সে, যেন রানার শক্ত, পুরুষালি শরীরের ভেতর নিরাপদ আশ্রয় আছে।

‘শোনো, নিনি,’ বলল রানা। ‘এত ভয় পাবার কিছু নেই। ভেবো না একেবারে অসহায় আমরা।’

‘অসহায় নই তো কি?’ ফুঁপিয়ে উঠল নিনি, রানার বুকে মুখ ঘষল। ‘বুঝতে পারছ না, এখান থেকে পালাবার কোন উপায় নেই আমাদের!’

‘শোনো, আমার ব্রীফকেসে ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস আছে।’ এখুনি নয়, আরও পরে কোন এক সময় নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করবে রানা।

‘কি আছে?’ কান্না থেমে গেল নিনির।

‘পরে বলব।’

‘তোমার কোন প্ল্যান আছে?’ জানতে চাইল নিনি, এখন আর ফোঁপাচ্ছে না সে।

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা, আশা করল, প্ল্যানটা কি জানার জন্যে জেদ ধরবে নিনি, কিন্তু না, তা করল না।

বিছানায় সারারাতই জেগে ছিল নবদম্পতিটি, পরস্পরকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কাজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু ঘুমোবার কথা ভাবল না কেউ। গল্প করল ওরা, নিজেদের জীবনের কথা বলল, স্মরণ করল ছেলেবেলা, কি কি পছন্দ করে বা করে না। নিনি খন্দকার, রানা আবিষ্কার করল, অত্যন্ত সিরিয়াস টাইপের মেয়ে, তবে কৌতুক আর হাস্যরস থেকে বঞ্চিত নয়, তার মন আর দৈহিক শক্তিও কম নয়। যাকে সেনস অভ হিউমার বলা হয়, দেখা গেল অনেকক্ষেত্রেই মেলে ওদের। দু’জনেই আবিষ্কার করল, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার পিছনে একমাত্র কারণ সেক্স নয়, আরও কি যেন একটা আছে। প্রেম ও বন্ধুত্ব, দুটোই ওদের মধ্যে স্থায়ী আসন গাড়তে পারে।

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল নিনি। বিছানা থেকে নেমে পা টিপে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। এক ঘণ্টার মধ্যে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠবে। লক্ষ করল, এরই মধ্যে ফ্লাডলাইটগুলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিছানায় নড়ে উঠল নিনি, অস্ফুটে ওর নাম ধরে ডাকল, গলাটা খসখসে, ‘তুমি পাশে নেই কেন, রানা? আমি এখন আর ক্লান্ত নই।’

বিকেলটা উজ্জ্বল আর পরিষ্কার, গোটা আকাশ জুড়ে একাই

রাজত্ব করছে সূর্য, কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। সৈকত আর সাগরের ওপর ঝাঁক বেঁধে উড়ছে পেলিক্যান, গোত্তা খেয়ে নিচের দিকে নামছে, সমুদ্র থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিচ্ছে খোরাক। বহুদূরে, পানির কিনারায় কালো বিন্দুগুলো দেখে চিনতে পারল রানা–স্যান্ডপাইপার।

নীলিমা থেকে গোত্তা খেয়ে টেন পাইনস-এর দিকে নেমে এল লাল একটা বাইপ্লেন। ট্যুরিস্টদের নিয়ে দ্বীপের ওপর দিয়ে এ-ধরনের প্লেন প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্লেন সোজা করে নিল পাইলট, তারপর খাড়া করল, যেন লেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা, কয়েক সেকেন্ড খাড়াভাবে ওপরে ওঠার পর ডিগবাজি খেলো কয়েকটা। পাইলটের এ-ধরনের বিপজ্জনক কসরৎ ট্যুরিস্টদের ভাল লাগার কথা নয়, ভাবল রানা। গলাকাটা ভাড়া দিতে হয় তাদের।

তিনবার ফিরে এল প্লেনটা। মনটা খুঁত খুঁত করছে রানার। হিকমতের আস্তানা কাছ থেকে দেখার জন্যে ট্যুরিস্টরা কি এতটা সময় নষ্ট করবে? ব্যাপারটা কি স্বাভাবিক? ওর কি উচিত আরও একটা দিন অপেক্ষা করা, একদিন কিংবা দু'দিন? উঁহুঁ, না, আর দেরি করলে অনেক বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।

প্ল্যানটা আরেকবার স্মরণ করল রানা।

প্রথম কাজ, জানালা থেকে আগাছা ভরা জলাভূমির দূরত্ব মাপা। আসল বিপদ এই জায়গাটুকু পেরোনো। ওয়াটার মোকাসিনের কলোনি রয়েছে ওখানে। দিনের প্রথম ভাগে চোখ দিয়ে মাপার চেষ্টা করেছে রানা, জানালার গোড়া থেকে জলাভূমিটা বিশ কদম দূরে হবে। আরও দশ কদম এগোলে

নিরাপদ সৈকতে উঠতে পারবে ও।

বিছানায় আবার উঠল রানা, আবার চাদরের তলায় মাথা ঢেকে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করে শোনাল নিনিকে। হিকমত আর তার লোকজন ব্রীফকেসটা সার্চ করেছে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এখানে একটা চুল, ওখানে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি রেখেছিল রানা, একটাকেও আগের জায়গায় পায়নি। তবে জেসমিনের টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে পারেনি ওরা। কোন গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যায়নি।

ব্রীফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টে লোড করা কমপ্যাক্ট নাইনএমএম ব্রাউনিংটা রয়েছে, সাথে দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন। ছোট একটা মেডিকেল কিট রয়েছে, যদিও ওয়াটার মোকাসিন কামড় দিলে ওটা কোন সাহায্যে আসবে না। তারপর আছে এক সেট লক-পিকিং ইকুইপমেন্ট, এক প্রস্থ তার, নয় ইঞ্চি লম্বা একটা ছোরা, সেটাকে করাত বা ফাইল হিসেবেও কাজে লাগানো যায়, সুইস আর্মি নাইফের মত আরও অনেক কাজে লাগে।

আর রয়েছে ওয়াক্সপেপারে মোড়া প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের এক ডজন স্ট্রিপ, প্রতিটি আকারে চুইংগাম স্টিকের মত। এগুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রাখা হয়েছে ডিটোনেটর আর ফিউজ। নিনিকে বিস্ফোরকের কথা বলল রানা, পিস্তল আর অন্যান্য ইকুইপমেন্টের কথা চেপে গেল।

জলাভূমির বিপদটা ব্যাখ্যা করার পর রানা বলল, নিরাপদে ওদের সৈকতে পৌঁছুনোর সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও কম। ইতোমধ্যে নিনি ওকে জানিয়েছে, মোটামুটি সাঁতার জানে সে, খুব ভাল নয়। তারমানে, রানাকে ওর সাঁতারের গতি নিনির পর্যায়ে

নামিয়ে আনতে হবে, যদি ওরা সাগরে নামার সুযোগ পায়।

'প্লাস্টিকের সাহায্যে তিনটে বড় চার্জ সেট করব আমি। প্রতিটি চার্জের জন্যে দুটো করে স্টিক, তাতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে,' চাদরের তলায় ফিসফিস করল রানা, চুমো আর আদর বিনিময়ের ফাঁকে। জানাল, তিনটে ইলেকট্রিক ফিউজ আছে, সেগুলোর সাহায্যে প্রতিটি বিস্ফোরণকে দুই থেকে দশ সেকেন্ড পর্যন্ত দেরি করিয়ে দিতে পারবে ও। 'প্রথমটা দু'সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হবে, দ্বিতীয়টা চার সেকেন্ড পর, শেষেরটা আট সেকেন্ড।'

অপারেশনটা সহজ আর সাধারণ, কিন্তু সময়ের চুলচেরা হিসেব থাকতে হবে, দরকার হবে গভীর একাগ্রতা আর স্থির মনোযোগ। 'কামরা থেকে বেরুবার পর, জানালার বাইরে নেমে, যতক্ষণ না চোখে অন্ধকার সয়ে আসে, অনড় দাঁড়িয়ে থাকব আমরা। আমি তোমাকে খোঁচা দেব, তারপরই সোজা জলাভূমির দিকে ছুটব আমরা।' নিনিকে ওর সাথে, পাশাপাশি থাকতে হবে, গুনতে হবে পদক্ষেপগুলো। 'প্লাস্টিক বোমাগুলো আমার দায়িত্বে ছেড়ে দেবে তুমি,' বলল ও। 'আমি ওগুলো সময়মত ছুঁড়ব–সবচেয়ে লম্বা ফিউজেরটা প্রথমে, তারপর দু'নম্বরটা, সবশেষে ছোট ফিউজেরটা। এভাবে–যদি ঠিকমত ছুঁড়তে পারি–বিস্ফোরণগুলো প্রায় একসাথে ঘটবে। হিসেবে যদি ভুল না করি, বিস্ফোরণের ফলে জলাভূমির ভেতর দিয়ে একটা পথ তৈরি হয়ে যাবে। বিস্ফোরণের চারদিকে কিছুই বেঁচে থাকবে না, দু'দিকে কয়েক ফুটের মধ্যে কোন সাপ থাকলে অসাড় হয়ে যাবে। তবু, ভুলো না, অত্যন্ত আক্রমণাত্মক স্বভাব ওগুলোর।

'আমরা সোজা একটা পথ ধরে জলাভূমি পেরুব, চেষ্টা করব পথটা সেভাবেই যেন তৈরি হয়। নিশানা ঠিক থাকলে, আর ভাগ্য যদি সহায়তা করে, সৈকত হয়ে সাগরে পৌঁছুব আমরা। কিন্তু, মনে রেখো, জলাভূমি পেরুবার সময় তীরের মত ছুটতে হবে আমাদের। বোমার তৈরি পথটা পেরুতে সময় রাখছি আমি ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম। আমার যদি ভুল হয়, অথবা ওই পথে যদি সাপ থাকে একটা, এমনকি পথের কাছাকাছিও যদি থাকে, বিস্ফোরণে যদি ওটা মারা না যায় বা অবশ না হয়, তাহলে কি হবে?

'তাহলে আমাদের একজন কামড় খাবে। তা যদি ঘটে, দু'জনের মধ্যে যে অক্ষত সে থামবে না। সাগরে যদি পৌঁছুতে পারি, ডান দিকে সাঁতরাব আমরা—আমার ধারণা, প্ল্যানটেশন-এর ডান ঘেঁষে রয়েছি আমরা। তীরে ওঠার আগে সাঁতার কেটে অনেকটা দূর যেতে হবে আমাদের, কারণ আমার সন্দেহ হিকমত তার বাড়ির বাইরে বহুদূর পর্যন্ত মাইন পুঁতে রেখেছে।'

'তুমি কি সত্যি চাইছ।...মানে সাপের কামড়টা যদি সিরিয়াস হয়, তোমাকে ফেলে পালাতে হবে আমাকে?' নিচু গলায়, ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে জানতে চাইল নিনি।

'ওখানে থাকা মানে মৃত্যু।'

কয়েক সেকেন্ড কথা বলল না নিনি, তারপর রানাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে রাখল দু'হাতে। 'ডার্লিং, এখন আর তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কিনা জানি না।'

'বোকার মত কথা বোলো না, নিনি। অতটা গুরুত্ব কারও নেই। তাছাড়া, শুধু নিজেদের নয়, আরও লোকের কথা ভাবতে

হবে আমাদের। যেভাবে হোক, হিকমতকে থামাতে হবে। কাজেই আমি যদি পড়ে যাই বা পিছিয়ে পড়ি, তুমি থামবে না–বুঝতে পারছ?'

এবার নিয়ে দু'বার রানাকে জিজ্ঞেস করল নিনি, ওদের সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু। মিথ্যে বলে তেমন কোন লাভ নেই। মেয়েটার সাথে সৎ হওয়া দরকার বলে উপলব্ধি করল রানা। 'তুমি যদি পিছিয়ে যেতে চাও, আমাকে বলো, নিনি। জলাভূমি পেরিয়ে সৈকতে পৌঁছুনোর সম্ভাবনা শতকরা হিসেবে কম। তবে সাগরে নামতে পারলে, ধরো...ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

মন খারাপ করে থাকলেও, নিনি জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কি হবে? ধরো তুমি পিছনে রয়ে গেলে?'

'যদি পালাতে পারো, তোমার প্রথম কাজ হবে পুলিসকে টেলিফোন করা,' বলল রানা। 'তোমার সাথে আমি যদি না থাকি, তাহলে হাজার হাজার লোককে বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপবে।' অনেক কথাই চেপে যাচ্ছে রানা, বলার প্রয়োজন বোধ করছে না। ও যদি বেঁচে থাকে, কিংবা দু'জনেই যদি বিপদ কাটিয়ে ওঠে, তাহলে সম্পূর্ণ অন্য একটা প্ল্যান ধরে কাজ করবে রানা। স্থানীয় পুলিসের সাথে যোগাযোগ করবে না ও, ফোন করবে বিশেষ একটা নম্বরে।

প্লেনটার কথা ফিরে এল ওর মনে। ওরা কি হিকমতের দরজায় নক করার প্রস্তুতি নিচ্ছে–শটগান আর টিয়ার গ্যাস নিয়ে? এখান থেকে পালাবার পরপরই যদি ওদের সাথে যোগাযোগ করা যায়, সত্য সমিতির সদস্যরা পালাবার সুযোগ পাবে না। কারণ ওর জানা আছে, খবর পাবার সাথে সাথে সাড়া দেবে ওরা।

রাতের অন্ধকারে, চোরের মত, ডাইনিং হলে একবার ঢুকতে পারলে হত। ম্যাপটা আরেকবার দেখা দরকার, কাছ থেকে। মিটমিট করা খুদে আলোয় সমস্ত তথ্য দেখার সুযোগ হত ওর। একবার চেষ্টা করে দেখবে ও, তবে এখন নয়।

প্ল্যানটা বারকয়েক ব্যাখ্যা করতে হলো রানাকে, বারবার প্রশ্ন করে খুঁটিনাটি সমস্ত জেনে নিল নিনি। সন্ধ্যা নামছে, দু'জনেই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, তাকিয়ে আছে জলাভূমির দিকে—ওটা পেরিয়েই নিরাপদ সৈকতে পৌঁছুতে হবে ওদের।

দিনের বেলা শ্লেষ মাখা হাসি নিয়ে আসা-যাওয়া করেছে দেহরক্ষীরা, খাবার দিয়ে গেছে, সরিয়ে নিয়ে গেছে এঁটো বাসন-কোসন। ডিনারের আগে বাথরূমে ঢুকল রানা, ভেতর থেকে বন্ধ করল দরজাটা। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে কাজ শুরু করল ও। ব্রীফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টটা খুলে বোমা তৈরির উপাদানগুলো বের করল।

ধীরে সুস্থে কাজ করল রানা। ইলেকট্রনিক ফিউজগুলো বারবার চেক করল। তারপর ওগুলো আলাদা আলাদা জায়গায় লুকিয়ে রাখল—একটা গোপন কমপার্টমেন্টে, একটা বাথরূম কেবিনেটে, শেষটা ব্রীফকেসেই। ওর জানা আছে, কোন্ ফিউজটা কোন্ প্লাস্টিক বোমার জন্যে সেট করা হয়েছে। বাকি সব সরঞ্জাম তালা দিয়ে রাখল ও। বাথরূম থেকে বেরুবার আগে আরেকটা কাজ সেরে নিল।

বাথরূমের ভেতর অনেকগুলো শাওয়ার ক্যাপ রয়েছে, সবগুলোয় নামকরা হোটেলের লেবেল সাঁটা। এক প্রস্থ তারের সাহায্যে চমৎকার একটা ওয়াটারপ্রূফ হোলস্টার তৈরি করে

ফেলল রানা। ব্রাউনিংটার জন্যে নিরাপদ একটা খাপ তৈরি হলো, সাগরের পানিতে ওঠার কোন ক্ষতি হবে না।

ডিনারের পর লক্ষ করল রানা, অস্থির হয়ে উঠছে নিনি। ভাগ্যে কি আছে জানা নেই, আজই হয়তো জীবনের শেষ দিন, চোখে ফুটে উঠেছে সন্ত্রস্ত একটা ভাব। স্থির হয়ে বসতে পারছে না, ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

এঁটো বাসন-কোসন নিয়ে গেল দেহরক্ষীরা। বিছানায় ওঠার আগে শাওয়ার সারল ওরা। জানালা থেকে লাফ দেয়ার জন্যে সময় ঠিক করেছে রানা ভোর সাড়ে চারটে।

বিছানায়, রানার পাশে, ভয়ে আর উদ্বেগে কাঁপছে নিনি।

'এখনও সময় আছে, তুমি থেকে গেলেও পারো,' চাদরের তলায় মাথা গলিয়ে ফিসফিস করল রানা। 'ইচ্ছে করলে আমি বাড়ির সামনে দিয়েও বোমা ফাটিয়ে চলে যেতে পারি, তবে আমার বিচারে সামনের চেয়ে পিছনের পথটা কম বিপজ্জনক। সাপগুলো অবশ হতে বাধ্য। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জলাভূমিটা পেরিয়ে যাব আমরা। ওগুলো আমাদের পিছু নেবে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'আর যদি সামনে দিয়ে যাও?'

'হিকমতের লোকেরা স্রেফ গুলি করে ফেলে দেবে আমাদের। বোমা থেকে বাঁচার জন্যে আড়াল পাবে ওরা। বাড়ির কোথায় কি আছে আমাদের চেয়ে ওরা ভাল জানে।'

'চিন্তা কোরো না, রানা।' রানার বুকের সাথে সেঁটে এল নিনি। 'আমি যাচ্ছি। দেখো, তোমাকে আমি হতাশ করব না। এই মুহূর্তে আদর দরকার আমার...আমাকে ভালবাস,

রানা.··ওটাই সেরা টনিক।'

মাঝরাতের খানিক আগে বাথরুমে ঢুকল রানা, বোমা তিনটে বের করে আনল। সবগুলো বাম হাতে বহন করবে ও, ছোঁড়ার ভঙ্গিতে। ওয়েস্টব্যান্ডে থাকবে ব্রাউনিংটা, বেল্টে আটকানো হাতে তৈরি হোলস্টারে যে-কোন মুহূর্তে ভরা যাবে। ছুরি আর অন্যান্য জিনিস বিভিন্ন পকেটে ঢুকবে।

বিছানায় ফিরে এল বটে, কিন্তু ঘুম এল না। নিনিও ঘুমাতে পারছে না, কাজেই আবার একডোজ টনিকের পর পরস্পরের বাহুতে বিশ্রাম নিল, যতক্ষণ না রওনা হবার সময় হলো।

মাইক্রোফোনের ভয়ে নিঃশব্দে কাপড় পরল ওরা। চারটে পঁচিশে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন, কখন কি করতে হবে সব একে একে স্মরণ করছে রানা।

বাইরে ইতোমধ্যে ফ্লাডলাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। কাঁটায় কাঁটায় চারটে ত্রিশ মিনিটে মাথা ঝাঁকাল রানা।

আধো অন্ধকারে রানার বেল্টটা খামচে ধরল নিনি। এক গজের মত সামনে এগিয়েছে ওরা, রানা অনুভব করল নিরেট কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেলো ও, সম্ভবত কোন পাঁচিলের সাথে।

ওদের চারদিকে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল, পরমুহূর্তে এল আলোর বন্যা, নিজেদের প্রতিচ্ছবি প্রতিটি দিক থেকে ঘিরে ফেলল ওদের।

ঘটনাটা যখন ঘটছে, এক পলকে কৌশলটা কিভাবে কাজ করছে বুঝে ফেলল রানা। জানালার ভেতর থেকে বাইরে তাকালে তুমি শুধু দৃষ্টিভ্রমেরই শিকার হবে। বাইরে পা ফেলা মানেই বড় একটা বাক্সের ভেতর আটকা পড়েছ তুমি—বাক্সটা বাথরূমের মত

বড়সড়, পুরোটাই কাঁচ দিয়ে তৈরি, কোণগুলো তীক্ষ্ণ নয়, বাঁকাল–ফলে বোঝার কোন উপায় নেই যে ওগুলো কাঁচ। যে-ই মাত্র তুমি বাক্সের ভেতর ঢুকলে, স্লাইডিং ডোরটা তোমার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল, সেই সাথে মাথার ওপরে জ্বলে উঠল আলোটা। নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখে দিক্‌ভ্রান্ত বোধ করার কারণটা হলো, কাঁচগুলোর ওপর এমন কারিগরি ফলানো হয়েছে যে মাথার ওপর প্রকাণ্ড আলোটা জ্বলে উঠলেই দেয়ালগুলো হয়ে ওঠে নিখুঁত আয়না।

হিকমত বলেছিল, প্রকৃতির প্রহরার সাথে তার নিজের কিছু ব্যবস্থাও করা আছে। এটাই তাহলে তার ব্যবস্থা।

আলো জ্বলে ওঠার মুহূর্ত থেকে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে নিনি, আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা চিরে। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁচ ভেদ করে বাক্সটা থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সে।

বাক্সের বাইরে, গ্রাউন্ড লেভেলে লম্বা গ্রিল খুলে গেছে। গ্রিলগুলো থেকে, যেন কোন অদৃশ্য শক্তির তাড়া খেয়ে, সড়সড় করে এগিয়ে এল কাঁকড়া বিছের দল–একেকটা মস্ত বড়, তীব্র আলোয় যেমন ভয় পেয়েছে তেমনি রেগে গেছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে এল ওগুলো, দশটা বিশটা করে নয়, মনে হলো যেন কয়েকশো বিছের মিছিল, আসছে তো আসছেই। কিছু খসে পড়ল কাঁচ দিয়ে ঘেরা বাক্সটার মাথা থেকে, বাকিগুলো কাঁচের দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিছু কিছু নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মারা পড়ল, যদিও মিছিলের গতি তাতে একটুও শ্লথ হলো না। আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে রানা, হতভম্ব চেহারা। কাঁচের

দেয়ালে বাড়ি খেয়ে পিছিয়ে এসেছে নিনি, কাঁকড়া বিছে দেখে আবার চিৎকার শুরু করেছে, জাপটে ধরে আছে রানাকে। দুই চোখ বিস্ফারিত। বিষাক্ত পোকাগুলোর মত রানার শরীরের চামড়াও যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে। মস্তিষ্ক কাজ করছে না এই মুহূর্তে, শুধু বুঝতে পারছে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে হাজার হাজার বিছে, পিছনের লেজ গুটানো, হুলগুলো দেখা যাচ্ছে, কামড় দেয়ার জন্যে তৈরি।

নিনির বিরতিহীন চিৎকার রানার মাথায় যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে, মেয়েটার আতঙ্ক রানার চেহারায় নিঃশব্দে ছাপ ফেলল, যদিও চিৎকারটা ওর মস্তিষ্ক হয়ে ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছুল না।

দশ

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঝট করে ব্রাউনিঙের দিকে হাত বাড়াল রানা, চিৎকার করল, 'মুখ ঢাকো!' প্রার্থনা করল, কাঁচটা যেন আনব্রেকেবল না হয়, তারপর গুলি করল পরপর তিনটে–ওপরে, মাঝখানে, নিচে।

এ এমন বিভীষিকাময় পরিবেশ, চাইলেও ভুলে থাকা যায় না–কাঁচের একটা বাক্সের ভেতর বন্দী তুমি, চারদিকে আয়না থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো, চারপাশে কয়েকশো কাঁকড়া বিছে, প্রতি সেকেন্ডে দ্বিগুণ হচ্ছে সংখ্যায়। কোন পরিশ্রম করেনি, তবু হাঁপাচ্ছে রানা, আবার চিৎকার করল,

'শান্ত হও! প্ল্যান ঠিক আছে! প্রতিটি পদক্ষেপ গুনবে!'

ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে কাঁচের দেয়াল, তাজা আর ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে বাক্সের ভেতর। দেয়ালের মাঝখানে বড় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, কিনারাগুলো কোথাও চোখা আর ধারাল, কোথাও এবড়োখেবড়ো। কাঁধে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা খেলো রানা, জ্যাকেট আর শার্ট ভেদ করে গেছে। ওর পাশেই রয়েছে নিনি, বড় একটা শ্বাস টেনে বুকটা ভরে নিল বাতাসে, খামচে ধরে আছে রানার কোমরের বেল্ট।

'মুভ!' স্বাভাবিকভাবে জলাভূমির দিকে ছুটল ওরা–দশ পা, বারো পা...বিশ পা। ডান হাত দিয়ে প্রথম বোমাটা স্পর্শ করল রানা, হাতটা ওপর দিকে উঠে এল, পুশ করল ডিটোনেটর, ফিউজ সচল হলো, পরমুহূর্তে সোজা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। দ্বিতীয় বোমাটা ছোঁড়ার আগে আরও দু'পা এগোল ওরা, দু'পা এগোল তৃতীয় বোমাটা ছোঁড়ার আগেও–শেষেরটা মাটিতে পড়েছে কি পড়েনি, প্রথম বোমাটা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো, ঝলসে উঠল গোলাপী আগুন।

বাকি দুটো বোমা প্রায় একই সাথে ফাটল, সেই সাথে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা। খুদে বোমাগুলো জায়গামত পড়েছে, জলাভূমির মাঝখান দিয়ে ওদের জন্যে তৈরি করে দিয়েছে একটা ট্রেঞ্চ। আবছা আলোর ভেতর পোড়া ও কালচে আগাছাগুলো পথ দেখাল ওদের।

'আরও জোরে, নিনি, আরও জোরে!' ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে প্রাণ হাতে করে ছুটছে ওরা, চারদিকে ছিটকে পড়ছে পানি আর কাদা, পিছলে যাচ্ছে পা।

সামনের সৈকত আর বেশি দূরে নয়, নিনির কেঁদে ওঠার শব্দ পেল রানা, দেখল ওদের বাম দিকে আগাছার ভেতর কি যেন দ্রুতবেগে নড়ছে।

আবার ব্রাউনিংটা হাতে নিল রানা, কাঁচের বাক্স থেকে বেরুবার সময় ওয়েস্টব্যান্ডে ফিরে গিয়েছিল ওটা। নড়াচড়াটা লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল ও।

এই সময় ককিয়ে উঠল নিনি, 'রানা! মাগো! রানা!' রানা অনুভব করল, বেল্ট ধরে টানছে নিনি, কিন্তু ইতোমধ্যে সৈকতে পৌঁছে গেছে ওরা, এখন আর থামার কোন প্রশ্ন ওঠে না। বেল্টের সাথে ঝুলে থাকা হোলস্টারে পিস্তলটা গুঁজে রাখল ও, নিনিকে সাথে রাখার জন্যে দুটো হাতই ব্যবহার করল। এখনও পা ফেলতে পারছে নিনি, কিন্তু হাঁটুতে যেন জোর নেই, প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে।

ওরা প্রায় পানির কিনারায় চলে এসেছে, ওদের সামনে নুড়ি পাথর আর বালির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে পানি, এই সময় শব্দটা কানে এল। মনে হলো অনেক দূরে কোথাও হলো শব্দটা। তবে চিনতে পারল রানা, শটগানের আওয়াজ। রেঞ্জের অনেক বাইরে থেকে খামোকা গুলি করেছে কেউ।

সাদা ফেনা রানার গোড়ালি ধুয়ে দিল, তাড়াতাড়ি হাঁটু সমান সাগরে নেমে এল ও। তারপর ঝাঁপ দিল পানিতে, অনুভব করল নিনিকে টেনে আনতে হচ্ছে।

'সাঁতরাও, নিনি, সাঁতরাও! কি করছ, বলছি না সাঁতরাও!'

নিনি নয়, যেন একটা বালিভর্তি বস্তা। গোঙাচ্ছে সে, গুন গুন করে কি যেন বলছে। মায়া হলো রানার, বেচারি হাঁপিয়ে গেছে।

জিনের সাথে রোলনেক পরেছে নিনি, মুঠোর ভেতর সেটা ধরে তাকে ভাসিয়ে রেখেছে রানা, সাথে নিয়ে সাঁতরাচ্ছে। রানার মত সে-ও কোন জুতো পরেনি। দু'জনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল খালি পায়ে জলাভূমি পেরোনো সহজ হবে।

পানিতে পিঠ দিল রানা, অসাড় মেয়েটাকে চিৎ করল, তার দুই বগলের নিচেটা ধরে আছে, ফলে তার মাথার পিছনটা থাকল ওর বুকের ওপর। এরপর রানা সর্বশক্তি দিয়ে পা ছুঁড়তে শুরু করল, চারদিকে পানি ছিটিয়ে দ্রুত এগোচ্ছে। সারাটা পথ কথা বলল রানা, নিনিকে অভয় দিল—যদি বাঁচি দু'জনই বাঁচব, একসাথে বাঁচব। জানে না, বুঝতে পারছে না, ওর হাতের বোঝাটা আরও ভারী হয়ে উঠছে।

সচল সাগর এবার আলোড়িত হলো, ঢেউগুলো মাঝে মধ্যেই ডুবিয়ে দিচ্ছে ওর মাথা। একবার, ছোট একটা ঢেউয়ের তলা থেকে মাথা তুলে, মুখ থেকে লোনা পানি ফেলার সময়, আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেল রানা, সৈকত বা বাড়িটার আশপাশ থেকে নয়, আরও অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

পাঁচ মিনিট পর এঞ্জিনের আওয়াজ পেল রানা। হতাশায় ছেয়ে গেল মন। হিকমতের লোকেরা বোট নিয়ে আসছে। আরও জোরে পা ছুঁড়ল রানা, জানে একটা বোটের সাথে প্রতিযোগিতায় পারবে না সে। একটা ঢেউ এসে ডুবিয়ে দিল ওকে, ধাক্কা দিয়ে শরীরটাকে ঠেলে দিল ডান দিকে। ঢেউটা সরে গেলেই থামতে হবে ওকে, দেখতে হবে কোন্ দিকে যাচ্ছে ওরা।

কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউটা এল প্রায় একই সময়ে। আবার মাথা তুলে নিনির উদ্দেশ্যে চিৎকার করল রানা, 'হাল ছেড়ো না। পা

ছোঁড়ো! ওরা আমাদের ধরতে পারবে না!'

এবার পাল্টা জবাব পেল রানা, তবে ওর মাথার পিছন দিক থেকে। 'রানা, আমরা পোঁছে গেছি! তোমরা নিরাপদ! শুধু ভেসে থাকো, রানা, শুধু ভেসে থাকো!'

কণ্ঠস্বরটা অস্পষ্টভাবে চিনতে পারল রানা। সামনে বাড়ার চেষ্টা না করে শুধু ভেসে থাকার চেষ্টা করল ও, নিনির মাথাটা পানির ওপর তুলে রেখেছে।

মাঝারি আকারের একটা বোট ঢেউয়ের তালে তালে উঁচু-নিচু হচ্ছে ওদের কাছাকাছি। বোর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক, একটা লাইট মেশিনগানও দেখতে পেল ও। লোকটার পিছনে আরও একজন রয়েছে, বোটের পিছন দিকে, সেই চিৎকার করছে। 'রানা, ওখানেই থাকো! আমরা তোমাদের তুলে নিচ্ছি!'

বোটটা কাছে এল, রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হার্বার্ট রকসন। 'যিশুর কিরে, রানা, তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলো তো? আমাদের সবাইকে মারতে চাও?'

'মা...মা...?' মানে আর জিজ্ঞেস করা হলো না, মুখ থেকে গলগল করে লোনা পানি ছাড়ল রানা। ওর হাত আর পায়ের শক্তি ফুরিয়ে গেছে। 'প্রথমে নিনিকে তোলো!' বলার পর বুঝল, কথাটা ওর গলা থেকে বেরিয়েছে। পরমুহূর্তে, আচ্ছন্ন বোধ করল ও, নেতিয়ে পড়ল শরীরটা, অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

জ্ঞান ফেরার পর রানার মনে হলো, মাত্র কয়েক সেকেন্ড অচেতন ছিল ও। বোটের তলায় শুয়ে হি-হি করছে ঠাণ্ডায়, শরীরটা কম্বলে জড়ানো। ওর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল হার্বার্ট রকসন, জিভ আর গলায় ব্র্যান্ডির স্বাদ পেল রানা। 'কি ঘটেছে?'

উঠে বসার চেষ্টা করল ও, ওর বুকে নরম একটা হাত রেখে বাধা দিল রকসন। অকস্মাৎ সবগুলো ভয় ফিরে এল ওর মনে। মনে পড়ল, রকসনকে বিশ্বাস না করার কারণ আছে।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, রানা। মনটাকে শান্ত করো। তোমরা বাড়ির ভেতর থাকলেই ভাল করতে, তোমাদের আমরা উদ্ধার করতাম।'

'কি করতে তোমরা?'

'হিকমতের বিরুদ্ধে আমরা একটা অপারেশন শুরু করেছি।' সাগর, বাতাস আর আউটবোর্ড মটরের গর্জনে রকসনের সব কথা শুনতে পাচ্ছে না রানা, শোনার জন্যে মাথাটা উঁচু করল।

'কি করছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল ও, খক খক করে কাশল, হাঁ করে বাতাস টানল বার কয়েক।

'সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে নিয়ে টেন পাইনসে তুমি হারিয়ে যাবার পর চারদিকে তল্লাশী চালালাম আমরা, বহু লোককে জেরা করলাম। এরপর আমরা যোগাযোগ কারলাম বি.এস.এস. চীফ মারভিন লংফেলো আর কাছাকাছি রানা এজেন্সির সাথে। তোমার এজেন্সির কয়েকজন অপারেটর এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কাজ করছে।'

কি কপাল, ভাবল রানা। আরও একটা দিন অপেক্ষা করা উচিত হবে কিনা ভেবেছিল ও।

ইংল্যান্ডে আরও দু'জায়গায় হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে, জানাল রকসন। 'সিদ্ধান্ত হলো, আমাদের আর দেরি করা ঠিক হবে না। কাজেই একটা জয়েন্ট অপারেশন শুরু করলাম আমরা। সি.আই.এ, এফ.বি.আই. আর রানা এজেন্সি। কাঁচের বাক্স ভেঙে

তোমরা যখন বেরিয়ে আসছ, প্রায় ওই একই সময়ে সামনের পথ দিয়ে বাড়িটায় ঢুকেছি আমরা। বাড়ির ভেতরটা এই মুহূর্তে নিস্তব্ধ, কোন ছুটোছুটি নেই, কাজেই আমরা ফিরে যেতে পারি এবার। আমরা, সি.আই.এ-র লোকজন, বাড়িটার চারদিকে পাহারায় রয়েছি, কেউ যাতে সাগরপথে পালিয়ে যেতে না পারে। জোয়ার এলে ব্যবহার করা যায়, এ-ধরনের একটা বিরাট কাঠের জেটি রয়েছে ওদের, বাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে আছে। সেদিকেই এখন যাচ্ছি আমরা।'

হাসতে শুরু করলা রানা। 'অথচ পালিয়ে আসার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে আমাদের।' গলাটা চড়াল ও, 'নিনি, আমরা শুধু শুধু বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি। ওরা আমাদের উদ্ধার করতে যাচ্ছিল। নিনি?' কোন সাড়া নেই। তাড়াতাড়ি কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো ও।

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল রকসন। 'দুখিত, রানা।' একটু সরে গেল সে, রানা যাতে নিনির আকৃতিটা দেখতে পায়। বোটের তলায় শুয়ে রয়েছে মেয়েটা, আপাদমস্তক একটা চাদরে ঢাকা।

'নিনি?' আবার ডাকল রানা, গলাটা কেঁপে গেল।

'রানা, কোন লাভ নেই।' পিছন দিকে কাত হয়ে নিনির পায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরাল রকসন। তার একটা পায়ের জিন খানিকটা গুটিয়ে ওপরে তোলা হয়েছে—চারটে কুৎসিত দাগ দেখা যাচ্ছে। নিনির পায়ের নরম মাংসের গভীরে দাঁত বসিয়েছে ওয়াটার মোকাসিন। ক্ষতের চারধারে জমাট বেঁধে রয়েছে রক্ত, কালচে হয়ে গেছে। গোটা পা অসম্ভব ফুলে উঠেছে।

'না!' গুঙিয়ে উঠল রানা। 'না!'

‘রানা, বোটে তোলার আগেই মারা গিয়েছিল নিনি।’

বোটের মেঝেতে মাথা নামিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। সম্পূর্ণ শান্ত। আমিই দায়ী, ভাবল ও। আর একটা দিন অপেক্ষা করলে দু’জনেই ওরা বেঁচে থাকত। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা কষ্ট অনুভব করছে ও। শুয়ে থাকতে পারল না, ধীরে ধীরে উঠে বসল, এবার আর তাকে বাধা দিল না রকসন। বসার পর ওয়াটারপ্রূফ হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল ও। ‘হিকমতকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।’ রকসনের দিকে তাকাল ও, চোখ দুটো মনে হলো নিষ্প্রাণ। ‘আমি তার বিচার করব।’

‘তাকে আমাদের জীবিত ধরতে হবে, রানা। জেটির কাছে চলে এসেছি আমরা।’

বোটের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল, হাত বাড়িয়ে নিনির মুখ থেকে চাদরের প্রান্তটা সরাল। মেয়েটার কালো চুল খুলির সাথে লেপ্টে রয়েছে, তবে মুখে কোন দাগ বা আবর্জনা নেই। নিনিকে এত তাজা আর জ্যান্ত মনে হলো ওর, এক সেকেন্ডের জন্যে মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকানোটা স্রেফ কল্পনা কিনা বুঝতে পারল না। বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠতে চাইল নিনির কণ্ঠস্বর, ‘বিদায়, প্রিয়তম। বিদায়, রানা। গুডবাই। আমি তোমাকে ভালবাসি।’ তা-ও কি ওর শোনার ভুল?

আরও ঝুঁকল, তারপর নিনির কপালে চুমো খেলো মাসুদ রানা, অভিযোগের সুরে বলল, ‘ড্যাম ইট, নিনি। কেন?’

নিনির মুখটা ঢেকে দিল ও, চোখ তুলল, দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে। ‘লক্ষ রেখো, ওর যেন কোন অসম্মান না হয়।

অপারেশনটা শেষ হলে আমি দেখতে চাই রীতি অনুসারে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আমি যাচ্ছি–হিকমতকে ধরতে। চেষ্টা করব ওর লাশটা যাতে কেউ ছুঁতেও ভয় পায়।'

জেটির গায়ে ধাক্কা খেলো বোট। এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই ছিল না। থাকলেই বা কি হত? অন্য কোন পথে পালাবার চেষ্টা করত ওরা? কে বলতে পারে এখন?

রকসনকে পাশে নিয়ে জেটি ধরে হাঁটছে রানা। শেষ মাথার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সার্জেন্ট বিল রেম্যান। 'সব ক'টাকে আটক করা হয়েছে, বস্।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি সুস্থ তো, বস্।'

'ভাল আছি, হিকমত কোথায়? হিকমত আর তার বহুরূপী স্ত্রী?'

মাথা নাড়ল সার্জেন্ট রেম্যান। 'ডোনা চেস্টারফিল্ড কোনদিনই তার স্ত্রী ছিল না। আপনার এক লোককে জবানবন্দী দিচ্ছে সে। যতটুকু শুনলাম, ডোনা প্রথম থেকেই সম্মোহনের শিকার ছিল। ভয়েও অনেক কাজ করতে হয়েছে তাকে।'

'হিকমত?'

'এখনও তাকে খোঁজা হচ্ছে, বস্। বাড়ি থেকে যে বেরুতে পারেনি, এ-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। তার দেহরক্ষীদের সব ক'জনকে পাওয়া গেছে, স্বর্গযাত্রীদের সাথে তাদেরকেও বড় একটা কামরায় আটকে রাখা হয়েছে–উপাসনালয় না কি যেন বলে ওটাকে ওরা। জবানবন্দী নেয়া হচ্ছে।'

সার্জেন্টের পিছু নিল ওরা, লম্বা একটা করিডর হয়ে চলে এল মেইন হলে, সেখান থেকে হিকমতের স্টাডিতে। ভেতরে

কয়েকজন সশস্ত্র অফিসার রয়েছে, তাদের মধ্যে রানা এজেন্সির একজন অপারেটরকেও দেখতে পেল রানা। ‘মাসুদ ভাই,’ বলে ছুটে এল সে। ‘আপনি...’

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা জানতে চাইল, ‘এদিকের কাজ কেমন এগোচ্ছে? কোন সমস্যা থাকলে বলো। আমি ভাল আছি, সাবের।’

নিঃশব্দে, সমীহের সাথে হাসল সাবের। ‘পীর হিকমত তার রেকর্ডস কোথায় রাখত বলতে পারেন, মাসুদ ভাই?’

‘এখনও পাওনি ওগুলো?’ গলা চড়ল রানার, রেগে গেছে। ‘তোমার জন্যে গোটা টেরোরিস্ট প্ল্যানটা বিশদভাবে নকশা করা আছে। এই দেখো।’ এক পা সামনে বাড়ল রানা, ওঅর অ্যান্ড পীসটা সরাল। বুককেসটার একটা অংশ একপাশে সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল ডাইনিং হলে যাবার দরজাটা।

কবাটে ধাক্কা দিল রানা, সঙ্গীদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল।

তিনবার পা ফেলেছে রানা, পীর হিকমতের একেবারে সামনে পড়ে গেল। ব্রিটেনের লার্জ-স্কেল ম্যাপটা দেয়াল থেকে নামাবার চেষ্টা করছিল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হিকমত, চোখাচোখি হলো দু’জনের, কেউ কিছু করার আগেই রানা দেখল, জিঙ্ক বারের ওপর একটা খোলা বই রয়েছে ।

‘আশা করি অত সুন্দর ম্যাপটার তুমি কোন ক্ষতি করোনি, হিকমত,’ কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু মুখ আর ঠোঁট সামান্যই নড়ল ওর, চোখ তুলে চট করে একবার দেখে নিল ম্যাপটা। না, কোন ক্ষতিই হয়নি। ‘গুড। ওটা আমাদের দরকার। এবার,

হিকমত, তুমি যদি হাত দুটো মাথার ওপর তোলো...'

এরপর যা ঘটল, চোখ বা কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে ঠিক যেন অনুসরণ বা অনুধাবন করতে পারল না রানা, পারলেও যথাসময়ে পারল না, একটু দেরি হয়ে গেল। কিছু যে ঘটছে সে-ব্যাপারে সচেতন হবারও সুযোগ পায়নি ও। অথচ ব্যাপারটা চোখের সামনেই ঘটে গেল, যেন একটা ক্যামেরা লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখতে পেল ও। নড়ে উঠল হিকমত, তারপর ঘুরল। তার হাতের অস্ত্রটাকে খেলনা বলে মনে হলো, উঠে আসছে অত্যন্ত ধীরগতিতে।

মনে হলো, একটা মিসাইল নিক্ষিপ্ত হলো। পরমুহূর্তে ঘন ধোঁয়া গ্রাস করল হিকমতকে। শব্দ শুনে বোঝা গেল প্রথম গুলিটা প্যানেলিঙে লেগেছে, রানার ডান দিকে। তারপর, অদ্ভুত জড়তা আর দৃষ্টিভ্রম কাটিয়ে উঠে, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল রানা। আবছাভাবে দেখল, হিকমতের হাত থেকে পাখির মত উড়ে গেল পিস্তলটা, রানার গুলি তার কব্জির হাড়ে ঘষা খেয়েছে।

'সরে যাও! ছেড়ে দাও ওকে! ও আমার!' চিৎকার করল রানা।

শুনতে পেল রকসন ডাকছে, 'রানা! মেরো না, রানা! ওকে জ্যান্ত দরকার আমাদের!'

ইতোমধ্যে দরজা লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে হিকমত। কয়েক ঘণ্টা আগের কথা, এই একই দরজা দিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকেছিল ডোনা।

লাফ দিল রানা, আধখোলা দরজায় লাথি মারল, এত জোরে যে কব্জাগুলো নড়বড়ে হয়ে গেল, শব্দ হলো কাঠে ফাটল ধরার।

লম্বা একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে ও। প্রাণপণে ছুটছে হিকমত, এরইমধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে সে, প্রায় প্যাসেজের শেষ মাথায়।

হাত লম্বা করে লক্ষ্যস্থির করল রানা, দু'বার গুলি করল, কিন্তু একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে ছুটে চলেছে হিকমত। বড় একটা শ্বাস নিয়ে পিছু নিল রানা, নগ্ন কাঠের মেঝেতে খালি পায়ের শব্দ হচ্ছে। বাঁক নিল হিকমত, অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাঁক নিল রানা, আবার দেখতে পেল হিকমতকে। এখনও অনেক দূরে সে। প্রথমটা ফেলে স্পেয়ার ম্যাগাজিন ঢোকাল রানা পিস্তলে।

আরেকটা প্যাসেজ পেরুল ওরা। এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠল। আরেকটা করিডর ধরে ছুটল, এটাতেও কার্পেট নেই। মাঝখানের দূরত্ব ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে রানা। পরবর্তী বাঁকটা ঘোরার সময় পিছলে গেল পা, আছাড় খাবার আগেই কোনরকমে ভারসাম্য রক্ষা করল। রোমাঞ্চকর অনুভূতির সাথে উপলব্ধি করতে পারল, কোথায় যাচ্ছে হিকমত। আবার লোকটার পা লক্ষ্য করে গুলি করল ও, ব্যর্থ হবার আশা নিয়ে। কারণ ও জানে, স্বর্গযাত্রীদের নমস্য গুরুর জন্যে আরও আকর্ষণীয় একটা পুরস্কার অপেক্ষা করছে সামনে। যা ঘটতে যাচ্ছে, সব দিক থেকে সেটাই যেন উপযুক্ত শাস্তি হিকমতের। সত্যবাবা তথা পীর হিকমত মারা যাবে, মারা যাবে মাসুদ রানার নিজস্ব আইনে।

দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে হিমকত। ফায়ার এস্কেপ-এর দরজাগুলো দেখতে পেল রানা। গেস্ট অ্যাপার্টমেন্টগুলোর দিকে যাচ্ছে ওরা। ফায়ার এস্কেপ-এর দরজার সামান্য ভেতরে

ধরা পড়ে গেল হিকমত। দরজা টপকে ভেতরে ঢুকেছে সে, নগ্ন কাঠের মেঝে থেকে পা দিয়েছে কার্পেটে, রানা তাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল।

আরেকটা দরজা খোলার চেষ্টা করছে হিকমত। এক সময় এই দরজা দিয়ে রানার বেডরুমে যাওয়া যেত, পরে সেটায় তালা দিয়ে স্যুইট থেকে আলাদা করা হয়, সেজন্যেই নিনিকে নিয়ে ফুলশয্যা পাততে হয় রানাকে মেইন সিটিংরুমে। কাঁধের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় লোকটাকে ফেলে দিল রানা, নিজেও সাংঘাতিক ঝাঁকি খেলো, ব্যথা পেল কাঁধে। পলকের জন্যে মনে পড়ে গেল ওর, কাঁকড়া বিছে আর কাঁচ দিয়ে তৈরি ফাঁদ থেকে বেরুবার সময় ধারাল খোঁচা লেগেছিল ওখানে। হিকমত ওর পুরানো বেডরুমে ঢোকার চেষ্টা করছিল, এর মানে হয়তো বেডরুম জানালার বাইরে কোন ফাঁদ নেই। সত্যবাবা ওরফে পীর হিকমত পালাবার জন্যে সম্ভবত বেপরোয়া কোন ফন্দি এঁটেছিল।

ইতোমধ্যে লোকটার ওপর চেপে বসেছে রানা, ব্রাউনিংটা প্রায় ঢুকে আছে তার কানে। হিকমতের বাঁ কব্জি ধরে মোচড় দিল ও, হাতটা টেনে তুলে আনল তার পিঠে, চেপে ধরল শোল্ডার ব্লেডের সাথে।

'ওঠো!' আদেশ করল রানা, সিধে হয়ে সরে গেল এক পা, টেনে তুলল হিকমতকে, তার কান থেকে পিস্তলটা বের করে হাতটা নামিয়ে আনল নিজের ঊরুর খানিকটা পিছনে—বন্দী আর অস্ত্রের মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব থাকতে হবে, নিয়মটা ভোলেনি ও।

'এবার, দরজাটা খোলো।'

ফোঁপাতে শুরু করল হিকমত, লড়ার মনোবল হারিয়ে

ফেলেছে, উদ্ধারযানের মত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে আশা।

'দরজাটা খোলো, হিকমত! তা না হলে আমি তোমাকে উড়িয়ে দেব—টুকরো টুকরো করে।'

চাবি ধরা হাতটা কাঁপছে হিকমতের। তার ঘাম থেকে ছড়িয়ে পড়া ভয় যেন গন্ধ ছড়াচ্ছে।

'রাইট, এবার কবাট খোলো।'

ধীরে ধীরে নির্দেশ পালন করল হিকমত, পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে কামরার ভেতর ঢোকাল রানা। এতক্ষণে শেষ সুযোগটা পাবার জন্যে বকবক শুরু করল সে। 'টাকা, মি. রানা! আমি আপনাকে বিরাট ধনী করে দিতে পারি! ছেড়ে দিন আমাকে! আমার সাথে আসুন। আমার যা আছে, তার অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব। অর্ধেক, মি. রানা। কয়েকশো মিলিয়ন। টাকা নয়, ডলার, মি. রানা। আমাকে শুধু প্রাণ নিয়ে পালাতে দিন।'

'কিন্তু পালাবার উপায় কি? বাড়িটা ওরা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।' কপাট লাগিয়ে দিল রানা ভেতর থেকে।

'প্লীজ। আমরা যদি যেতে চাই তাহলে দেরি করলে চলবে না। ওরা পিছু নিলে...'

'আগে বলো আমাকে।'

দরদর করে ঘামছে হিকমত, কাঁপুনি থামাতে পারছে না, কথা বলার সময় শব্দগুলো একটার গায়ে আরেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'এই জানালার বাইরে...নেই...কোন ফাঁদ নেই...আপনি যদি বেরোন, একটা মেটাল কভার দেখতে পাবেন...বেসমেন্টে

চলে গেছে, তারপর কয়েকটা টানেল...প্ল্যানটেশন এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন...মাটির নিচ দিয়ে...'

'তারমানে জলাভূমির ওপর দিয়ে যেতে হবে না? প্রাণের ওপর কোন ঝুঁকি নিতে হবে না?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল হিকমত, কাঁপুনি বেড়ে যাওয়ায় দাঁতের সাথে ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে দাঁত।

'ঠিক আছে,' গলা খাদে নামাল রানা। 'জানালা দিয়ে বাইরে বেরুব আমরা। চলো।'

স্বস্তির বিশাল একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল হিকমত। 'আমার সঙ্গে আসুন, মি. রানা। আমার সমস্ত সঞ্চয়ের অর্ধেকটা আমি আপনার হাতে তুলে দেব। রাজরাজড়াদের মত বিলাসী জীবন কাটাবেন আপনি। বিশ্বাস করুন, আমাকে ছেড়ে দেয়াটা হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে লাভজনক সিদ্ধান্ত।'

হিকমতের হাতটা এখনও তার শোল্ডার ব্লেডের সাথে চেপে ধরে আছে রানা। লোকটাকে জানালার দিকে হাঁটতে বাধ্য করল ও। অনায়াসেই খোলা গেল জানালাটা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ইতোমধ্যে দিগন্তে উঠে এসেছে সূর্য, রোদ বেশ গরম।

'ওখানে...! ওখানে, ওখানে...! ওখানে...!' হাত তুলে দেখাল হিকমত, গোটা হাত কাঁপছে। ম্যানহোলের ঢাকনিগুলো চৌকো, লোহার তৈরি।

'গুড।' গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল রানা, নিজের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে দিল শত্রুকে, বালি মেশানো

মাটির দিকে।

মাটি খুঁড়তে শুরু করল হিকমত, হামাগুড়ি দিচ্ছে, ক্রল করে ফিরে আসার চেষ্টা করছে রানার কাছে। সরাসরি তার সামনে একটা গুলি করল রানা, ধুলোবালির একটা ঝড় উঠল তার চোখের সামনে।

'কিন্তু!...কিন্তু!' হতভম্ব হিকমত ভাষা হারিয়ে ফেলল।

'কোন কিন্তু নেই,' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'পরের গুলিটা তোমার খুলির ভেতর ঢুকবে, সত্যবাবা।'

'কিন্তু আপনি বললেন...আপনি বললেন...!'

'ঠিক। বলেছি, তার বেশি কিছু না। মুভ! স্ট্যান্ড আপ!'

হিকমত সম্ভবত এক সেকেন্ডেরও কম সময় ইতস্তত করল, কাজেই নিজের কথা রাখল রানা। গুলিটা লাগল সত্যবাবার হাতে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে, ভাঙা ও রক্তাক্ত হাতটা চোখের সামনে উঠে এসেছে, যা দেখছে বা অনুভব করছে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ঘোরো, সত্যবাবা। তারপর সোজা হাঁটো।'

'কোথায়? কি? না!' কেঁদে ফেলল পীর বাবাজী।

পরের বুলেটটা বাহুটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। 'হাঁটো, হিকমত। মুভ! সোজা সাগরের দিকে যাও।'

না!...না!...না!'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, কর্কশ নির্দেশের সুরে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবং হ্যাঁ! মুভ, ইউ বাস্টার্ড!' আবার গুলি করল ও, জানে ক্লিপে আর মাত্র তিন রাউন্ড গুলি আছে। একটা বুলেট হিকমতের পায়ের

আঙুল উড়িয়ে দিল।

সত্যবাবা আর্তচিৎকার করছে, সতর্কতার সাথে আবার লক্ষ্যস্থির করল রানা, এবার ওর সুর খুব নরম, 'ছোটো! সাগরের দিকে ছোটো! আমি যেমন দৌড়েছিলাম! নিনি যেমন দৌড়েছিল! যাও!'

আতঙ্কে বিকৃত হয়ে আছে সত্যবাবার মুখ, টলমল করতে করতে এগোল সে, বারবার থেমে পিছন ফিরে তাকাল, একটা হাত থেকে রক্ত ঝরছে। আবার থামল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, ক্লান্ত কুকুরের মত ফোঁপাচ্ছে।

আরেকটা গুলি করল রানা, সত্যবাবার মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেটটা। অবশেষে, আর কোন আশা বা উপায় নেই বুঝতে পেরে, ঝাঁপ দিল পীর হিকমত জলাভূমিতে।

প্রথম মোকাসিন কামড় দেয়ার আগে দু'পা এগোতে পারল সত্যবাবা। রানা দেখল, জলাভূমির পানি থেকে বিদ্যুৎবেগে মাথা তুলল সাপটা, ছোবল মারল হিকমতের পায়ে। তারপর আরেকটা, আরেকটা, আরেকটা।

বালির ওপর দিয়ে হিকমতের শেষ চিৎকার ভেসে এল, তীক্ষ্ণ ও কর্কশ, 'না-আ-আ-আ-আ!' পরমুহূর্তে মাথার ওপর হাত তুলে সটান আছাড় খেলো সে। আকস্মিক, বীভৎস একটা নড়াচড়া লক্ষ করল রানা ভূপাতিত শরীরটার চারধারে। দশ-বারোটার কম নয়, সব ক'টা পূর্ণবয়স্ক ওয়াটার মোকাসিন, ফণা তুলে ঘন ঘন বারবার ছোবল মারতে শুরু করল হিকমতকে।

রানার মনে পড়ল, লোকটা বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বহু মানুষের কাছে সে ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক।

রানার পিছনে ভেঙে ফেলা হলো দরজাটা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল সার্জেন্ট বিল রেম্যান আর হার্বার্ট রকসন।

'রানা! ফর গডস সেক, ম্যান!' রানার পাশে এসে দাঁড়াল রকসন, ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে জলাভূমির নড়াচড়াটা দেখল।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার আর কোন উপায় ছিল না।' মৃদু হাসল ও। আর কিছু না হোক, নিনির অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।

ওদের দু'জনের দিকে ফিরল রানা। 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ আছে কিছু? কত কাজ পড়ে রয়েছে। এখনও তো কত কিছু খুঁজে বের করতে হবে।'

'হ্যাঁ...'

'ক্রেডিট কার্ড রহস্যটার এখনও কোন সুরাহা হয়নি। লন্ডনের সাথে যোগাযোগ করো, হিউম্যান মিসাইলগুলোকে আটক করতে হবে। কোথায় তাদের পাওয়া যাবে, আমরা তা জানি। আরও একটা কাজ বাকি আছে—হিকমতের লন্ডন অপারেটরকে সনাক্ত করতে হবে। কে হতে পারে লোকটা? তুমি, রেম্যান?'

মাথা নাড়ল সার্জেন্ট, ধীরে ধীরে। 'কি বলছেন, বস্! আমি কেন তার লোক হতে যাব! তবে লোকটার পরিচয় আজকের মধ্যেই বের করে ফেলব আমরা।'

'তাহলে, তুমি, রকসন? তোমাকে আমি কখনোই খাটো করে দেখিনি, তবে সত্যি যদি তুমি টেন পাইনস দখল করার অপারেশনে জড়িত থাকো...'

মাথা নাড়ল হার্বার্ট রকসনও। 'আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস

করতে হবে, রানা। না। শোনো, আরও জরুরী একটা ব্যাপার আছে,' বলল সে। 'তোমার লোকেরা সঙ্কেত পাঠিয়ে স্বর্গযাত্রীদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে লন্ডনকে। কিন্তু ওটা নয়, অন্য একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।'

'অন্য একটা আবার কি ঘটনা?'

'সত্যবাবা নেই, কিন্তু তার তৈরি একটা বিপদ এখনও রয়ে গেছে, রানা। তাড়াতাড়ি এসো আমার সাথে, হাতে বেশি সময় নেই।'

এগারো

আবার কয়েকটা করিডর ধরে ফিরে এল ওরা, খোলা একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল—বোঝাই গেল, পীর হিকমতের মাস্টার বেডরূম ছিল কামরাটা, বহুরঙা আসবাব-পত্রে সাজানো। কাপড়চোপড় ভর্তি কাবার্ডগুলোয় তল্লাশী চালাল ওরা, ওগুলো সবই যে হিকমতের জন্যে সংগ্রহ করা হয়েছিল তা নয়। খানিক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে একটা শার্ট, আন্ডারঅয়্যার, মোজা, টাই আর ধূসর রঙের কনজারভেটিভ স্যুট পাওয়া গেল, সবগুলোই ফিট করবে রানার গায়ে। ওর নরম জুতো জোড়া আনার জন্যে গেস্টরূমের দিকে ফিরে গেছে সার্জেন্ট।

শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাবার সময় দেয়া হলো রানাকে। হিকমতের কুরুচিপূর্ণ ডাইনিং রূমে ফিরে এসে দেখল ও,

ইতোমধ্যে এফ. বি. আই-এর লোকেরা স্ক্র্যাম্বলার সেট করার কাজ সেরে ফেলেছে।

রকসনের একজন লোক উদ্বেগাকুল চেহারায় ওয়াশিংটনের কারও সাথে কথা বলছে, বারকয়েক প্রেসিডেন্ট শব্দটা উচ্চারণ করল সে। অপর স্ক্র্যাম্বলারে কথা বলছে রানা এজেন্সির একজন অপারেটর, বিরতিহীন ভাবে—একটা তালিকা দেখে পড়ে যাচ্ছে সে, এর আগে খাতাটা জিঙ্ক বারের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিল রানা।

তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রানা, দেখল লন্ডনকে মৃত্যুকাজ প্রাপ্ত স্বর্গযাত্রীদের নাম, ঠিকানা, সময়, টার্গেট ইত্যাদি জানিয়ে দিচ্ছে সাবের। আরও একটা তালিকা দেখল রানা, প্রায় একশোর মত নাম লেখা রয়েছে। তালিকার মাথায় শিরোনাম অ্যাভং কার্ট।

'চার্লস ওয়াশিংটনের সাথে কথা শেষ করলেই কাজ শুরু করব আমরা,' রানাকে বলল রকসন।

'কাজ মানে অ্যাভং কার্টের ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা যেমন ধারণা করেছিলাম ব্যাপারটা তার চেয়েও জটিল। ভোট কেনার জন্যে বা নির্বাচনে ঘুষ দেয়ার জন্যে গোপন টাকা রাখা হয়েছে লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ডের অ্যাকাউন্টে, আমাদের এই ধারণাটা ঠিক নয়। হিকমত আমাকে বলেছিল, ব্যাপারটার আরও বড় তাৎপর্য আছে।'

'খুশির খবর, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট, জেসমিন, অ্যাভং কার্ট রহস্য উন্মোচন করেছেন,' বলল রকসন, জেসমিনের যাদুকরী দক্ষতা সম্পর্কে জানা আছে তার।

‘কার্ডটার সাহায্যে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে শুধু যে টাকা জমা করতে পারে তা নয়, ওটার ভেতরে মাইক্রোচিপ আছে, সেটার সাহায্যে স্টক মার্কেটের ভেতর ঢুকতে পারে ওরা।’

‘অর্থাৎ...?’

‘অর্থাৎ ব্যবসায়ী মহলকে আতঙ্কিত করে তুলত ওরা। সারা দুনিয়ার বাজারে প্রতিক্রিয়া হত। অ্যাভং কার্ট সত্যি সত্যি স্টক কিনতে ও বেচতে পারে। গোটা ব্যাপারটাই হত ভুয়া, কিন্তু চাতুরিটা টের পাবার আগে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে যেত। তোমার লোকেরা ধারণা করছে, সত্য সমিতির উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনী প্রচারাভিযান তুঙ্গে ওঠার সাথে সাথে বড় বড় কোম্পানীর শেয়ার কিনে ফেলা, দাম যাই হোক। স্টারলিং নিয়ে মহা হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যেত।’ রকসন জানাল, ‘কার্ড হোল্ডারদের নাম আর ঠিকানা জানা গেছে, লন্ডনের প্রতিটি কার্ডহোল্ডারকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছে পুলিস।’ সবশেষে রকসন বলল, ‘ওদিকটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। আমার মাথায় অন্য একটা জরুরী বিষয় রয়েছে। চার্লসকে ওয়াশিংটনের সাথে কথা শেষ করতে দাও।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সরে এল রানা, বই দিয়ে সাজানো স্টাডির চারদিকে ধীর পায়ে ঘোরাঘুরি করছে। ওর পিছু নিল সার্জেন্ট রেম্যান। ‘আচ্ছা, রেম্যান, বলতে পারো, প্রথম দিকে হিকমত আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল কেন? হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে?’

‘আমার ধারণা, ওটা আসলেও অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, বস্। ভেবেছিল, আপনার ওপর নজর রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নিশ্চিত হতে চাইছিল, অ্যাসাইনমেন্টটা আপনাকেই দেয়া

হয়েছে। ভাবতেও পারেনি ব্যাপারটা লেজেগোবরে করে ফেলবে।' লজ্জায়, সঙ্কোচে মুখ নিচু করল সার্জেন্ট। 'সত্যি আমি দুঃখিত, বস্। ওদের সাথে জড়িয়ে পড়া আমার উচিত হয়নি। কি বলব, জড়ালাম তো শুধু মেয়েটার জন্যে। তাছাড়া, আমার কোন ধারণা ছিল না...' কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না সে, '...ধারণা ছিল না ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোন্‌দিকে গড়াবে। জানতাম না হিউম্যান বম্ব দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে নেতাদের।'

'তুমি দায়ী নও, রেম্যান। নিজের মেয়ের জন্যে যে-কোন লোক এভাবে জড়িয়ে পড়ত।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সার্জেন্ট। তারপর বলল, 'আমার আসলে উচিত ছিল কাউকে রিপোর্ট করা। উপাসনালয়ে যাচ্ছি, বস্। মেয়েটার সাথে কথা বলে আসি।'

'ঠিক আছে।' রানা লক্ষ করল, হিকমতের ডেস্কে আরও দু'জন বসে রয়েছে। একজনকে দেখার সাথে সাথে চিনতে পারল ও, ওরই একজন সহকর্মী, রানা এজেন্সির অপারেটর, হাসান তারেক। অত্যন্ত দক্ষ ইন্টারোগেটর সে। নার্ভাস, চোখ দুটো লাল, ডোনা চেস্টারফিল্ডকে চেনাই যায় না।

'বলল, আমি যদি তার সাথে না যাই, আমাকে জ্যান্ত ফেলে দেয়া হবে জলাভূমিতে,' বলে চলেছে ডোনা। 'বিশ্বাস করুন, গোটা ব্যাপারটা...মানে, মৃত্যুকাজ সম্পর্কে জানতে পারার পর পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি আমি, বেচারি নাদিরা রহমানের মত... কিন্তু আশ্চর্য, কিভাবে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম তা আমার মনে নেই। তার আগেই হিকমত আমাকে ড্রাগ খাইয়ে দিয়েছিল।

আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, অত্যন্ত সেনসিটিভ একটা টার্গেটকে খুন করার জন্যে আমাকে ব্যবহার করার প্ল্যান ছিল তার, আমি বিবাহিতা বা আমার বাচ্চা না হওয়া সত্ত্বেও। অথচ মৃত্যুনাম ও মৃত্যুকাজ পেতে হলে বিয়ে ও বাচ্চা হতেই হবে।' মুখ তুলল সে, রানাকে দেখতে পেল। 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন, তাই না, মি. রানা? ওর মত একটা...একটা শয়তানকে কোনমতেই আমি বিয়ে করতে পারি না।'

'আমি বিশ্বাস করি, ডোনা,' স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ডিনার পার্টিতে তোমাকে দেখেও হিকমতের কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। গোটা ব্যাপারটাই কৃত্রিম বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমাকে নয়, এই ভদ্রলোককে বিশ্বাস করাতে হবে তোমার।' হাসান তারেকের দিকে তাকাল রানা। 'দুঃখিত, তারেক। কাজটা তোমার। আমার নাক গলানো উচিত নয়।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই,' একমত হলো ইন্টারোগেটর, রানাকে ওদের দিকে পিছন ফিরতে দেখল।

'রানা?' ডাইনিং রূমের দরজা থেকে হাতছানি দিচ্ছে রকসন। তার পিছনে সি.আই.এ-র চার্লস দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'জনের চেহারাতেই লেখা রয়েছে—দুঃসংবাদ।

'খবর পাওয়া গেছে, আজই কেয়ামত?' জিজ্ঞেস করল রানা, পরিবেশটা হালকা করার জন্যে।

'প্রায় সেরকমই,' চাপা গলায় বলল রকসন, লোকটার নার্ভ যেন পিয়ানোর তারের মত টান টান হয়ে আছে। 'এই নাও, তোমার প্রথম ক্লু।' নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর একটা কপি ছুঁড়ে দিল সে, প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে হেডিং করা হয়েছে, তাতে

লেখা–নির্বাচন অভিযান থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পলায়ন। প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যে একদিনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সফর।

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। ওদেরকে জানাল, হিকমত ওকে বলেছিল, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর জন্যে বিশেষ একটা ব্যবস্থা করবে সে। কথাটা বলে আসলে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিল হিকমত, এখন সেটা উপলব্ধি করতে পারছে ও। চোখ তুলে ব্রিটেনের ম্যাপটার দিকে তাকাল ও, ম্যাপের গায়ে সব ক'টা আলো মিটমিট করছে। রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট টার্গেটগুলো আবার একবার চেক করে নিচ্ছে, ভুল করার কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। 'তবে, হিকমত তার কথার কোন ব্যাখ্যা দেয়নি,' বলল রানা। 'আমি যা ভাবছি, তোমরাও বোধহয় তাই ভাবছ–হ্যাঁ, তোমাদের প্রেসিডেন্ট আর ব্রিটিশদের প্রধানমন্ত্রী, দু'জনকে একসাথে মেরে ফেলার প্ল্যান করে গেছে হিকমত।'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে উঠল রকসন। 'বাড়ির ভেতর, এখানে, এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে ধারণা করা যায় ব্রিটেনের মত যুক্তরাষ্ট্রেও একই ধরনের একটা অপারেশন চালানো হত। খসড়া প্ল্যান তৈরি হয়ে গেছে।'

'তা হলে আর কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারার প্ল্যান করেছিল হিকমত। সে নেই, কিন্তু তার প্ল্যানটা আছে। মৃত্যুকাজটা নির্দিষ্ট একজন স্বর্গযাত্রীকে বরাদ্দ করা হয়ে গেছে। প্রাইম মিনিস্টারের শিডিউল কি?'

'আপাতত শিডিউলের তেমন কোন তাৎপর্য নেই,' রকসনের পাশ থেকে বলল চার্লস, কথার সুরে হতাশা।

'কেন? অবশ্যই শিডিউলের গুরুত্ব আছে।'

'নেই। নেই এইজন্যে যে,' বলল রকসন, 'আমাদের ভিআইপি বডিগার্ড সার্ভিস অর্থাৎ সিক্রেট সার্ভিস ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখছে। এমনকি ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের দৃষ্টিভঙ্গিও আমাদের সাথে মেলে না।'

'মানে?' অবাক হলো রানা।

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রকসন। 'সিক্রেট সার্ভিস বলছে, বডিগার্ড ইউনিট হিসেবে দুনিয়ার সেরা তারা।' চোখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল সে। 'অথচ এক মাইল দূর থেকে দেখলেও তাদের তুমি চিনতে পারবে... কোটে পিন আঁটা থাকে, সাথে ওয়াকি-টকি, হোলস্টারে পিস্তল, প্রায় সবাই লম্বা রেনকোট পরে। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বাইরে বেরুবার সাথে সাথে নিজেদেরকে ওরা রাস্তার রাজা বলে মনে করে।'

'তুমি ওদেরকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলেছ কি?' জানতে চাইল রানা। 'মৃত্যুকাজ নিয়ে একজন লোক যদি থাকে, সিক্রেট সার্ভিসের বিশেষ কিছু করার নেই।'

'ওদেরকে আমার আর কিছু বলার নেই,' রকসনের অনুকরণে কাঁধ ঝাঁকাল চার্লস। 'যতদূর বুঝতে পারলাম, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীও বিপদটাকে গুরুত্বের সাথে নিতে রাজি নন। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত বডিগার্ডরা আসছে। সিক্রেট সার্ভিসও বলছে, ভিআইপিদের পনেরো বা বিশ গজের মধ্যে কাউকে তারা ঘেঁষতে দেবে না।'

'বিশ গজ!' মুঠো করা হাত দুটো কাঁধের দু'পাশে তুলে কাঁপাল রানা। 'বিশ গজ আর বিশ ইঞ্চি তো সমান কথাও হতে

পারে।'

'জানি, রানা। সেজন্যেই হোয়াইট হাউসের চীফ অভ সিকিউরিটির সাথে কথা বলেছি আমি। পুরানো বন্ধু, কথাগুলো অন্তত শুনতে আপত্তি করেনি। এখন দেখা যাক, সে যদি আমাদের সাহায্য করে।'

ওদের পিছনে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল একটা টেলিফোন। রিসিভার তুলল এফ. বি. আই-এর একজন অফিসার। তারপর রকসনের দিকে তাকাল সে। 'উনিই, মি. রকসন।'

রকসন টেলিফোনের দিকে পা বাড়িয়েছে, হিকমতের অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট রেম্যান। মুখে যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই।

'রেম্যান?' শুরু করল রানা।

'সে চলে গেছে,' বলল রেম্যান, হঠাৎ থেমে চারদিকে বোকার মত তাকাল, যেন আচ্ছন্ন বোধ করছে।

'কোথাও নেই। বাড়ির কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি। আর সেই ছোকরা, তার স্বামী, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বিড় বিড় করছে, ধ্যান-মগ্ন।'

সার্জেন্টের কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা। 'জানা গেছে, কখন চলে গেছে সে?'

'ওখানে যারা রেকর্ডস চেক করছে তাদের সাথে কথা বললাম। কয়েকজন স্বর্গযাত্রীর সাথেও কথা হলো। বস্? ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, বস্।' তার ভাব দেখে মনে হলো ভূতের গল্প শুনে বাচ্চা একটা ছেলে যেন ভয় পেয়েছে। 'ওরা বলছে, মেরি নাকি কালই চলে গেছে। ওরা বলছে,

কার্ল.‥মেরির স্বামীর নাম, বস্.‥এমন আচরণ করছে সে, তাকে যেন একটা মৃত্যুকাজ দিয়ে গেছে সত্যবাবা। এই ভঙ্গিতে আত্মসম্মোহিত হওয়াটা ওদেরকে শিখিয়েছিল হিকমত.‥হাঁটু গেড়ে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকে, চোখ বন্ধ.‥'

'রেম্যান, মেরির ব্যাপারে আমরা বোধহয় এরইমধ্যে দেরি করে ফেলেছি। তবে, আমাদের একটা উপকার করবে তুমি?'

'আদেশ করুন, বস্।'

'আবার ওখানে ফিরে যাও তুমি। ওদের মধ্যে যারা এক্সপার্ট, তাদের সাথে কথা বলো। এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ওদের মধ্যে না থেকেই পারে না। কিংবা যাদেরকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। বোমাটা কিভাবে তৈরি করে, সে-সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমি। কিভাবে ডিটোনেট করা হয়, সেফটি ফ্যাক্টরস–পুরো ব্যাপারটা, কেমন?'

'ঠিক আছে, বস্। সবাই ওরা হাঁটু গেড়ে ধ্যানে বসেছে.‥মানে, যাদের মৃত্যুনাম আছে.‥'

'তাড়াতাড়ি, রেম্যান, তাড়াতাড়ি!' রানার উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সার্জেন্ট।

রকসন এখনও কথা বলছে টেলিফোনে, তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা, নোটবুকটা পকেট থেকে বের করে তাতে লিখল, 'বোমাটা কে আমরা জানি। একটা মেয়ে। হোয়াইট হাউসের সিকিউরিটি চীফকে বলো, আমাদের সাথে একজন লোক আছে, মেয়েটাকে দেখিয়ে দিতে পারবে।'

আলাপে বিরতি না দিয়ে কাগজটা তুলে নিল রকসন, পড়ল,

মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশ্যে, ফোনের রিসিভারে বলল, 'হাডসন, শোনো, এখানে আমরা একটা পজিটিভ প্রমাণ পেয়েছি। ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। কে ঘটাবে, আমরা জানি। তাকে দেখিয়ে দিতে পারবে এমন একজন লোকও এখানে আছে।' চুপ করল সে, অপরপ্রান্তের কথা শুনল, তারপর আবার বলল, 'অবশ্যই সত্যি...হ্যাঁ, মাসুদ রানা নিজে বলছেন... ঠিক আছে, হ্যাঁ... তোমার কি ধারণা, আমরা ভিডিও গেম খেলছি...গুড। সব ব্যবস্থা পাকা করে আমাকে তুমি ফোন করবে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকাল সে। 'বলো।'

সার্জেন্ট বিল রেম্যান সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দিল রানা, ব্যাখ্যা করল তার ভূমিকা। মেরির কথাও বলল। 'তাকে আমি বোমা সম্পর্কে তথ্য আনতে পাঠিয়েছি।'

'ওদিকে আমার বন্ধু সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। মেয়েটা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত, রানা?'

'হ্যাঁ।'

'সব ব্যবস্থা পাকা করে আমাকে ফোন করবে হাডসন। তবে কথা হয়েছে, খুব বেশি হলে আমাদের তিনজন মাত্র লোককে ডাকবে ওরা। একটা মিলিটারি জেট পাঠাবার ব্যবস্থা করছে, আমাদেরকে এন্ড্রু এয়ারফোর্স বেসে নিয়ে যাবে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ওখানে ল্যান্ড করবে দুপুরে।' স্টেনলেস স্টীল রোলেক্সের ওপর চোখ বুলাল রানা। সাড়ে আটটা বাজে। জিজ্ঞেস করল, কফির কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা—কালো। এফ. বি. আই-এর এক লোক কফি আনার জন্যে চলে গেল।

আবার শুরু করল রকসন, ‘এয়ারপোর্টে প্রাইম মিনিস্টারকে গার্ড অভ অনার দেয়া হবে। ওখান থেকে সরাসরি পিএম আর তাঁর সফরসঙ্গীদের হোয়াইট হাউসে নিয়ে যাওয়া হবে, হেলিকপ্টারে করে।’ নিজের নোটবুকের দিকে তাকাল সে। ‘এ-পর্যন্ত কোন সমস্যা নেই। এন্ড্রুতে কোন সাংবাদিক সম্মেলন হবে না, টিভির কর্মীরা দূর থেকে শুধু ছবি নিতে পারবে। হেলিকপ্টার থাকবে তিনটে—এক নম্বর, প্রেসিডেনশিয়াল, প্রধানমন্ত্রী আর তার কয়েকজন সফরসঙ্গীদের জন্যে; দুই আর তিন নম্বর, সিক্রেট সার্ভিস আর আমাদের জন্যে। বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছব হোয়াইট হাউসে। ওখানে প্রাইম মিনিস্টারকে অভ্যর্থনা জানাবেন প্রেসিডেন্ট। টিভির ছ’জন ক্রু থাকবে ওখানে। কোন সাংবাদিক থাকবে না। লাঞ্চ আর আলোচনার জন্যে তিন ঘণ্টা ধরা হয়েছে। একটা প্রেস ফটোকল-এর ব্যবস্থা করা হবে, দশ মিনিটের জন্যে, রোজ গার্ডেনে, বেলা দুটোয়।

‘ধারণা করা হচ্ছে, হোয়াইট হাউসের হেলিপ্যাড থেকে প্রধানমন্ত্রী বিদায় নেবেন পাঁচটা থেকে ছ’টার মধ্যে। সরাসরি এন্ড্রুতে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁকে, ওখান থেকে প্লেনে করে ফিরে যাবেন ব্রিটেনে, নির্বাচনী ঝামেলায়। ব্রিটেনের প্রেস হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে, বলছে, নির্বাচনে সুবিধে পাবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন প্রধানমন্ত্রী। অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছেন, সফরের তারিখ অনেক আগেই নির্ধারণ করা হয়েছিল।’

রকসনের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রানা, হাত বাড়িয়ে দেখাল, ‘ওটাই বিপজ্জনক সময়।’ ওর একটা আঙুল রকসনের খোলা নোটবুকের ওপর স্থির হলো, ফটোকল লেখা শব্দটার

ওপর। পাশে লেখা রয়েছে, 'বেলা দুটো।'

মাথা ঝাঁকাচ্ছে রকসন, ভেতরে ঢুকল রেম্যান।

'কি খবর, রেম্যান?' জানতে চাইল রানা।

'খবর ভাল নয়, বস্,' বলল সার্জেন্ট, বিধ্বস্ত লাগল চেহারাটা। 'তবে বিস্তারিত সব জেনে এসেছি।'

'বলো।'

'বোমাটা যে আপনি দেখতে পাবেন, বস্, তার কোন উপায় নেই।' থামল রেম্যান, দম নিল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল। বড়সড় এক ধরনের ওয়েস্টকোটের ভেতর স্তরে স্তরে সাজানো থাকে কয়েক পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ, সাথে একটা মাস্টার ডিটোনেটর, সেট করা হয় পিঠে। ট্রিগার রয়েছে একটা বোতামে, সামনের দিকে বুকের মাঝামাঝি। ওটা ম্যানুয়ালি ব্যবহার করা হয়, বলতে পারেন চোখের পলকে। জিনিসটা হাতলের মত, খানিকটা ঘুরিয়ে টান দিতে হয়। যথেষ্ট নিরাপদ, দু'সেকেন্ডের মত সময় লাগে। দুর্ঘটনাবশত অর্থাৎ আছাড় খেলে বা অন্য কোন কারণে বিস্ফোরণ ঘটার ভয় নেই। হাতলটা ঘুরিয়ে টান দিতে হবে। এমনকি একটা বুলেট আঘাত করলেও ডিটোনেটর বিস্ফোরিত হবে না। জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ভঙ্গিটা অনুকরণ করল সে। 'ব্যস, শুধু এইটুকুই দরকার।'

'তোমার ধারণা মেরি তাহলে সেভাবেই নিজেকে সাজিয়েছে?'

'আমি জানি মেরি নিজেকে সেভাবে সাজিয়েছে।'

ইতোমধ্যে কি কি জানা গেছে সব বলা হলো সার্জেন্টকে। ফোন এল, রিসিভার তুলল রকসন। কথা শেষ করে ওদের দিকে ফিরল সে, বলল, সমস্ত আয়োজন শেষ হয়েছে, ওদেরকে সাথে

রাখতে রাজি হয়েছে সিক্রেট সার্ভিস। 'শুধু তিনজন যাচ্ছি,' বলল সে। 'প্রত্যেকে একটা করে হ্যান্ডগান সাথে রাখতে পারব। সাভানায় পৌঁছে আইডি পাব আমরা। তবে ওখান থেকে আধঘণ্টা পর জেট টেক-অফ করবে। তার মানে হাতে বাড়তি সময় বলতে কিছুই নেই। তিনজন কে কে?'

কঠিন দৃষ্টিতে রেম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি, রকসন; আমি; আর রেম্যান। বোমাটা ওর মেয়ে বহন করছে। পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে, যা ভাল বুঝব তাই করব আমরা।'

বিষণ্ন চেহারা, মাথা ঝাঁকাল রকসন। 'অপারেশনের নাম ঠিক করেছে ওরা,' বলল সে, 'গুডবাই।'

মাথাটা নিচু করল সার্জেন্ট রেম্যান।

বারো

সাভানায় পৌঁছে অফিসারদের রেস্ট রূমে বসল ওরা, ওখানেই ওদের ফটো তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে ল্যামিনেটেড আইডি চলে এল প্রত্যেকের হাতে, জানতে পারল এই মুহূর্ত থেকে সবাই ওরা হোয়াইট হাউস সিকিউরিটির সাথে জড়িত, কোন বাধা না পেয়ে হোয়াইট হাউসের ভেতর সবখানে স্বাধীনভাবে আসা-যাওয়া করতে পারবে। আইডিতেই লেখা রয়েছে, সাথে স্মল আর্মস রাখতে পারবে ওরা। সিকিউরিটি

অফিসার, যাকে সি. আই.এ-র এজেন্ট বলে সন্দেহ করল রানা, এন্ড্রু এয়ারফিল্ড থেকে লিয়ারজেটে চড়ে সাভানায় এসেছে, একটা করে নাক-বোঁচা পুলিস পজিটিভ দিল ওদেরকে। যে যার অস্ত্র শোল্ডার হোলস্টারে গুঁজে রাখল। অস্ত্র এবং অ্যামুনিশনের জন্যে একটা খাতায় সই করতে হলো ওদেরকে।

ঠিক দুপুরে এন্ড্রু ফিল্ডে নামল ওদের জেট। তারপর আর সময় পাওয়া গেল না। দুটো রানওয়ের মধ্যে নাইনটিন রাইটটা বড়, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে রয়্যাল এয়ারফোর্সের ডিসি টেন ওখানেই ল্যান্ড করল। রানা বা ওর দলের সুযোগই হলো না সিক্রেট সার্ভিসের কারও সাথে পরিচিত হবার।

ব্যান্ড আর অনার গার্ড-এর পিছু পিছু ধীরগতিতে একটা জীপ এগোচ্ছে, জীপে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, শান্ত ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে চারদিকের পরিবেশ। প্লেনের সিঁড়ি জায়গামত বসানো হলো। দরজা খুলে যাবার সাথে সাথে দোরগোড়ায় উদয় হলেন অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী–ডিপ্লোম্যাটিক প্রোটেকশন আর এসবি-র লোকজন তাঁকে ঘিরে আছে। প্লেনের সিঁড়িতে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী, সেক্রেটারি আর উপদেষ্টারা সবাই তাঁর পিছনে, নিচে বাজছে ব্রিটেনের জাতীয় সঙ্গীত, তারপর বাজল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন সফররত ভিআইপি পার্টি।

'বডিগার্ডরা সংখ্যায় প্রচুর,' বিড়বিড় করে বলল রানা। ভিআইপি পার্টিকে অনুসরণ করছে জীপ, জীপের মেটাল বার ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। তিনটে এসএইচ-থ্রীডি অপেক্ষা করছে,

সেদিকেই যাচ্ছে মিছিলটা। 'এত ভিড়ের মাঝখানে ভদ্রমহিলাকে দেখাই যাচ্ছে না ভাল করে।'

বিরাট আকৃতির হেলিকপ্টারগুলোয় নিঃশব্দে উঠলেন ওঁরা। আকাশে ওঠার আগে বা আকাশে থাকার সময় কোন অঘটন ঘটল না। হোয়াইট হাউসেও নিরাপদ অবতরণ করল ওগুলো। তারপর আবার আকাশে উঠল, বাকি লোকদের নিয়ে আসার জন্যে ফিরে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে ফিরে এল হেলিকপ্টারগুলো। নিচে নেমে রানা আর ওর দল দেখল, ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট, দু'জনেই তাঁরা ষোলোশো পেনসিলভানিয়া এভিনিউ-এর ভেতরে চলে গেছেন।

হোয়াইট হাউস সিকিউরিটি চীফ, প্রকাণ্ডদেহী এক ভদ্রলোক, রানাকে দেখে গম্ভীর হাসি উপহার দিলেন। রকসন পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে তিনি বললেন, 'চিনি। ওঁকে আমি চিনি।' তারপর মুখ বেজার করে, থমথমে গলায় যা বললেন, বোঝা গেল রানার উপস্থিতি তাঁর অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত করেছে। 'অনুরোধে ঢেঁকি গেলা আর কি। কে না জানে, আমাদের সিকিউরিটি দুনিয়ার সেরা? এসেই যখন পড়েছেন, চারদিকটা ঘুরেফিরে দেখুন। আপনাদের কিছু করতে হবে বলে মনে হয় না।' প্রথমে রেম্যানের দিকে, তারপর রানার দিকে কটমট করে তাকালেন তিনি।

'কিছু করতে হবে না? হ্যাঁ, আপনাদের জন্যে কথাটা খাটে, কারণ কি করতে হবে আপনারা জানেন না। আমরা জানি।'

'তাই?' চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন সিকিউরিটি চীফ।

'নিশ্চিত থাকতে পারেন, বোমাটা আসবে।' এক সেকেন্ড

বিরতি নিয়ে কর্তৃত্বের সুরে জানতে চাইল রানা, 'প্রেসের লোকজনকে কখন ঢুকতে দেয়া হবে?'

'টিভির লোকজন আগেই ঢুকেছে। একটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে বাকি সবাই পৌঁছে যাবে।'

'কোন্ পথে?'

'ওদের প্রত্যেককে হোয়াইট হাউস থেকে ইস্যু করা প্রেস পাস দেখাতে হবে।'

'যে বোমাটার কথা বলছি, তার কাছে অবশ্যই একটা প্রেস পাস থাকবে।'

রকসনের দিকে তাকালেন সিকিউরিটি চীফ, খানিকটা উদ্বিগ্ন দেখাল তাঁকে। তারপর আবার রানার দিকে ফিরলেন। 'আপনি ঠিক জানেন...?'

'আমার সম্পর্কে জানেন, অথচ আমি যে বাজে কথা বলি না, তা জানেন না?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকালেন সিকিউরিটি চীফ, সম্ভবত ঘাড়-ত্যাড়া ভাবটা ঝেড়ে ফেললেন। 'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল মনে করেন। ওরা সবাই ইস্ট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকবে।'

বিষয়টা নিয়ে কোন আলোচনা না হলেও, নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল রানা, কেউ প্রতিবাদ বা আপত্তি করল না। টিভি ক্রুদের দেখার জন্যে সবাইকে নিয়ে রোজ গার্ডেনে চলে এল রানা, ঠিক হলো এখানে উপস্থিত থাকবে রকসন। রানা রেম্যানকে নিয়ে ইস্ট গেটে থাকবে। ফটোকলে উপস্থিত থাকার জন্যে যারা আসবে তাদের সবার ওপর নজর রাখবে ওরা।

'মেয়েটা যদি সত্যি কাছে ভেড়ার চেষ্টা করে...,' শুরু করল রানা, পাথর আর কাঁচ দিয়ে তৈরি প্রবেশপথের দিকে হাঁটছে ওরা, ওখানেই পাসগুলো চেক করা হবে। 'তুমি কি, রেম্যান...?'

'ওকে খুন করার সাহস কি হবে আমার, বস্?' জিজ্ঞেস করল রেম্যান। পাথর হয়ে গেছে মুখটা।

'জবাবটা তুমি দেবে, সার্জেন্ট।'

অনেকক্ষণ কথা হলো না, ইতোমধ্যে গেটের সামনে চলে এসেছে ওরা। 'বস্, আমি জানি না। আমি মেনে নিয়েছি, মিরাকল না ঘটলে, মেরিকে মরতে হবে। কাজটা আমি যদি করতে না পারি, সময় থাকতেই বুঝতে পারবেন আপনি।...আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ থাকবে না।'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, প্রেসের লোকজনদের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখছে। সাংবাদিকদের মধ্যে পুরুষ ও নারী, দু'দলই আছে। একজন গার্ড তাদের পাস চেক করছে, দেখা গেল প্রায় সবারই নাম জানা আছে তার।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। একটা ত্রিশ মিনিট।

এখনও এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না যার সাথে চেহারার মিল আছে মেরির।

একটা পঁয়তাল্লিশ। কোথায় মেরি? ফটোগ্রাফারদের প্রথম দলটা এক জোট হয়ে সামনে বাড়ল।

একটা পঞ্চান্ন মিনিটে গাঢ় রঙের স্যুট পরা এক তরুণ, কাঁধে আর গলায় তিনটে ক্যামেরা, গেটে এসে দাঁড়াল। পাস চেক করে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল গার্ড। স্বাস্থ্যবান, একটু মোটাই বলা

যায়, মাথার খাটো চুল ঢাকা পড়ে আছে হ্যাটে, হ্যাটের কার্নিস অস্বাভাবিক চওড়া। গোঁফ জোড়াও দর্শনীয়, লম্বা, দুই প্রান্ত ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। সব মিলিয়ে, একজন বোহেমিয়ান।

'ফটো-সাংবাদিকরা আজিব চিড়িয়া,' বুদ থেকে বলল সিকিউরিটি অফিসার। 'আর কেউ ঢুকবে না, সবাই পৌঁছে গেছে।'

'আমাদের হয়তো ভুল হয়েছে,' বলল রানা, তবে জোরের সাথে নয়। পাশে দাঁড়ানো সার্জেন্ট রেম্যান এমন উত্তেজিত হয়ে আছে, ওর মনে হলো ছুঁলেই বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেতে হবে।

'হতে পারে,' ম্লান গলায় বলল রেম্যান।

রোজ গার্ডেনে ফিরে এসে ওরা দেখল, টিভি আর প্রেস ফটোগ্রাফাররা নিজেদের সরঞ্জাম ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। রকসনের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা, নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা।

কিন্তু সার্জেন্ট বলল, 'মেরি এখানে আছে। কোথাও না কোথাও। আমি জানি। তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি আমি।'

'প্রোগ্রাম বাতিল করবেন ওঁরা?' রকসনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অসম্ভব। এখন আর তা সম্ভব নয়।' বড় করে শ্বাস টানল রকসন।

'তুমি পিছন দিকে চলে যাও,' তাকে নির্দেশ দিল রানা। 'আমরা দু'জন সাংবাদিকদের দু'পাশে চলে যাচ্ছি।' প্রথমে রেম্যান, তারপর রকসনের দিকে তাকাল ও। 'প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাবে না, নজর রাখবে ফটোগ্রাফারদের

ওপর ।’

মাথা ঝাঁকাল ওরা দু’জন । রেম্যান গেল বাঁ দিকে, ডান দিকে পা বাড়াল রানা ।

চাপা একটা গুঞ্জন উঠে আসছে ফটোগ্রাফারদের ভিড়টা থেকে । স্থির বা চুপচাপ থাকা ওদের স্বভাব নয় । প্রচণ্ড উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করছে না রানা । হার্টটা ড্রাম পেটাবার মত শব্দ করছে । ফটোগ্রাফারদের ওপর চোখ বুলাল ও । বিয়ের অনুষ্ঠানে মেরিকে যেমন দেখেছে, তার সেই চেহারার সাথে উপস্থিত কারও চেহারাই মেলে না । প্রচণ্ড উত্তেজনায় কিনা কে জানে, সামান্য আচ্ছন্ন বোধ করল রানা ।

ঘাড় ফিরিয়ে সার্জেন্ট রেম্যানের দিকে তাকাল ও । সে-ও ফটোগ্রাফারদের ওপর চোখ বুলাচ্ছে । তারপর, অকস্মাৎ, সমস্ত গুঞ্জন থেমে গেল । প্রেসিডেন্ট আর তাঁর স্ত্রী এসকর্ট করে বাগানে নিয়ে আসছেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে ।

পরিবেশটা আনন্দমুখর হয়ে উঠল । পরিচিত ফটো-সাংবাদিকদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন প্রেসিডেন্ট, তাদের অনর্গল প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলার আগে সহাস্যে, সকৌতুকে একবার তাকাচ্ছেন অতিথি প্রধানমন্ত্রীর দিকে । ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীও যেন প্রাণশক্তি, লাবণ্য আর খোশমেজাজের প্রতীক, কোন রকম উদ্বেগ বা উত্তেজনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি ।

এক সেকেন্ড পর আবার ফটোগ্রাফারদের ওপর নজর দিল রানা । হিসেবে কোথাও ভুল হওয়া বিচিত্র নয় । একা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে হয়তো হিথরোতে আক্রমণ করবে মেরি । লাইন-আপ-এর দিকে আবার তাকাল ও । প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রী

একসাথে নিজেদের পজিশনে দাঁড়াচ্ছেন। ফটোগ্রাফারদের দিকে ফিরল রানা। সবাই তারা ফটো তোলার কাজে ব্যস্ত।

কিন্তু এবার তাকাবার সাথে সাথে অনুভব করল রানা, কি যেন একটা গোলমাল আছে। লাইন-আপ-এর দিকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড তাকিয়েছিল ও, তারই মধ্যে কি যেন একটা বদলে গেছে। প্রথমে রানা বুঝতেই পারল না কি বদলেছে বা কিভাবে বদলেছে। তারপর ব্যাপারটা পরিষ্কার ধরা পড়ল, ধরা পড়ল ওর মনের চোখে।

বোহেমিয়ান তরুণটাকে যেখানে দেখেছিল ও, সেখানে নেই সে। ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেছে। এগিয়ে যাওয়াটা অপরাধ বা অস্বাভাবিক নয়, সবাই ভাল একটা পজিশন থেকে ছবি তুলতে চাইবে। কিন্তু তার আচরণে কি যেন একটা অসঙ্গতি রয়েছে।

আরও এক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। রানা উপলব্ধি করল, বোহেমিয়ান তরুণ গলায় ঝোলানো ক্যামেরাগুলো হাত দিয়ে একবার ধরছেও না। না, ছবি তোলার কোন লক্ষণ তার মধ্যে নেই।

আরও এক পা সামনে বাড়ল তরুণ। তার দু'পাশে এক লাইনে অনেক ফটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সামনেও রয়েছে দু'একজন। হাতটা, ডান হাতটা, ওপরে তুলল সে। জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

'রেম্যান!' চিৎকার করল রানা।

গাঢ় রঙের স্যুট পরা তরুণ, রানার মনে হলো, লাফ দিতে যাচ্ছে। চিৎকার কানে যেতেই পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে সার্জেন্টের হাতে, কিন্তু ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল তার

মধ্যে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রেম্যান, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

কোন কিছু চিন্তা না করেই নড়ে উঠল রানা। অটোমেটিক রিফ্লেক্স। পিস্তলটা বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এল ওর হাতে। দুটো গুলির আওয়াজ হলো, ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক আর আর্তনাদ।

প্রথম গুলিটা তরুণের বাহুতে লাগল, হাতটা তখনও জ্যাকেটের ভেতর পুরোপুরি ঢোকেনি। জ্যাকেটের ভেতর থেকে ঝাঁকি খেয়ে বেরিয়ে এল সেটা দ্বিতীয় গুলিটা বুকে লাগার সাথে সাথে। মাটি থেকে সামান্য উঁচু হলো শরীরটা, তারপর আছাড় খেয়ে পড়ল, চিৎ হয়ে। ইতোমধ্যে উদ্যত পিস্তল হাতে ছুটতে শুরু করেছে সার্জেন্ট, সম্পূর্ণ তৈরি সে, কাউকে শত্রু বলে চিনতে পারলেই কোন রকম ইতস্তত না করে গুলি করবে।

হ্যাটটা তরুণের মাথা থেকে খসে পড়েছে। ছিটকে পড়েছে কালো পরচুলা। মেরির মাথার পরিচিত লাল চুল দেখা যাচ্ছে। একবার মাত্র মোচড় খেলো তার শরীর, যদিও তার দিকে তাকিয়ে নেই রানা। অন্য একটা কি যেন ব্যাপার আঁচ করতে পেরেছে ও।

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ভি আই পি পার্টির দিকে ঘুরল রানা। সবাই খুব দিশেহারা বোধ করছেন, অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেয়ার জন্যে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আর বডিগার্ডরা তাঁদের সামনে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তৈরি করেছে দুর্ভেদ্য পাঁচিল। সবাই ভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত, শুধু একজন বাদে। পিএম প্রোটেকশন স্টাফদের মধ্যে থেকে একজন লোক লাইন ভেঙে আলাদা হয়ে গেল। বুক ভরা আতঙ্ক নিয়ে রানা দেখল। দেখার সাথে সাথে সমস্ত ব্যাপারটা মিলে গেল

খাপে খাপে।

ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট উইলবার জেফারসনের হাতে অটোমেটিক পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে, গুলি করার জন্যে পজিশন নিতে যাচ্ছে সে।

পা দুটো ফাঁক হয়ে আছে সুপার জেফারসনের, পা বা হাত একটুও কাঁপছে না, সারাক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার টার্গেটের দিকে। অস্ত্রটা, তার লম্বা করা হাতের একটা অংশ বলে মনে হলো, খানিক নিচে নেমে স্থির হলো প্রধানমন্ত্রীর ওপর।

পুলিস সুপারকে দেখার সাথে সাথে নড়ে উঠেছে রানা, কারণ সমস্ত রহস্য আর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে ও। হিকমত ওদের চেয়ে সব সময় এক পা এগিয়ে ছিল, কারণ তার গুপ্তচর হিসেবে বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টারে সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন পুলিস সুপার জেফারসন। জেফারসন, সত্যবাবার খাস লোক।

দেরি না করে, এক পা এগিয়ে আবার দুটো গুলি করল রানা।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি তিনি মারা যাচ্ছেন, টেরও পাননি কি তাঁকে আঘাত করল। সামান্য ঝাঁকি খেলো শরীরটা, ছিটকে গিয়ে গোলাপ ঝাড়ের ওপর পড়ল লাশটা।

'গুড বাই, সুপার,' বিড়বিড় করে বলল রানা। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে সিকিউরিটি সার্ভিসের অন্যান্য এজেন্টদের সাথে মিশে গেল ও, পরিস্থিতি শান্ত করার জন্যে। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, বোমা অকেজো করার লোকদের জন্যে কাজটা হবে সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। লাশ থেকে বোমা বের করার কাজ সত্যি খুব দুর্লভ।

'ব্রিটিশ জাতি বি.সি.আই. আর রানা এজেন্সির প্রতি কৃতজ্ঞ, রানা,' বি.এস.এস. চীফ মারভিন লংফেলো বললেন, রানার চোখের দিকে তাকালেন না। 'তবে আমি কৃতজ্ঞ তোমার প্রতি। কৃতজ্ঞ নিজের প্রতিও—তোমাকে বি. এস.এস-এর উপদেষ্টা হতে রাজি করাতে পেরেছিলাম বলে।' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্তরাজ্যে ফিরে আসার পর দু'দিন পেরিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সাথে একই প্লেনে ফিরে এসেছে রানা। প্লেনে চড়ার পর প্রধানমন্ত্রীর সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দেয় রকসন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রানাকে একটা লাল গোলাপ উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের সব কাগজেই খবরটা ছাপা হয়েছে, তবে কোন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের নাম বা কোন এজেন্টের নাম কোন কাগজে ওঠেনি।

'তোমার বসের সাথে কাল ফোনে কথা হয়েছে আমার,' বললেন বি.এস.এস. চীফ। 'বললেন তুমি চাইলে তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করবেন। তা এই তিনদিন কি করবে তুমি, কোথাও বেড়াতে যাবে?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল রানা। 'ছুটি নেব কিনা, নিলে কোথায় যাব, ভেবে দেখতে হবে আমাকে, মি. লংফেলো।'

হেসে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'বুঝেছি। গোপনীয়তা ফাঁস করতে রাজি নও। ভুলে গিয়েছিলাম, বি.সি.আই-এর এজেন্ট তুমি।' হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল তাঁকে। 'রানা, আবার যদি আমাদের সাহায্য দরকার হয়...?'

'যতদিন আমি আপনাদের উপদেষ্টা হিসেবে আছি, সাধ্যমত

সাহায্য করব। অবশ্য সেই সাথে আমরা আশা করব আপনাদের দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো আপনারা রক্ষা করবেন।'

'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে, রানা,' তাড়াতাড়ি, ব্যস্ততার সাথে বললেন মারভিন লংফেলো। 'তোমার আর যদি কোন দাবি থাকে তো...'

'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো। বস্ আগেই বলেছেন, পুরস্কার বা নগদ টাকা আমরা গ্রহণ করব না।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রানা।

'তোমার সাথে যোগাযোগ করব কিভাবে, যদি দরকার হয়?'

'ঢাকার সাথে যোগাযোগ করলে ওরাই বলে দেবে। গুড বাই, মি. লংফেলো।'

দরজার কাছে চলে এসেছে রানা, পিছন থেকে মারভিন লংফেলো বললেন, 'রানা?'

'বলুন?'

'ডোনা চেস্টারফিল্ড...'

'ইয়েস?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে সে। তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে লন্ডনে।'

'ভাল।'

'আসলে, রানা, মেয়েটা তোমাকে দেখতে চেয়েছে...যদি তুমি চাও।'

'চাইতে পারি, মি. লংফেলো। দু'এক হপ্তা পর, তখন যদি লন্ডনে থাকি। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে হবে আমাকে, মেরিকে কবর

দেয়ার অনুষ্ঠানে থাকতে চাই। তা না হলে রেম্যানকে সান্ত্বনা দেবে কে?'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মারভিন লংফেলো। রানার এই কোমল দিকটা সম্পর্কে তিনি যেন এতদিন বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না।

***